خيركم من تعلم القرآن وعلمه

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে আর শেখায়।

HAR JUZ KA MUKHTASAR TARUF

প্রত্যেক পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পারা: 1-15

প্রথম খণ্ড

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

Author / লেখক

Shaikh Dr. Arshad Basheer Umari Madani

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

হাফিজ, আলিম, ফাযিল (মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)

Bangla Translation / বঙ্গানুবাদ

Shaikh Abdul Halim Bukhari

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

শিক্ষক: রাহাতপুর হাই-মাদ্রাসা (উচ্চমাধ্যমিক)

উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে আর শেখায়।

প্রত্যেক পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পারা: ১-১৫

প্রথম খণ্ড

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

হাফিজ, আলিম, ফাযিল (মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)

এমবিএ, পিএইচডি (সুইজারল্যান্ড)

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক: AskIslamPedia.com

চেয়ারম্যান: Ocean The ABM School, হায়দরাবাদ

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَاب أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَك لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

(সূরা সাদ, আয়াত ২৯)

এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে এবং বোধসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد!

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও শান্তিধারা বর্ষিত হোক তাঁর রসূলের উপর আর তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর।

এটা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহপ্রদত্ত একটা গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকৃত জ্ঞানের উৎস আর সমগ্র মানবজাতির জন্য পথনির্দেশিকা। তাই পবিত্র কুরআনের অনুসরণ ও পবিত্র কুরআনকে বুঝতে চাইলে তার সঠিক জ্ঞান ও সঠিক অনুধাবন আবশ্যক। সচেতনতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। আর এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, যাঁরা পবিত্র কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেছেন, এর শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন আর যাঁরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার্জন ও শিক্ষাবিরতণকে তাঁদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছেন, একইভাবে যে সমস্ত আলেম ও শিক্ষার্থীরা এই ক্ষেত্রে দিনরাত নিয়োজিত থাকেন, তাঁদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ। এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তারই একটা অংশ। কুরআনের প্রতিটি জুজ বা পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এই বইটি "মহাগ্রন্থ কুরআনের ব্যাখ্যার সিরিজ (তফসির)" এর একটা পরিশিষ্ট।

যদি কেউ কুরআন সংক্ষিপ্তভাবে বুঝতে পারে, তাহলে তার পক্ষে তাফসির সিরিজ বোঝা খুব সহজ হবে, ইন শা আল্লাহ। আমি সহজ ভাষাশৈলী অবলম্বন করেছি, যেন সাধারণ পাঠক কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। আর ৩০টা পারাতেই একই ভাষাশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে। সমস্ত বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পেশ করা হয়েছে, যা সাধারণ পাঠকের হৃদয় ও মননে ভালো প্রভাব ফেলতে চলেছে। তাছাড়া আমি অত্যন্ত সহজ উপায়ে বিষয়বস্তুর সিরিজ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম পারায় প্রাপ্ত সমস্ত বিষয়। আমি ভিন্নভিন্ন বিষয়ের অধীনে জুজ বা পারাগুলোকে একাধিক "ইউনিট"-এ ভাগ করেছি আর প্রতিটা "ইউনিট"-এর একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপকার্থক ভূমিকা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। প্রতিটি জুজের একটা নির্দিষ্ট "প্রাসঙ্গিকতা" ও মূলভাব রয়েছে আর প্রতিটি "ইউনিট"-এর একটা নির্দিষ্ট বিষয় বা প্রসঙ্গ ও "উপলক্ষ" রয়েছে। তাই "ইউনিটগুলো" সেই অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি "ইউনিট"-এর একটা "নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ" এবং "নির্দিষ্ট বিষয়" আছে। কিন্তু সেগুলো পরিশেষে একটা "উপসংহারে" পৌঁছায় এবং বিস্তৃত স্তরে সামগ্রিকভাবে ব্যাপক প্রাসঙ্গিকতা পেশ করে।

এটা অডিও এবং বই, উভয় আকারে উপস্থাপন করা হবে, ان شاء الله। তারপরে, "মহাকুরআনের তাফসির" সিরিজটিও উপস্থাপন করা হবে। আলহাম্‌দুলিল্লাহ, তাফসির সিরিজটি বেশ কয়েক মাস আগে শুরু হয়েছে। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা এই তাফসির সিরিজের কাজে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করুন এবং বরকত দিন! আর আমি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে আর সমস্ত ছাত্র, সহকারী এবং সহায়কদের এই শিক্ষা ও শিক্ষণের জন্য মহাপ্রতিদান দান করুন এবং দ্বীন ও দুনিয়াতে সাফল্য দান করুন। আর কিয়ামতের দিন উত্তমকর্মের পাল্লায় এটাকে কল্যাণের উৎস করুন, আমীন।

বিনীত-

হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

অনুবাদকের বক্তব্য

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মালিক। যিনি মানবজাতির হিদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা বোঝার ও অনুসরণের মাধ্যমে প্রকৃত সাফল্যের পথ সুগম করে দিয়েছেন। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী ও শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী ও জীবন্ত মডেল হিসেবে মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এটি শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং জীবনবিধানের এক অমূল্য সংকলন, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সকল যুগ, সকল স্থান এবং সকল শ্রেণির মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এটি মানব হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে, চিন্তার জগতে আলো ছড়িয়ে দেয় এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে তোলে।

কুরআন বোঝা এবং অনুসরণ করা আমাদের জন্য এক মহান দায়িত্ব ও অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু সত্য এটাই যে, আমরা কুরআনের মর্মার্থ উপলব্ধি না করে শুধু তিলাওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকি। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন উপলব্ধি করতে এবং এর অনুসারী হতে আহ্বান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন—

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْۤا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

"এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যেন তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষা গ্রহণ করে।" (সূরা স্বদ: ২৯)

আমরা যদি কুরআন থেকে দূরে থাকি, তবে নিশ্চিতভাবেই পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবো। ইতিহাস সাক্ষী যে, যেসব জাতি কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছে, তারা উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে, আর যারা কুরআন থেকে বিমুখ হয়েছে, তারা ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। তাই কুরআনের শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরি।

এই মহাগ্রন্থের শিক্ষাকে সহজভাবে বোঝার জন্য বহু যুগ ধরে বিজ্ঞ আলেমগণ তাফসির রচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিও সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। মূলত, এটি পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ তুলে ধরার একটি প্রয়াস, যা পাঠকদের জন্য কুরআনের শিক্ষাকে সহজতর করবে এবং তাফসির অধ্যয়নকে অধিকতর ফলপ্রসূ করবে, ইন শা আল্লাহ।

আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, এই মহান গ্রন্থের অনুবাদের গুরুদায়িত্ব স্বয়ং লেখক **শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি** আমাকে অর্পণ করেছেন। তাঁর এই আস্থা ও বিশ্বাসের জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিল মূল গ্রন্থের ভাব ও ব্যঞ্জনা বজায় রাখা এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য তা সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাঁর জ্ঞান ও খেদমতে আরও বরকত দান করুন।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের সবাইকে কুরআনের গভীর শিক্ষা অর্জন ও তা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করার তাওফিক দান করেন। সেইসাথে, যাঁরা এই অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের জন্য উত্তম প্রতিদানের দোয়া করছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন, আমাদের অন্তরসমূহকে কুরআনের জ্ঞান দ্বারা পরিশুদ্ধ করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন। আমীন!

বিনীত
আব্দুল হালিম বুখারি
২১/০২/২০২৫

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

১

প্রথম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

প্রথম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

“আলিফ-লাম-মীম” الم

سورة الفاتحة

সূরা ফাতিহা

প্রারম্ভ	The Opening

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান

একাংশ মুফাসসিরের মতে, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে আর অন্যাকাংশ মুফাসসিরের মতে, এই সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কিছু পণ্ডিতের মতানুযায়ী এই সূরাটি দুবার নাযিল হয়েছে। মদিনায় প্রকাশিত ও মুদ্রিত মুসহাফ অনুসারে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

কিছু লক্ষ্য

- সমস্ত ঐশী গ্রন্থের মর্মার্থ সূরা ফাতিহায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।[1]
- কিছু আলেমের মতে, এজন্যই এই সূরাটির নামকরণ উম্মুল কিতাব এবং উম্মুল কুরআন করা হয়েছে।[2]
- কুরআনের শিক্ষার মধ্যে রয়েছে (১) বিশ্বাস বা আকিদা, (২) উপাসনা, (৩) জীবনধারা এবং (৪) ধার্মিক ও দুষ্টু লোকদের চরিত্র আর তাদের চূড়ান্ত পরিণতি। এইসব বিষয় সূরা আল-ফাতিহায় আলোচিত হয়েছে। যেমন, ইমাম সুয়ূতি (রহ.) সূরা ফাতিহার তফসির করতে গিয়ে বলেছেন যে, পুরো কুরআন সংক্ষেপে চারটি বিষয় ব্যাখ্যা করে।

১| আকিদা: (আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন, আর-রহমানির রহীম, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন)

২| ইবাদত: (ইয়্যাকা না’বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈ’ন)

---

[1] মাজমু ফাতাওয়া : ৭/১৪

[2] তাফসীর আবি সৌদ

৩| জীবনধারা: (ইহদিনাস্‌সিরাতাল মুস্তাকীম)

৪| শিক্ষা, উপদেশ, স্মরণ ও পরিশুদ্ধির ঘটনা। (ইহদিনাস্‌সিরতাল মুস্তাকীম, সিরাত্বল্লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম, গাইরিল মাগযূবি আ'লাইহিম ওয়ালাযযালীন)

❖ সূরা ফাতিহার প্রেক্ষিতে ছয়টি প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর:

প্রশ্ন ১) আমি কে?

আমি আল্লাহর বান্দা. আমাকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। (ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন)

প্রশ্ন ২) আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

(আল্‌হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন, আর-রহমানির রহীম)

প্রশ্ন ৩) আমি মারা গেলে কোথায় যাব? মৃত্যুর পর আমার কী হবে?

বিচারের দিন আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। (মালিকি ইয়াওমিদ্দীন)

প্রশ্ন ৪) আমাকে কী করতে হবে? আমি কার উপাসনা করবো? কীভাবে উপাসনা করতে হবে?

আমাকে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ইবাদত করতে হবে। (ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন)

ইবনে কাইয়িম (রহ.) বলেন: সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্ম হলো এই দুটি প্রশ্নের উত্তর।

সম্পূর্ণ জীবন উপাসনা এবং দুটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে গঠিত:

১। আপনি কার উপাসনা করবেন? উত্তর হলো, আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ইবাদত করতে হবে।

২। আপনি কীভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করবেন?

উত্তর: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে শিখিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে।[1] (ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন, ইহদিনাস্‌সিরতাল মুস্তাকীম, সিরাত্বল্লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম, গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালাযযাল্লীন)

প্রশ্ন ৫) আমার জন্য কী করার অনুমোদন নেই?

(গাইরিল মাগযূবি আ'লাইহিম ওয়ালাযযাল্লীন)[2]

প্রশ্ন ৬) আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার উপায় কী?

---

[1] দেখুন: আস-সিয়াসাতু আশ-শারিআ'হ- ইবনে তাইমিয়া।

[2] ইক্বতিযাউস স্বিরাতিল মুস্তাকীম- ইবনে তাইমিয়া।

মহানবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করাই আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপায়। (ইহদিনাস্‌সিরতাল মুস্তাক্বীম, সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আ'মতা আ'লাইহিম)।[1]

- এই সূরাটি প্রত্যেক নামায আর নামাযের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা হয়। (বুখারি: ৭৫৬, মুসলিম: ৩৯৪)[2]
- এই সূরাটির অনেক নাম রয়েছে। যথা: সালাত, আল-হামদ, ফাতিহাতুল-কিতাব, উম্মুল কিতাব, উম্মুল কুরআন, আল-সাবউ'ল মাসানি, আল-কুরআন আল-আযীম, আল-শিফা, আল-রুকায়া, আল-আসাস, আল-ওয়াফিয়্যাহ, আল-কাফিয়া।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল-ফাতিহার শুরুতে (اهدنا الصراط المستقيم) উল্লেখ করে সূরা আল-বাকারার শুরুতে هدى للمتقين উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-ফাতিহাতে যে নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে, কুরআনের আকারেও সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে দুআ করা হয়েছে, তা কবুল হয়েছে।
- সূরা বাকারায় হিদায়াতের পদ্ধতিও উল্লেখ করা হয়েছে:
  فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আল-বাকারাহ: ১৩৭) এখান থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামকে বোঝার জন্য নবী ও তাঁর সাহাবীদের অনুধাবন জানা জরুরি।

- সূরা ফাতিহা مغضوب এবং ضالين শব্দদ্বয় দিয়ে শেষ হয়েছে। এর সাথে আসন্ন সূরাগুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।
  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

مغضوب শব্দটি ইহুদিদের দিকে ইঙ্গিত করে, সূরা বাকারা এবং সূরা আন-নিসায় তাদের বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

الضَّآلِّينَ শব্দটি খ্রিস্টানদের দিকে ইঙ্গিত করে, যাদের আলোচনা সূরা আলে-ইমরান ও মায়িদায় বারবার করা হয়েছে।

---

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: আল-মানহাজিয়্যাতু ফী ত্বলাবিল ই'লমি- শায়খ স্বালিহ আলে শায়খ; মাওকিফু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল-জামাআ'তি মিনাল বিদা' ওয়াল-আহয়াহ- শায়খ রুহাইলি।

[2] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: নামাযে নাবাবি- ড. শাফিকুর রহমান। (উল্লেখ্য, এই বইটির বাংলা অনুবাদ "মহানবির নামায" শিরোনামে প্রকাশ হয়েছে- অনুবাদক।)

- শুরুতে সূরা ফাতিহা আনার পেছনে উদ্দেশ্য কী? সূরা ফাতিহার অবস্থান আইনের প্রস্তাবনার অবস্থানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

আলেমগণ সূরা ফাতিহা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ: আবুল কালাম আজাদ (রহ.) এই সূরার তাফসীরে "উম্মুল কিতাব" নামে একটা বিশাল গ্রন্থ সংকলন করেছেন। অনুরূপভাবে, শায়খ আব্দুল রাজ্জাক আল-বদর আল-ইবাদ (রহ.) "من هدايات سورة الفاتحة" নামে একটা বই লিখেছেন। অনুরূপ ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) মাদারিজ আল-সালকিনের একটা পূর্ণ খণ্ডে সূরা ফাতিহার উপর আলোচনা করেছেন। আর ইমাম সুয়ূতি (রহঃ) সূরা ফাতিহাকে "বারাআত আল-ইসতিহালাল"-এর একটা চমৎকার শিরোনাম দিয়েছেন আর একটা সম্পূর্ণ বই লিখে প্রমাণ করেছেন যে, কেন আর কীভাবে সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে।

- আরবি কাব্যে প্রতিযোগিতামূলক কবিতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। আসুন, আমরা কুরআনের সূচনা নিয়ে চিন্তা করি: আরবরা ঘোড়া, ধ্বংসাবশেষ, প্রাসাদ এবং বান্ধবীদের প্রশংসা করতে কখনোই ক্লান্ত হতো না। কিন্তু তারপরও তারা সৃষ্টির মধ্যে গবেষণা করে সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সফল হয়নি। কুরআন শুরুতেই এই সত্যটি উল্লেখ করেছে: সমস্ত সৃষ্টিজগত দেখার পরেও কেন একজন ব্যক্তি বলে না:

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  এর অর্থ হচ্ছে, এটা প্রকৃতির দাবি যে, সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে স্রষ্টাকে স্বীকার করতে হবে। কুরআনের প্রথম থেকেই এটা করতে বলা হয়েছে।
- সাবা' মুআল্লাকাত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কবিদের মধ্যে যাঁরা সর্বোত্তম উপায়ে সবচেয়ে বেশি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, তাঁদের কবিতাগুলো কাবাঘরে ঝুলানো হতো। ফলে সাবা মুআল্লাকাত অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু এমন নয় যে, যে সৌন্দর্য কবিকে কোনোকিছুর প্রশংসা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আর তাঁরা যা অনুভব করেছেন, অন্যরাও তাই অনুভব করতেন আর সেটাই সবার পারস্পরিক অনুভূতি। অপরপক্ষে, পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা-কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, সবটাই মানবপ্রকৃতির দাবি ও চাহিদা।
- সূরা আল-ইখলাসে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে 'কুল' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। সূরা ফাতিহায় তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি শুরুতে সরাসরি নিজের পরিচয় দিয়ে সৃষ্টিকুলকে যেন বলতে চেয়েছেন যে, তারা যেন এই পতিচিতি লাভ করে। এটি প্রকৃতির দাবি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- যেমন আরবরা, যারা ঘোড়া এবং অন্যান্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতো, তাদের বলা হচ্ছে যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলোর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহই। তিনিই একমাত্র তোমাদের প্রশংসা ও ইবাদতের যোগ্য। বস্তু সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্বের কথা বলে ইবাদতের ক্ষেত্রেও তাঁর একত্ববাদের প্রতি আহবান করা হয়েছে।
- প্রাচীন নিউটন (ইমরা-উল-কায়স), আধুনিক ইমরা-উল-কায়স (নিউটন) আর তাদের অনুসারীরা একই ভুল করেছিলেন। সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে সৃষ্টিকর্তার প্রভূত্বকে চিনতে এবং তাঁর কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা আপেল ফেলে অদৃশ্য মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে জনগণকে বুঝিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা আপেলের স্রষ্টা এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির স্রষ্টাকে নির্ঘাত ভুলে গিয়েছেন। একইভাবে, মাতাল কবিদের মাতলামোর মধ্যেও ঘোড়ার বিবরণ মনে ছিল, প্রভুত্বের কিছু দিক মনে রেখেছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বা একত্ববাদ ভুলে গেছেন।
- সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা প্রকৃত স্রষ্টার স্বীকৃতির পথ দেখায়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ গবেষণা। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করছে। তাই, তারা যে সৃষ্টিকে আবিষ্কার করতে পারেনি, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে শেষ করেছে। যে সূর্যের রশ্মি ধারণ করেছে, সে জীবনের অন্ধকার রাতকে মোহিত করতে পারেনি
- দাওয়াহ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে লেখকের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, এই সূরাটি খুব সহজ এবং কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে, যেমনটি আয়াত-উল-কুরসি উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ আমাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে টিভি এপিসোডের মাধ্যমে তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

বিষয়বস্তু

- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। (১-৩)
- একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য আর তাঁর কাছেই দুআ করতে হবে। (৪)
- মুমিনদের প্রার্থনা হলো যে, তারা সরল পথের অনুসরণ করতে চায়। আল্লাহর গজবকে ভয় করে এবং ভ্রান্তির শিকার হতে চায় না। (৫-৭)

سورة البقرة

সূরা বাকারা

গরু	The Cow
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মদিনা	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরার উদ্দেশ্য হলো: "ইসলামি আইনের বিবরণ ও তার বাস্তবায়ন"। পৃথিবীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আইন এই সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।[1]
- যারা মনোনীত ইসলাম ধর্মকে বিশ্বাস করে অনুসরণ করে, তারা সফলকাম হবে আর যারা বানোয়াট ইসলামকে অনুসরণ করবে, তারা ব্যর্থ হবে।
- ইস্রাঈলীয়দের দল পৃথিবীতে ধর্মীয়ভাবে অক্ষম হওয়ার দৃষ্টান্ত, অপরপক্ষে ইব্রাহিম এবং তাঁর অনুসারীরা ধর্মীয়ভাবে সক্ষম হওয়ার উদাহরণ।[2]
- এই পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদতের বিষয় (কুরআনের আলোকে ইবাদত, জনসাধারণের দৃষ্টিকোণে নয়) ফেরেশতাদের কাছে তাদের জগতে লক্ষণীয় ছিল।
- শুরুতেই আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়েছিল, সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।
- এই সূরায় ইবাদত এবং পার্থিব বিষয়ের মতো প্রতিটি বিষয় আলোচিত হয়েছে, এর পাশাপাশি এতে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে।[3]
- এই সূরাটি তাঁর মদিনায় আগমন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কয়েক দফায় অবতীর্ণ হয়।[4]

---

[1] আয়াত-৩০, তাফসির ইবনে কাসির, পৃ. ২১৬, তাফসিরুল মানার।

[2] প্রণিধান করুন: ইক্বতিযাউস্ সিরাতিল মুস্তাকীম।

[3] আযওয়াউল বায়ান।

[4] কুরতুবি।

- আপনি যদি নবীর পথ এবং তাঁর সাহাবীদের পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ আপনাকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, অন্যথায় নয়।
- ইতিহাসের বিগত যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তিদের কথা এই সূরার এক অংশে বলা হয়েছে, আবার এই সূরার অন্য অংশে সেই নির্দেশ বা শিক্ষার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার ভিত্তিতে মানুষ যোগ্য হয়ে ওঠে।[1]
- যাঁরা সরল পথে অবিচল ছিলেন (যেমন আদম, ইব্রাহিম ও ইয়াকুব এবং তাঁদের বংশধর), তাঁদের ঐতিহাসিক উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, আর যারা সরল পথে অটল থাকতে পারেননি, তাদের উদাহরণও পেশ করা হয়েছে (যেমন, অবাধ্য বানি ইসরাঈল)।
- কেউ যদি সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য ইসলাম ধর্মের নির্দেশিত পন্থায় আকীদা-বিশ্বাস ও বিধান পালন করা ওয়াজিব।[2]
- ইসলামি আইন মানবতার সকল সমস্যার সমাধান।[3]
- সূরা বাকারার একটা অংশ উম্মাতে দাওয়াতের সাথে এবং অন্য অংশটি উম্মাতে ইজাবাতের সাথে সম্পর্কিত।[4]
- দুটি মহান আয়াত দিয়ে সূরাটি শেষ হয়েছে। এই দুটি আয়াত উম্মাহকে মি'রাজের রাতে রহমতের উৎস এবং উপহারস্বরূপ দান করা হয়েছিল, আর এই দুটি আয়াত আরশের ভাণ্ডার। (সহিহ আল-জামি': ১০৬০)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরানের সাধারণ বিষয়বস্তু হলো "নবুওয়াতের প্রমাণ"।
- সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা রয়েছে। তারপরেই পরবর্তী দুটি সূরা, বাকারা আর আলে-ইমরানে "নবুওয়াতের প্রমাণ" রয়েছে।
- আল-মাগযুব - সূরা বাকারা এবং সূরা নিসাতে এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

---

[1] তাফসিরুল মানার।

[2] আল-বুরহান ফী তানাসুবি সুয়ারিল কুরআন- গারনাত্বি, পৃ. ৮৮।

[3] আল-আত্বঈমা- শায়খ ফাওযান।

[4] তাফসিরুল মানার, ১৯:১০৮।

- আল-যাল্লীন - সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা মায়েদাহয় এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- "ইহদিনা" দুআ করা হয়েছিল, - "হুদা লিল্লানাস" দুআ কবুল হয়েছে।
- এই সূরাটি ব্যাপক বিশ্বাস (২:৩) দিয়ে শুরু হয়েছে, ব্যাপক বিশ্বাস (২:১৩৬, ২:২৮৫) দিয়ে শেষ।

“আলিফ লাম মীম” পবিত্র কুরআনের প্রথম পারা বা জুজ। উলামায়ে কিরাম এই পারাটিকে তার বিষয়বস্তু অনুসারে ৫টি ইউনিটে ভাগ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী প্রথম পারা “আলিফ লাম”-এর আয়াত ও বিষয়বস্তু		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়
১	১-৩৯	কুরআন অনুধাবন এবং এর শিক্ষা গ্রহণের দিকে মানবজাতির বিভাজনের উল্লেখ। [মুত্তাকি, কাফির, মুনাফিক]
২	৪০-৪৮	বানি ইসরাইলের জন্য সতর্কবাণী ও কঠোর তিরস্কারের আলোচনা। বানি ইসরাইলের অবাধ্যতার বর্ণনা – কিভাবে তাদের অনুগ্রহ, অলৌকিক নিদর্শন ও দানসমূহ অবাধ্যতার কারণে ছিনিয়ে নেওয়া হলো এবং তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল।
৩	৪৯-৭৪	বনী ইসরাইলের অবাধ্যতার ধারাবাহিক আলোচনা – তাদের পদচ্যুতি ও অযোগ্যতার কারণ ও অপরাধসমূহ, আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শন দেখেও তারা হৃদয়গঠনে ব্যর্থ হয় এবং পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে ওঠে। নবীগণের উত্তরাধিকার বহন করার দায়িত্ব পালনে তারা সম্পূর্ণরূপে অযোগ্যতার প্রমাণ দেয়।
৪	৭৫-১২৩	নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ইহুদিদের অবাধ্যতার উল্লেখ।
৫	১২৪-১৪১	ইব্রাহিম (আ.)-এর কাহিনী এবং তাঁর দাওয়াত।

ইউনিট নম্বর ১

মানবজাতির শ্রেণিবিভাগ:

পবিত্র কুরআনের প্রথম ইউনিটে সমগ্র মানবজাতিকে তিনটে দলে বিভক্ত করা হয়েছে:

১) মুমিন/ বিশ্বাসী।

২) অবিশ্বাসী।

৩) মুনাফিক

সূরা বাকারার প্রথম ইউনিট হলো ১ থেকে ৩৯ আয়াত পর্যন্ত. আর এই ইউনিটে নবুওয়াতের আলোচনা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: “হুদাল্লিল মুত্তাকীন” (মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশনা)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই কিতাব (আল্লাহর কিতাব) মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।

উপরের আয়াতে তিনটে দলের কথা বলা হয়েছে:

১) প্রথম দল "মুত্তাকিন": প্রথম দল তারা, যারা ঈমান এনে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে এবং এই পথে নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

২) দ্বিতীয় দল "অবিশ্বাসী": কাফের; যারা প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করেছে. আর আল্লাহর নবীর দেওয়া নির্দেশাবলীকে কেবল প্রকাশ্যে অস্বীকারই করেনি, বরং এই নির্দেশাবলীকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে তাদের উপহাস করেছে।

৩। তৃতীয় দল "মুনাফিক": বাহ্যিকভাবে তারা মুসলমানদের মতো, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তারা কাফের ও মুশরিকদের সাথে থাকে।

মুনাফিক: কোনো ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা হয় তখন, যখন সে মুখে নিজেকে বিশ্বাসী বলে দাবী করে আর আপাতদৃষ্টিতে কালেমার কথা স্বীকার করে এবং ঈমানদারদের দেখানোর জন্য রোযা রাখে ও নামায পড়ে, কিন্তু অন্তরে সে এসব কিছুর তথা ইসলামের বিরোধিতা করে। যখন তারা মুমিনদের সাথে থাকে, তখন তারা বলে যে, তারা মুসলমানদের সাথে আছে আর তারা যখন কাফের-মুশরিকদের সাথে থাকে, তখন তারা বলে যে, তারা আসলে ইসলাম ধর্মের বিরোধী।

সুতরাং, প্রথম পারার প্রথম ইউনিটে (সূরা বাকারায়) এই তিনটে দলের কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলোতে আরও উল্লেখ আছে যে, যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন পেশ করেছিলেন, তখন কীভাবে এই তিনটে দলের আবির্ভাব ঘটেছিল। একইভাবে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির সময়ও কিছু প্রশ্ন ও মতবিরোধ ছিল, কিন্তু ভালো মানুষ সবসময় অনুতপ্ত হয়। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় বিরোধী দলকে ইবলিসের পথ অনুসরণ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল আর তাদের পিতা আদম (আঃ) এবং ফেরেশতাদের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল. তাদের এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন কুরআনে কোনো সন্দেহ পোষণ না করে, বরং ধার্মিক হওয়ার জন্য তিনটি সোনালী নীতি অবলম্বন করে। তাওহীদ (২) :২১,২২), রিসালাত (২৪, ২:২৩) এবং পরকাল (২:২৫) আর কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে আমন্ত্রণ জানায় এবং ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করার বা সন্দেহ দূর করার জন্যও (عرض ورد) তাফহীমান নীতি অবলম্বন করে. (আয়াত ১ থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত মানবজাতিকে বোঝানোর জন্য), তারপর ২৬ থেকে ২৯ আয়াত পর্যন্ত তাদের সন্দেহ খণ্ডন করছে, (ان الله لا يستحيه) (এবং তাদেরকে সত্যের উপর চিন্তা করার এবং সত্যকে অস্বীকার না করার জন্য আহবান করা হয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে "মহান কুরআনের তফসির সিরিজ"-এ, ইন শা আল্লাহ।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সত্য এবং হেদায়াতের গ্রন্থ। (১-২)
- মুমিনদের গুণাবলি এবং তাঁদের পুরস্কার। (৩-৫)
- কাফের ও মুনাফিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে আর মুনাফিকদের জন্য দুটো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। (৬-২০)
- আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের আদেশ আর আল্লাহর মহত্ব ও তাঁরে একত্বের কথা বলা হয়েছে। (২১-২২)
- পবিত্র কুরআন কাফেরদের চ্যালেঞ্জ করেছে যে, তারা এর মতো বাণী নিয়ে এসে দেখাক। (২৩)
- অবিশ্বাসীদের হুমকি দেওয়া হয়েছে আর জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (২৪)
- মুমিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ আর জান্নাতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। (২৫)
- উদাহরণ দেওয়ার পেছনে প্রজ্ঞা আর মুনাফিকদের গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। (২৬-২৭)

- মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালার তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (২৮-২৯) আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে খলিফা করা হয়েছিল, ফেরেশতারা তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন আর আদম (আঃ)-কে সমস্ত নাম শেখানো হয়েছিল। (৩০-৩২)
- আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। এর প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের সিজদা দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল। (৩৩-৩৪)
- আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে জান্নাতে থাকার অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল আর তাঁদের প্রতি শয়তানের শত্রুতা জান্নাত থেকে তাঁদের বহিষ্কার করে দেয়। (৩৫-৩৬)
- আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা, তাঁর তাওবা এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের পুরস্কার। (৩৭-৩৮)
- যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। (৩৯)
- বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। (৪০-৪৮)

ইউনিট নম্বর ২

বানি ইসরাঈলের প্রতি সতর্কবার্তা ও তিরস্কার:

দ্বিতীয় ইউনিট, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং ৪০ থেকে ৪৮: এই ইউনিটে, একটা পৃথক জাতি হিসাবে বানি ইসরাইলের উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে আর বানি ইসরাইলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সতর্ক করা হচ্ছে, তিরস্কার করা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে যে, আদমের মতো তওবা ও দুআর মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে ফিরে যাও।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। (৪০-৪৮)

ইউনিট নম্বর ৩

এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন বানি ইসরাঈল থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়া হয়, তখন কীভাবে তাদের উপর লাঞ্ছনা আরোপ করা হয়েছিল। আর এই ইউনিটে এই নীতিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর সমস্ত কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যখন কোনো জাতি আল্লাহর

নাফরমানি করে, তখন সেই জাতির উপর লাঞ্ছনা ও অসম্মান চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাদের দেওয়া পুরষ্কারগুলো কেড়ে নেওয়া হয় এবং অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলা হয়।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- বানি ইসরাঈলের সাথে ফেরাউনের আচরণ। (৪৯-৬১)
- মুমিনদের সাধারণ পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। (৬২)
- ইহুদিদের জঘন্য কাজ আর তাদের উপর অবতীর্ণ হওয়া পার্থিব আযাবের কথা বলা হয়েছে। (৬৩-৬৬)
- গরুর ঘটনা আর তা থেকে যে শিক্ষা নেওয়া উচিত, তা উল্লেখ করা হয়েছে। (৬৭-৭৩)
- ইহুদিদের নিষ্ঠুরতার কথা আলোচিত হয়েছে। (৭৪)

বানি ইসরাইলের প্রতি পুরস্কার, তাদের অবাধ্যতা ও তাদের প্রতি শাস্তিসমূহ

পুরস্কার		অবাধ্যতা		শাস্তিসমূহ	
১	প্রাচীন যুগে সকল সৃষ্টির ওপর বানি ইসরাইলকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।	১	প্রথম কাফির হয়ো না।	১	বাছুরের উপাসনার কারণে পরস্পর হত্যা করার মাধ্যমে তওবা করতে হয়েছিল।
২	সমুদ্রের মাঝে পথ সৃষ্টি করে তাদের ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।	২	তারা সামান্য দামের বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করত।	২	আল্লাহকে দেখার দাবির ফলে তারা বজ্রপাত দ্বারা মৃত্যুবরণ করেছিল।
৩	৪০ দিনের জন্য মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে ওহী ও হিদায়াতের ব্যবস্থার জন্য তূর পর্বতে আহ্বান করা হয়েছিল।	৩	সত্য গোপন করত।	৩	"হিত্তা" বলার পরিবর্তে ব্যঙ্গাত্মক কথা বলায় তারা শাস্তির কবলে পড়েছিল।
৪	বাছুরের উপাসনার	৪	সত্য ও মিথ্যাকে	৪	খাবার ও অন্যান্য বিষয়

	পর তাদের ক্ষমা করা হয়েছিল।		মিশিয়ে দিত এবং নিজেরা অবাধ্যতার পথে থেকে অন্যদের সৎ কাজের আদেশ করত।		নিয়ে ব্যঙ্গ, নবীদের হত্যা, কুফরী এবং অবাধ্যতার কারণে তারা লাঞ্ছনা, নিপীড়ন ও আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছিল (নাউযুবিল্লাহ)।
৫	তাদেরকে কিতাব ও ফুরকান (তাওরাত) দান করা হয়েছিল।	৫	বাছুরের উপাসনা করেছিল।	৫	আল্লাহর বিধান পালনে অসুবিধার কথা বলায় তাদের ওপর তূর পর্বত তুলে ধরা হয়েছিল।
৬	মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর পুনরায় জীবন দান করা হয়েছিল।	৬	আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার দাবিতে তারা বজ্রপাতের আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল।	৬	তাদের শাস্তি ও শিক্ষা নিকট ও দূরের সকলের জন্য ইবরত হয়ে রইল।
৭	মেঘের ছায়া দ্বারা তাদেরকে ছায়া দেওয়া হয়েছিল।	৭	মেঘের ছায়া ও 'মান্না ও সালওয়া' নামক বিশেষ খাদ্য পাওয়ার পরও তারা অবাধ্যতা ও জুলুম	৭	কিন্তু তাদের হৃদয় এতটাই কঠোর ছিল যে এতসব নিদর্শন, অলৌকিক ঘটনা ও ক্ষমা লাভের পরও তারা ফিরে

			করেছিল।		আসেনি, বরং তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে গিয়েছিল। والله المستعان(আল্লাহই সর্বোত্তম সাহায্যকারী)।
৮	একটি জনপদে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং তওবার বিনিময়ে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।	৮	"হিত্তা" বলার পরিবর্তে ব্যঙ্গাত্মক কথা বলার কারণে তাদের ওপর শাস্তির চাবুক নেমে এসেছিল।	৮	
৯	তাদের জন্য বারোটি প্রস্রবণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।	৯	পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।	৯	
১০	আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের ফলে তারা রক্ষা পেয়েছিল।	১০	‘মান্না ও সালওয়া’ নামক খাদ্যের পরিবর্তে তারা সাধারণ শাকসবজি ও পার্থিব ফসলের দাবি করেছিল, যা উচ্চমানের খাদ্যের পরিবর্তে নিম্নমানের খাদ্য প্রার্থনা করার শামিল ছিল।	১০	
১১	গরু জবাই করার নির্দেশে তাদের জন্য	১১	আল্লাহর বিধান মানতে তাদের কষ্ট	১১	

	একটি নিদর্শন দেখানো হয়েছিল, যার মাধ্যমে পুনরুত্থানের আকীদা বোঝা সহজ হয় এবং হত্যাকারীকে চিহ্নিত করাও সহজ হয়ে যায়।		হত, তাই তূর পর্বতকে তাদের ওপর তুলে ধরে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।		
১২		১২	শনিবারে নিষিদ্ধ কাজ (মৎস্য শিকার) প্রতারণার মাধ্যমে তারা করেছিল।	১২	
১৩		১৩	গরু জবাইয়ের নির্দেশ নিয়ে তারা অহেতুক প্রশ্ন করতে থাকে এবং তা কঠিন করে তোলে।	১৩	

ইউনিট নম্বর ৪

আল্লাহর নবীর আমলে- ইহুদিদের অবাধ্যতার আলোচনা।

ইউনিট নং ৪, সূরা বাকরাহ, আয়াত নং ৭৫ থেকে আয়াত নং ১২৩ পর্যন্ত, আল্লাহর শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে।

এর পূর্বে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অবাধ্যতার কথা এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের পূর্বে সংঘটিত ঘটনাগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সূরা আল-বাকারার ৭৫ থেকে ১২৩ নম্বর আয়াতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কীভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহর

নবীকে অমান্য করেছিল, এমনকি তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, সেইসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- ইহুদিরা আল্লাহ তাআলার কিতাবকে বিকৃত করেছে, একথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এর পাশাপাশি তাদের নেফাক বা ভণ্ডামি ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে. (৭৫-৮১)
- মুমিনদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে (৮২)
- ইহুদিরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত (৮৩-৮৬)
- রসূলদের সম্পর্কে ইহুদিদের মতামত (৮৭-৯১)
- ইহুদিরা চুক্তি সত্ত্বেও বিদ্রোহ করত (৯২-৯৩)
- ইহুদিরা দাবি করে যে, জান্নাত শুধুমাত্র তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে (৯৪-৯৬)
- ফেরেশতাদের সাথে শত্রুতার কারণে ইহুদিরা অবিশ্বাস করে (৯৭-৯৯)
- ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করত এবং নবীদের অস্বীকার করত (১০০-১০১)
- জাদু সম্পর্কে সত্য প্রকাশিত হয়েছে (১০২-১০৩)
- ইহুদিরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভুলভাবে সম্বোধন করত এবং মুমিনদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করত (১০৪-১০৮)
- কিছু আয়াত রহিত হওয়ার প্রমাণ (১০৬-১০৮)
- আহলে কিতাবরা মুমিনদের হিংসা করে এবং তাদের বিরোধিতা করে (১০৯-১১০)
- ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আশাকে অস্বীকার করা (১১১-১১৩)
- মসজিদে বিদ্রোহ করা নিষেধ, আর সর্বত্র সালাত আদায় করা বৈধ (১১৪-১১৫)
- আহলে কিতাবরা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে ঘোষণা করে (১১৬-১১৮)
- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের কথাউল্লেখ করা হয়েছে, আর ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুসরণ করার বিরুদ্ধে ঈমানদারদের সতর্ক করা হয়েছে (১১৯-১২১)
- বানি ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত আর তাদের কেয়ামত থেকে ভয় দেখানো (১২২-১২৩)

ইউনিট নম্বর ৫

ইব্রাহিমের কাহিনী এবং তাঁর দাওয়াত।

সূরা বাকারা-২, আয়াত নং ১২৪-১৪১-এ ইব্রাহিম (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইব্রাহিমের দ্বীনের দাওয়াতের কাজগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মাগজুব ও জাল্লীন অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান্দের ভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কীভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে অন্যদের ধোঁকা দিয়েছে। তারা মুবাদ্দাল (ইসলামের পরিবর্তিত সংস্করণ) প্রচার করেছিল এবং প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে বিকৃত ইসলাম ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিল, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও ৭২টি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আসে। তাই আমাদেরকে মুনাজ্জাল (প্রকাশিত ও সত্য) ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে, যা আল্লাহর বিশুদ্ধ দ্বীন, যা আল্লাহর নবী পেশ করেছেন। আর নবীর সকল সাহাবায়ে কেরাম যা পালন করেছেন, তা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদের ধর্ম আর ইব্রাহিমের ধর্ম একই এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিল, ত একটা বিকৃত ধর্ম।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- ইব্রাহিমের বিচারের কাহিনী, কাবাঘর নির্মাণ এবং নির্মাণের পর সালাত আর মক্কার ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে। (১২৪-১২৯)
- ইব্রাহিমের সম্প্রদায় থেকে বিরত থাকার অনিষ্ট, ইহুদিরা দাবি করত যে, তারা ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করে, এই দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। (১৩০-১৪১)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

سيقول

২

দ্বিতীয় পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

দ্বিতীয় পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২য় পারা: সায়াকূল/ سيقول

স্বর্ণপাঠ “Golden Lessons”

- সমাজসংস্কারের উপায়সমূহ (আয়াত: ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৯৫)।
- কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করা ওয়াজিব।

পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় জুজ বা পারাকে "সায়াক্কুল" বলা হয়। এই পারাটি সূরা বাকারার আয়াত নং ১৪২ থেকে আয়াত নং ২৫২ নিয়ে গঠিত। উলামায়ে কেরাম এই জুজকে ৬টি "ইউনিট"-এ বিভক্ত করেছেন। যেমন আমি প্রথম জুজের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, প্রতিটি জুজের একটি নির্দিষ্ট "থিম" এবং “কেন্দ্রবিন্দু” রয়েছে। আবার প্রতিটি "থিম"-এর একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা থিম এবং "প্রসঙ্গ" রয়েছে। তাই "ইউনিটগুলো" সেই অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় জুজের ৬টি ইউনিট নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ২য় পারা “সায়াকূল”-এর আয়াত ও বিষয়বস্তু

ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	১৪২-১৬২	কিবলা পরিবর্তন নিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আপত্তি এবং তার জবাব।
২	১৬৩-১৭৭	আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আইনের মাধ্যমে সংশোধন। "আল-বির"-এর উপর প্রতিষ্ঠিত সৎকর্মের প্রতি উৎসাহমূলক আয়াতসমূহ।
৩	১৭৮-২০৩	ব্যাপকভাবে আল-বির-এর পরিচিতি। **আকীদার** পাশাপাশি ফিকহুল ইবাদাত উল্লেখ করা হয়েছে।
৪	২০৪-২২০	আবওয়াব আল-বির - আল-বির-এর প্রকার সম্পর্কে আয়াতের আরও বিশদ বিবরণ।
৫	২২১-২৪২	পারিবারিক আইনের প্রস্তাবনা
৬	২৪৩-২৫০	সমাজে, তথা জাতীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগ এবং শয়তান, তালুত এবং জালুত-এর উল্লেখ।

দ্রষ্টব্য: প্রতিটি "ইউনিট" এর নিজস্ব "নির্দিষ্ট থিম" এবং "নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ" আছে। কিন্তু সেগুলো পরিশেষে একটা "উপসংহারে" পৌঁছায় এবং বিস্তৃত স্তরে সামগ্রিকভাবে একটা সাধারণ ধারণা

দেয়। এতে করে বোঝা যায় যে, কুরআনের আয়াত ও সূরাগুলোর মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় পারার মূল বিষয়বস্তু সমাজসংস্কার।

ইউনিট নম্বর ১

দ্বিতীয় পারার প্রথম ইউনিট— সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৪২ থেকে ১৬২ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশে ক্বিবলা পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উত্থাপিত আপত্তির যথাযথ জবাব দেওয়া হয়েছে এবং ঈমানদারদেরকে এর প্রতি অবিচল থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে— যখন সংকট নেমে আসে, তখন ধৈর্যধারণই প্রকৃত মুমিনের প্রধান হাতিয়ার। কেননা, এটাই ছিল সকল নবীর শিক্ষা, এটাই ছিল তাঁদের বিজয়ের পথ। নবীগণ ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক, আর ধৈর্যই তাঁদের সাফল্যের সোপান রচনা করেছে। অতএব, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। কারণ, ধৈর্যই হলো বিজয়ের চাবিকাঠি।

পৃথিবী মূলত সত্যবিমুখ ও মিথ্যার উপাসকদের বিলাসভূমি। পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, অথচ যে জীবন শাশ্বত, তা হলো আখিরাত। মিথ্যাবাদীদের আপাতত অবকাশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সত্য একদিন অবধারিতভাবেই বিজয়ী হবে। এই ঐশী প্রতিশ্রুতিরই দৃঢ় আশ্বাস দেওয়া হয়েছে মুমিনদের, বিশেষত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

ইতিহাস সাক্ষী, যুগে যুগে সত্যের বিপক্ষ শক্তিরা আল্লাহর নবীদের অপমান-অবমাননার ষড়যন্ত্র করেছে। তবু সত্যের দীপ কখনো নিভে যায়নি, বরং যারা এই মিথ্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, সময়ের আবর্তে তাদের নাম-নিশানা মুছে গেছে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের পদযাত্রা কখনো থেমে থাকেনি, বরং সত্যের পতাকা উর্ধ্বে তুলে তারা অবিরাম এগিয়ে চলেছে।

সূরা আল-বাকারার সূচনাতেই ধৈর্যের অপরিসীম গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা, ধৈর্যই প্রকৃত জ্ঞানের অপরিহার্য অংশ, আর এটি ভদ্রতা ও সহনশীলতার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

এখন ক্বিবলা পরিবর্তনের প্রসঙ্গ সূচিত হচ্ছে। এখানে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, কীভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সত্যকে জেনেও গোপন করত। তারা ভালোভাবেই জানত যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহর প্রকৃত নবী ও রাসূল। কিন্তু ঈর্ষা, হীনমন্যতা ও স্বার্থপরতার কারণে তারা এ সত্যকে অস্বীকার করেছিল।

এমনকি, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্বিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন, তখন তারা এটিকে সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। তারা মানুষের মনে সংশয়ের বীজ বপন করল, ইসলামের প্রতীকসমূহের বিরোধিতা করল এবং মারওয়াহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরির অপচেষ্টা চালাল। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারগণ, যারা

সত্যের পথে অবিচল, তারা ধৈর্যের সঙ্গে এসব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করেছেন। তারা জানতেন, সত্যের আলো কখনো নিভে যায় না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও ধৈর্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো— উম্মতে মুহাম্মাদিই সেই সত্যের ধারক, যাদের ওপর ইমামতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এই আয়াতসমূহে আমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট বার্তা রয়েছে— সত্যের পথে চলতে হলে ধৈর্যকে অবলম্বন করতেই হবে। কারণ, ধৈর্যই মুমিনের অলঙ্কার, ধৈর্যই তার বিজয়ের সোপান।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- কিবলা পরিবর্তন আর ইহুদিদের প্রতিক্রিয়া। (১৪২-১৪৫)
- ইহুদিরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান গোপন করত। (১৪৬-১৪৭)
- নামাজে কাবাঘরের দিকে মুখ করা ফরজ করা হয়েছে আর এর পিছনে হিকমত রয়েছে। (১৪৮-১৫০)
- নবীর অভিযানের কথা বলা হয়েছে। (১৫১)
- ধৈর্য ও এর পুরস্কার আর বিপত্তির ধরন উল্লেখ করা হয়েছে। (১৫২-১৫৭)
- সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ (দ্রুত হাঁটা ও দৌড়ানোর কথা) উল্লেখ করা হয়েছে। (১৫৮)

ইউনিট নম্বর ২

দ্বিতীয় জুজ/পারা, সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৬৩ থেকে ১৭৭: এখানে আইনের মাধ্যমে বানি ইসরায়েলের সংস্কারের কথা উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা বাকারার ১ থেকে ১৪২ নম্বর আয়াতে, সফল আর ব্যর্থ লোকদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র তারাই সফলকাম, যারা ইসলামের পথ অনুসরণ করে। আর যারা বিকৃত ইসলামের অনুসরণ করে, তারা ব্যর্থ। ইসলামের পথের উদাহরণ নবীদের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। কীভাবে ইব্রাহিম, ইসমাঈল, মূসা এবং ঈসা (আঃ) ইসলামের পথে হেঁটে সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাই কথোপকথনের কেন্দ্রবিন্দু সূরা আল বাকারার আয়াত নং ১৪৩ থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। আর এখান থেকে আইনের মাধ্যমে সংস্কারের কথা শুরু হয়েছে। এখান থেকে "বিধি-বিধান" আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ ইসলামের শাসনের মাধ্যমে সংস্কার। অর্থাৎ একজন মুসলমানের কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত। এবিষয়ে সূরা বাকারার ১৬৩ নম্বর আয়াত থেকে শুরু করে ১৭৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইসলামি ব্যাখ্যা শুরু হচ্ছে। এটা সূচনা। তাই সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদ বা একত্ববাদের কথা বলা হবে এবং ওহীর মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াতের কথা বলা হবে। আর এরপর বলা হয়েছে যে, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করেছিল এবং কুসংস্কার ও অন্ধানুকরণে পথে চলে গিয়েছিল, তাদের এখন ঐশী প্রত্যাদেশের

দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। আর এরপরে তাদের জীবিকা নির্বাহের বৈধ উপায়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর জীবিকা নির্বাহের অবৈধ উপায়ের ক্ষতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত হারাম, প্রবাহিত রক্ত হারাম, শূকর হারাম আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই পশু করা হারাম।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- জ্ঞান গোপন করার শাস্তি আর যারা কুফরের সাথে মারা যায়, তাদের বিধান। (১৫৯-১৬২)
- আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ এবং তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ উল্লেখ করা হয়েছে। (১৬৩-১৬৪)
- কেয়ামতের দিন মুশরিকদের অবস্থা এবং তাদের অনুসরণকারীদের আবাসের কথা বলা হয়েছে। (১৬৫-১৬৭)
- খাঁটি ও হালাল খাবার খেতে হবে, শয়তান থেকে বিরত থাকতে হবে। আর সবার কর্তব্য তাকে শত্রু মনে করা। (১৬৭-১৬৮)
- অন্ধভাবে অনুসরণ করা। (১৭০)
- অবিশ্বাসীদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। (১৭১)
- খাঁটি খাবার খাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নিষিদ্ধ জিনিসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। (১৭২-১৭৩)
- সত্য গোপন করার শাস্তি। (১৭৪-১৭৬)

ইউনিট নম্বর ৩

সূরা বাকারাহ ১৭৭ থেকে ২০৩ পর্যন্ত আয়াতগুলোকে “আয়াতুল বির” বলা হয়। এখানে সাধারণ গুণাবলীর উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে আর কীভাবে পুণ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:

- আয়াতুল বির-এর পর কিসাসের বিষয় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আর বলা হয়েছে কীভাবে মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব।
- তাছাড়া ওয়াসিয়ত ও উত্তরাধিকারের সমস্যাগুলো আলোচিত হয়েছে, আর বলা হয়েছে যে, যখন উত্তরাধিকারের আদেশ মানা হবে, তখন মানুষের জানমাল রক্ষা করা সম্ভব হবে আর একটা চমৎকার সমাজ গড়ে উঠবে।

- এরপর রোযার বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, কারা রোযা রাখতে বাধ্য আর কারা বাধ্য নয়?
- এরপর সালাত (দুআ)-এর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো।
- তারপর এ'তিকাফের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হলো।
- তারপর অন্যায়ভাবে খাওয়ার ব্যাপারে একটা প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে।
- তারপর প্রকৃত জিহাদের (সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার শান্তিপূর্ণ উপায়) বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয় আর বলা হয় যে, শান্তির জন্য শক্তির সঠিক ব্যবহার জায়েজ।
- তারপর বলা হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহ ও দাঙ্গা, সন্ত্রাস, অন্যায়ভাবে হত্যা ও লুঠপাট হারাম।
- অতঃপর মুনাফিকির সমস্যা ব্যাখ্যা করা হয়। আর সৎপথে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় এবং দান-খয়রাতের ফজিলত ব্যাখ্যা করা হয়।
- তারপর হজের বিষয়গুলোর বর্ণনা করা হয়।

সূরা বাকারার ১৭৮ নম্বর থেকে ২০৩ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে এইসব ভালো আদেশ ও বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই এই আয়াতগুলোকে "আয়াতুল বির"ও বলা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- "বির" অর্থাৎ উত্তম কাজের স্বরূপ বোঝানো হয়েছে। (১৭৭)
- কিসাসের হিকমত। (১৭৮-১৭৯)
- ওয়াসিয়তের বাধ্যবাধকতা আর এতে যে-কোনো ধরনের বিকৃতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (১৮০-১৮২)
- রমজান মাস আর রোজার অপরিহার্যতা ও ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে। (১৮৩-১৮৫)
- দুআ করার ফযিলত আর তা কবুল হওয়ার শর্তাবলীর বিবরণ। (১৮৬)
- রোযার বিধানের সমাপন। (১৮৭)
- অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়া নিষেধ। (১৮৮)
- চাঁদ গণনা এবং কল্যাণের বাস্তবায়ন। (১৮৯)
- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করা আর ব্যয় করার বর্ণনা। (১৯০-১৯৫)
- হজ্জ ও উমরার বিধান। (১৯৬-২০৩)

ইউনিট নম্বর ৪

সূরা বাকারার ২০৪ থেকে ২২০ পর্যন্ত আয়াতগুলোকে আবওয়াবুল বির বলা হয়। অর্থাৎ বির-এর আয়াতগুলো আবওয়াবুল বির-এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- মুনাফিক ও মুমিনদের গুণাবলীর বিবরণ। (২০৪-২০৭)
- শয়তানের অনুসরণ থেকে বিরত থাকার আর তাকে শত্রু মনে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (২০৮-২১০)
- ইসরায়েলের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। (২১১)
- কাফেরদের বাস্তবতা আর তাদের উপর মুত্তাকীদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। (২১২)
- মানুষের রসূলদের প্রয়োজন আর যারা রসূলদের অনুসরণ করে, তাদের বিচারের কথা বলা হয়েছে। (২১৩-২১৪)
- কোথায় ব্যয় করা উচিত, তা উল্লেখ করা হয়েছে। (২১৫)
- দ্বীনের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আর এর কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে। (২১৬-২১৭)
- মুমিন মুজাহিদের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। (২১৮)
- মদ ও জুয়ার ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (২১৯)
- এতিমদের সাথে সদয় আচরণ করার নির্দেশ। (২২০)

ইউনিট নম্বর ৫

- সূরা বাকারার ২২১ থেকে ২৪২ আয়াত পর্যন্ত পারিবারিক আইন ও পরিবার ব্যবস্থার বর্ণনা রয়েছে, অর্থাৎ এখানে পারিবারের আকারে ক্ষুদ্র সমাজের সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পারিবারিক সমস্যা ও সমাধানের কথা বলা হয়েছে, ঘরোয়া নিয়ম-কানুন উল্লেখ করা হয়েছে, বিয়ের জায়েয ও হারাম শ্রেণির কথা বলা হয়েছে এবং যৌন মিলনের হালাল ও হারাম পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- শপথ করার বৈধ ও অবৈধ পদ্ধিতি আর হালাল ও হারাম খাওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
- তালাকপ্রাপ্তাদের হারাম ও হালাল সমস্যা আর তাদের বিভিন্ন জটিলতা ও সেগুলোর সমাধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- বুকের দুধ খাওয়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।
- মৃত ব্যক্তির সমস্যার বর্ণনা আছে। অর্থাৎ, যেসব নারীর স্বামী ইন্তেকাল করেছেন, তাদের ইদ্দতের সময়কালের সমস্যাগুলো আলোচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি মুসলিমদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত নামায নিয়মিত আদায় করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিক নারী-পুরুষের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (২২১)
- ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। (২২২)
- মলদ্বারে যৌনমিলন নিষেধ। (২২৩)
- আল্লাহর কসম খাওয়ার বিধান। (২২৪-২২৫)
- মহিলাদের সাথে ঈলা করার বিধান। (২২৬-২২৭)
- তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের ইদ্দত, তালাকের দিন গণনা এবং তালাকের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। (২২৮-২৩০)
- তালাকের সাথে দয়ার কথা বলা হয়েছে। (২৩১-২৩২)
- স্তন্যপান করানোর বিধান আর সন্তানকে স্তন্যপান করানো মহিলার ব্যয়ভার পিতার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২৩৩)
- বিধবার ইদ্দতের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। (২৩৪-২৩৫)
- যৌনমিলনের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকারের বিবরণ। (২৩৬-২৩৭)
- প্রত্যেকের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করা বাধ্যতামূলক। (২৩৮-২৩৯)

ইউনিট নম্বর ৬

সূরা বাকারার ২৪৩ আয়াত থেকে ২৫০ আয়াত পর্যন্ত সমাজব্যবস্থার বর্ণনা রয়েছে। কীভাবে দুটি জাতির মধ্যে মিলন সম্ভব কিংবা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে পারস্পরিক শত্রুতা ও বৈরিতা দূর করা যায়, উপরোক্ত আয়াতে এ সকল সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই আয়াতে মৃত্যুর কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা জীবন দিয়েছেন আর আল্লাহই মৃত্যু দেবেন। আর যাদের ঈমান মারা যায়, তাদের আচরণের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ‘জালুত’-এর উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তালুতকে

কীভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। 'সাকীনা'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় আর এর মাধ্যমে আলামত প্রকাশ করা হয়েছিল আর বানি ইসরাঈলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তালুতের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে হবে। বানি ইস্রাইল অবাধ্য হয়েছিল। তালুত বানি ইসরাঈলকে পানি খেতে বারণ করেছিল, কিন্তু বানি ইসরাঈল ভালো জলাশয় পেয়ে পানি খেয়ে ফেলে। কিন্তু প্রকৃত অনুসারীরা যথাযথভাবে আদেশ মেনে চলেন। তারপরে দাউদের কথা বলা হয়েছে। দাউদ প্রথমে একজন সেনাপতি ছিলেন। তারপর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। দাউদের বাহিনীতে অনেক মুসলমান ছিল। তালুতের সেনাবাহিনীতে একটা বড়ো যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দাউদ জালুতকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠান।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাদের বিষয়ে কিছু বিধান। (২৪০-২৪২)
- পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা আর কাপুরুষতার নিকৃষ্টতা। (২৪৩)
- যারা জিহাদ করে আর আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের নেকি। (২৪৪-২৪৫)
- বানি ইস্রায়েলের অবস্থা এবং তালুত ও জালুতের ঘটনা। (২৪৬-২৫২)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

تلك الرسل

৩

তৃতীয় পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক
শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ
শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

তৃতীয় পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৩য় পারা: তিলকার রুসুল /تلك الرسل

এই পারাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- প্রথম অংশকে বলা হয় সূরা বাকারার সমাপনী অংশ। এই অংশে কুরআনের সবচেয়ে বড়ো দুটো আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে:

১। আয়াতুল কুরসি [তাওহিদের ১২টি কারণসহ]।

২। এতে লেনদেন, বাণিজ্য ও ঋণের বিষয় ও সমস্যার উল্লেখ রয়েছে।

- আর দ্বিতীয় অংশটি হলো সূরা আলে-ইমরানের শুরুর আয়াত [সূরা আলে-ইমরানের শুরুর আয়াতগুলো আসলে একটা ভূমিকাস্বরূপ]।

এই জুজের শুরুর অংশ সূরা বাকারার শেষ অংশের সমাপ্তি। অর্থাৎ সূরা বাকারা প্রায় সাড়ে তিন পারা নিয়ে গঠিত। হিজরতের সাথে সূরা বাকারার নাযিলের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মদিনায় তাঁকে (সা.) "বিচারি ক্ষমতা"ও দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁকে মদিনায় শাসনব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার "বিশেষ দায়িত্ব"ও দেওয়া হয়েছিল। কীভাবে মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায় আর কীভাবে জনগণের সমস্যার সমাধান করা যায়, এই সমস্যাগুলোর জন্য একটি "রোড ম্যাপ" সূরা বাকারায় দেওয়া হয়েছে। যথা- সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক "নীতি" ও "ব্যবস্থাপনা"। এই সকল কাজের মধ্যে সর্বপ্রথম আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দ্বীনের দাওয়াত ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি, যেমনটা প্রত্যেক যুগে সকল নবীর কার্যক্রম ছিল। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, মদিনায় হিজরতের শুরুর দিনগুলোতে সূরা বাকারার নাজিল হওয়া আর আল্লাহর আইন অনুযায়ী আইনের বাস্তবায়ন খুবই প্রাসঙ্গিক। তাই মক্কা যুগের বাণীর ভিত্তি ছিল আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, নবুওয়াত আর আখেরাত, আর মদীনা আমলের বাণী ছিল সামাজিক বিষয়, অর্থনীতি আর জীবনের সকল বিভাগের জন্য ইসলামি বিধান।

ইমাম কুরতুবি বলেন যে, সূরা বাকারা ৯ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছিল। নবী (সা.)-এর মাদানি জীবন ছিল ১০ বছর আর তার মধ্যে ৯ বছর ধরে এই সূরাটার ভিন্ন ভিন্ন অংশ অবতীর্ণ হতে থাকে। সূরা বাকারার পাশাপাশি অন্যান্য সূরাও বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়।

পবিত্র কুরআনের তৃতীয় জুজ বা পারাকে বলা হয় 'তিলকা আর-রুসুল'। পণ্ডিতরা তৃতীয় জুজকে ১০টা ইউনিটে ভাগ করেছেন। প্রথম ৪টে ইউনিট সূরা আল বাকারার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর পঞ্চম ইউনিট সূরা আলে-ইমরান দিয়ে শুরু হয়। তৃতীয় জুজের ১০টা ইউনিট নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ৩য় পারা "তিলকার রুসুল"-এর আয়াত ও বিষয়বস্তু		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	২৪৩-২৬১	বানি ইসরাইল জীবন রক্ষার জন্য পালিয়া যায়। কখনো প্লেগের ভয়ে, আর কখনো যুদ্ধের ভয়ে। দাউদ কর্তৃক জালুতের) হত্যা আর প্লেগের কাহিনীর উল্লেখ। নবীদের ফজিলত। বিভিন্ন ঘটনার আলোকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের সাব্যস্তকরণ।
২	২৬২-২৭৩	দান অর্থ বৃদ্ধি করে, হ্রাস করে না।
৩	২৭৪-২৮৩	লেনদেন, বন্ধক, নেকির ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে আর সুদকে হারাম করা হয়েছে এবং তাথেকে সতর্ক করা হয়েছে।
৪	২৮৪-২৮৬	সমস্ত কার্যক্রমের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্র আনুগত্যের মাহাত্ম। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সামার্থ্য অনুযায়ী কর্ম করার আদেশ করেছেন। তাওবা ও ক্ষমার উল্লেখ।
সূরা আলে-ইমরান		
৫	১-৯	একটি "প্রস্তাবনা" আকারে আলে-ইমরানের পরিচিতি।
৬	১০-১৮	এই এককটিও সূরা আলে-ইমরানের দ্বিতীয় মুখবন্ধের অনুরূপ, যেখানে খ্রিস্টানদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এতে বদর যুদ্ধের পটভূমিও উল্লেখ করা হয়েছে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে আর পরকালের জন্য মানসিক প্রস্তুতির প্রশংসা করা হয়েছে।
৭	১৯-৩২	ইসলামের মাহাত্ম্যের বর্ণনা, ইহুদি-খ্রিস্টানদের ভুল আচরণ আর উম্মাতে মুহাম্মাদিকে ইসলামের পথে চলার উপদেশ।
৮	৩৩-৪৪	এই ইউনিটে প্রথমে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। তারপর মানবপিতা আদম, কনিষ্ঠ আদম নূহ ও আবুল আম্বিয়া ইব্রাহিমের কথা বলা হয়েছে। তারপর আদম ও ঈসার জন্মের কথা বলা হয়েছে। ঈসাকে খ্রিস্টান জনগণের "আল্লাহর পুত্র" বলা আর এই বিশ্বাসে আল্লাহর ক্রুদ্ধ হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

৯	৪৫-৬৩	শৈশবে ঈসার কথা বলার উল্লেখ আর মুবাহালাহ এবং মুবাহালাহ থেকে আহলে কিতাবের পালানোর উল্লেখ।
১০	৬৪-৯২	ইব্রাহিম (আঃ) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাস থেকে আল্লাহর সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করেন। পূর্ববর্তী নবীদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে যখন শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) আসবেন, তখন তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক।

দ্রষ্টব্য: সূরা আলে-ইমরানের ৯২নং আয়াতটি আসলে চতুর্থ পারার একটা অংশ। কিন্তু বিষয়ের সাথে সংযোগ এবং ধারাবাহিকতার জন্য তৃতীয় জুজের ১০নম্বর ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১

তৃতীয় পারা "তিলকার রুসুল"-এর প্রথম ইউনিট সূরা বাকারার ২৫১নং আয়াত থেকে ২৬১নং আয়াত নিয়ে গঠিত। এতে উল্লেখ রয়েছে যে, কীভাবে দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করেছিলেন। দাউদ ছিলেন একজন শক্তিশালী মানুষ। আর তাঁর পরে তাঁর পুত্র সুলাইমানকে রাজত্ব ও নবুওয়াত দেওয়া হয়। দাউদ বাদশাহ তালুতের সেনাবাহিনীতে একজন সৈনিক ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দাউদ একজন মহান সৈনিক এবং তারপর একজন জেনারেল হয়ে ওঠেন। এমনকি তিনি জালুতকে হত্যা করেন। একই সাথে তার ব্যক্তিত্ব আর তাঁর সামরিক দক্ষতা ও ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়ে। তারপরে বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাঁকে তাঁদের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, কারণ দাউদ আল্লাহর একজন নবীও ছিলেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দাউদকে জ্ঞানদান করেছিলেন। এরপর তিনি রাজত্ব লাভ করেন। এই ইউনিটে এও উল্লেখ আছে যে, বানি ইসরাঈলকে যুদ্ধের নির্দেশ দিলে তারা পালিয়ে যায়। একাংশ পণ্ডিত বলেন, বানি ইসরাঈল প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য প্লেগ থেকে পালিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু যে-কোনো পরিস্থিতিতে আসতে পারে, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদেশ করলেন যে, তোমরা মরে যাও। তারা মারা যায়। আর তারপর আল্লাহর আদেশে তারা পুনরুত্থিত হয়। এটা ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটা অলৌকিক ঘটনা। পবিত্র কুরআনে এমন পাঁচটা অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে:

- আসহাবুল কাহফের ঘটনা।
- সূরা বাকারায় গরুর ঘটনা।

- ইব্রাহিম ও নমরূদের মধ্যে কথোপকথন ও বিতর্ক: নমরূদ বললো: তোমার প্রতিপালক তোমাকে কীভাবে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন? প্রতিক্রিয়ায়, কিছু পাখিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করা হয়েছিল।
- একজন মানুষকে মৃত্যু দেওয়া হয়েছিল এবং একশো বছর পর তাকে পুনরায় জীবিত করা হয়েছিল। সেই ব্যক্তি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল যে, দেখো, এটা তোমার গাধা। আরও অন্যান্য নিদর্শন তাঁকে দেখানো হয়েছিল। এসব দেখার পর তাঁর সবকিছু মনে পড়েছিল আর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত তথ্যগুলো থেকে বোঝা যায় যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আর এসব ঘটনা একথারও সাক্ষী যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তাঁর রসুলদের মাধ্যমে মানবজাতিকে সুপথ দেখিয়েছেন। তিনি সর্বত্র আর প্রতিটি জাতির কাছে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। প্রত্যেক নবী-রসূলকেই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছিল। কিন্তু সকল নবীর দাওয়াতের উদ্দেশ্য এক ছিল। সমস্ত নবীকে আল্লাহর (তাওহিদ) দিকে আহ্বান করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। আর আয়াতুল কুরসি হলো তাওহিদের প্রমাণ, যেমন শায়খ আবদুররাজ্জাক আল-বদর আল-আব্বাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি মসজিদে নববীর একজন শিক্ষক। আমি এক বছর তাঁর ছাত্র ছিলাম। শ্রদ্ধেয় শায়খ যখন পড়াতে শুরু করেছিলেন, তখন মাত্র তিন থেকে চারজন লোক এই শিক্ষায় যোগ দিতেন। কিন্তু আমি যখন দশ-পনের বছর পর দেখি, তখন দেখতে পাই যে, মাননীয় শায়খের দারসে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র উপস্থিত। আর শত শত ছাত্র মাননীয় শায়খের দারস থেকে উপকৃত হয়। আমার সৌভাগ্য যে, আমি শায়খের দারসে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ইমাম ইবনুল কাইয়িমের গ্রন্থসমূহের সারসংক্ষেপ পড়েছি। সংক্ষিপ্তকরণের কাজ শায়খ নাসির আল-সা'দীর। এতে ইসলামের এক হাজার নীতি লিপিবদ্ধ আছে। এই সমস্ত নীতি আমি শায়খ বাদ্র আব্বাদের নিকট পড়েছি। শায়খ বদর আল-আব্বাদও একটা পুস্তক লেখেন, যার নাম "ফিকহুল আদ্ঈয়াতি ওয়াল-আজকার"। এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালার সকল নামই আসলে 'কারণ'। তাই শায়খ বদর আল-আব্বাদ আয়াতুল কুরসিতে পাওয়া দশটি "কারণ" বর্ণনা করেছেন আর সেগুলো প্রমাণিতও হয়েছে। যেমন: আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবি। সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাঁকে তন্দ্রা ও নিন্দ্রা স্পর্শ করে না। নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুই রয়েছে তাঁর অধীনে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারবে না। তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর আরশের পরিধি

আকাশ-পাতালকে ঘিরে আছে। তাঁকে ক্লান্তি ও অলসতা স্পর্শ করতে পারে না। তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান।

(১) اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

(২) الحى

৩) الْقَيُّومُ

(৪) لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

(৫) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

৬) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

(৭) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

(৮) وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (এতে দুটি কারণ বিদ্যমান)

(৯) وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

(১০)وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

(১১) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

যখন একজন অমুসলিম ভাই আমাকে বললেন যে, আপনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য আর তাঁর গুণাবলি কারো মধ্যে নেই। আপনি এর পক্ষে ১০টা যুক্তি দিন। আমি তার সামনে ১২টা "যুক্তি" উপস্থাপন করলাম। এসব শুনে অমুসলিম ভাই বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। এছাড়াও আমি অমুসলিম ভাইকে বলেছিলাম যে, এই ১২টি "যুক্তি" আমাদের ছোটো বাচ্চাদের খুব ভালভাবে শেখানো হয়। আর এই শিশুরা সকাল-সন্ধ্যা, দিন ও রাতে এটা পাঠ করে। তাই আয়াতুল কুরসি হলো أعظم آية فى كتاب الله ((আল্লাহর কিতাবের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত))

এই অমুসলিম ভাই এই সমস্ত বিষয়ে জানতে পেরে বললেন যে, এই ১২টি "যুক্তি" খুবই "শক্তিশালী"। আর তিনি এটাও স্বীকার করলেন যে, ইনি কেবল আপনার প্রভু নন, বরং ইনি সমগ্র মহাবিশ্বের প্রভু। আমি "যী সালাম"-এ সর্বশক্তিমান আল্লাহর নাম এবং গুণাবলি সম্পর্কে প্রায় ৩০টি "পর্ব" উপস্থাপন করেছিলাম। তাই সমস্ত "অমুসলিম" ভাইরা এককণ্ঠে বলেছিল যে, আমরা কোথায় এবং কী জিনিসে আল্লাহকে খুঁজি, তা আমরা জানি না। পাথরের মধ্যে প্রভুকে অনুসন্ধান করা হয়, অথচ মহাবিশ্বের প্রতিপালকের এই গুণটি রয়েছে, যে প্রতিটি জীব এবং জড় বস্তু এই এক আল্লাহর সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বাসের মাধুর্যে ধন্য হওয়ার জন্য সত্য প্রভুকে জানা অপরিহার্য।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা আর কাপুরুষতার নিকৃষ্টতা। (২৪৩)
- যারা জিহাদ করে আর আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের মর্যাদা। (২৪৪-২৪৫)

- বানি ইস্রাঈলের অবস্থা এবং তালুত ও জালুতের ঘটনা। (২৪৬-২৫২)
- নবীদের সুউচ্চ মর্যাদা এবং মানুষের দ্বন্দ্বের পিছনে প্রজ্ঞা। (২৫৩)
- সম্পদ ব্যয় করা ফরজ করা হয়েছে আর যারা ব্যয় করে না, তাদের ভয় দেখানো হয়েছে এবং কেয়ামতের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। (২৫৪)
- আয়াতুল কুরসি পবিত্র কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। (২৫৫)
- দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই, তবে যে ব্যক্তি একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, সে এমন একটি শৃঙ্খলকে আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ভাঙবে না। (২৫৬)
- মুমিনদের বন্ধু মহান আল্লাহ আর কাফেরদের বন্ধু শয়তান।
- নমরূদ ও ইব্রাহিম (আঃ)-এর কাহিনী। (২৫৮)
- উযাইর (আঃ)-এর কাহিনী, যাঁকে আল্লাহ তায়ালা একশো বছর পর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। এই পুনরুত্থান মহান ক্ষমতার নিদর্শন। (২৫৯)
- ইব্রাহিম (আঃ) মৃতদের পুনরুত্থান দেখার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর অনুরোধ কবুল করেছিলেন। আর একই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। (২৬০)

ইউনিট নম্বর ২

তৃতীয় পারার দ্বিতীয় ইউনিটটি সূরা বাকারার ২৬২ থেকে ২৭৩ নম্বর আয়াত নিয়ে গঠিত। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় ও দাতব্যের কথা বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা দেখেছি যে, বানি ইসরাইল মরণের ভয়ে যদ্ধ থেকে বিরত থাকতো আর ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো। যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তারাও একই ভয়ে আছে। তাদের আশঙ্কা যে, তাদের অর্থ শেষ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন যে, তুমি আল্লাহর পথে যা ব্যয় করবে, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি দেব। তাই এই ইউনিটটিতে ব্যয় ও দান-খয়রাতের কথা বলা হয়েছে। এমন কিছু লোক আছে, যারা দান-খয়রাত শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্যই করে থাকে। তবে যদি উদ্দেশ্য হয় যে, অন্য লোকেরাও উদারতার সাথে দান-খয়রাত ও ব্যয় করবে এবং মানুষের মধ্যে “সচেতনতা” সৃষ্টি হবে, তাহলে এটা শো-অফ বলে গণ্য হবে না। বরং বলা হবে, ইন্নামাল আ’মালু বিন্নিয়াত!

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের একটা উদাহরণ পেশ করা হয়েছে আর ব্যয় করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। (২৬১-২৬৭)
- আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং শয়তানের প্রতিশ্রুতির মধ্যে তুলনা। (২৬৮-২৬৯)

- প্রকাশ্যে ও গোপনে সাদকা করার বিষয় এবং তার পুরস্কার। (২৭০-২৭১)

ইউনিট নম্বর ৩

তৃতীয় পারার তৃতীয় ইউনিটটি সূরা বাকারার আয়াত ২৭৪ থেকে ২৮৩ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ইউনিটে হারাম পদ্ধতি এবং সুদি উপার্জনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর লেখার বিষয়টিও বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ লেনদেনের সময় লেখালেখির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটে বন্ধক সংক্রান্ত বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। বিনিময় ছাড়াই যদি আল্লাহর পথে লেনদেন হয় বা কিছু দেওয়া হয়, তবে তা উত্তম আর এটাই প্রকৃত সম্পদ। আর যদি সুদ বা লোভের অন্য কোনো বিষয় থাকে, তাহলে এ বিষয়ে সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে। আর বিশেষ করে ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- যারা সাদাকা (দান) পাওয়ার অধিকারী, তাদের আর যারা ব্যয় করে, তাদের সওয়াবের কথা বলা হয়েছে। (২৭২-২৭৪)
- সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর সমাজ ও ব্যক্তির জন্য এর ক্ষতিকর দিকগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। (২৭৫-২৮১)

ইউনিট নম্বর ৪

তৃতীয় পারার চতুর্থ ইউনিটে, সূরা আল-বাকারা-এর আয়াত ২৮৪ থেকে ২৮৬ পর্যন্ত সুদ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং হালাল ও পবিত্র সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে, যা তাকওয়া ও পরহেজগারির নিদর্শন হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, বিশ্বাস, ইবাদত ও পারস্পরিক লেনদেনে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জীবনকে শৃঙ্খলার (Discipline) সাথে পরিচালনার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ, যাঁর কোনো শরিক নেই। ঈমানের বিষয়ে এই অংশ দুটি মহামূল্যবান আয়াতে সমাপ্ত হয়, যেখানে "সামি'না ও আতাআনা" (আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম) এর গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহর করুণার দিকটি এখানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি মানুষের সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিধান প্রদান করেছেন। পরিশেষে, তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুআর মাধ্যমে সূরা আল-বাকারা সমাপ্ত হয়েছে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- ঋণ, সাক্ষ্য এবং বন্ধক সংক্রান্ত বিধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (২৮২-২৮৩)

- আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর ক্ষমতা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। (২৮৪)
- রসূল ও মুমিনদের আকিদা, আর তাঁরা যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে মহিমান্বিত করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করেন, একথা উল্লেখ করা হয়েছে। (২৮৫-২৮৬)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরানের সাধারণ বিষয় হলো "নবুওয়াতের প্রমাণ"।
- সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা রয়েছে। আর পরের দুটি সূরা, সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরান হচ্ছে "নবুয়তের প্রমাণ"।
- আল-মাগযূব - এটি সূরা বাকারা এবং সূরা নিসা'তে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- আল-যাল্লীন- সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা মায়েদায় এর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে।[1]
- "ইহদিনা" বলে দুআ করা হয়েছিল, আর "হুদা লিল্লানাস" দুআ কবুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে।
- এই সূরাটি ব্যাপক বিশ্বাস (২:৩) দিয়ে শুরু হয়েছে, ব্যাপক বিশ্বাস (২:১৩৬, ২:২৮৫) দিয়ে শেষ হয়েছে।[2]

[1] দিরাসাত ফিল আদয়ান, আল-ইয়াহিদিয়্যা ওয়াল-নাসরানিয়্যা।

[2] মাজমু ফাতাওয়া, ১০:১০৮।

سورة آل عمران
সূরা আলে-ইমরান

সূরা নম্বর ৩

ইমরানের পরিবার	The Family of Imran
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মদিনা	

কিছু লক্ষ্য

সংশয় ও কামলালসার বিরুদ্ধে অবিচলতা প্রদর্শন করা।

- ❖ ১-১২০ নং আয়াতে সন্দেহের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক অবিচলতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।
- ❖ ১২১ নং আয়াত শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, অর্থাৎ কামলালসার বিরুদ্ধে অবিচলতার কথা বলা হয়েছে।
- ❖ ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার রসূল, তাঁর পুত্র নন। এটাই সূরা আলে-ইমরানের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য।
- ❖ সূরা আলে-ইমরানের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, সমগ্র মানবজাতি যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে আর তারা যেন কোনো সৃষ্টির উপাসনা না করে। এর মানে তোমার ইমরানের পরিবারের সদস্যদের উপাসনা করা উচিত নয়, বরং ইমরানের পরিবারের সদস্যদের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁর উপাসনা করা উচিত।

(قل يأأهل الكتاب تعالوا..... (৬৪:৩)

(إن مثل عيسى عندالله كمثل آدم..... (৫৯:৩)

- ❖ নাজরানের প্রতিনিধিদল আর উহুদের যুদ্ধ, এই দুটো ঘটনা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার দিকে ইঙ্গিত করে। (বুখারি: ৪৩৮০)
- ❖ যে সকল প্রতিবন্ধকতা অবিচলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এই সূরায় সুগুলোর দিকে নির্দেশ করা হয়েছে।। (আয়াত ১৪, ১৫৫, ১৬৫)
- ❖ এই সূরাটির নাম আলে-ইমরান, যা ইমরানের স্ত্রী ও কন্যাকে নির্দেশ করে। উভয়ই অবিচলতার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

❖ মারয়াম (আ.) হলেন ইবাদত ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে অবিচলতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আর তাঁর মা হলেন ইসলামের সেবায় অবিচলতার সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি তাঁর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন: رب إني نذرت لك مافى بطنى محررا

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল বাকারা অসামান্য ইকামাতুল হুজ্জাত এবং সূরা আলে ইমরান "সংশয় নিরসন"-এর একটি উদাহরণ।
- সূরা বাকারা এবং আলে-ইমরানের সাধারণ বিষয়বস্তু হলো "নবুওয়তের সত্যায়ন"।
- সূরা ফাতিহায় আল্লাহর প্রশংসা আর সূরা বাকারা ও আলে-ইমরান-এ "নবুওয়াত সাব্যস্তকরণ"।
- সূরা আলে-ইমরানে ওয়ালাযযাল্লীনের একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, খৃষ্টানদের আকিদা-বিশ্বাস বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের সংশয় নিরসন করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৫

তৃতীয় পারার পঞ্চম ইউনিট থেকে সূরা আলে ইমরান শুরু হয়, যা আয়াত ১ থেকে ৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলত, এই ইউনিট একটি ভূমিকা বা "ভূমিকা" হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে ইমরানের পরিবারকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটে, ইমরানের বংশধারা হজরত ঈসা (আ.) থেকে হজরত মরিয়ম (আ.) এবং হজরত মরিয়ম (আ.) থেকে হজরত ইব্রাহিম (আ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই বংশধারা উল্লেখ করার পর, চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, এত বড় বংশধারার বিষয়ে কি তোমরা চিন্তা করো না? খ্রিস্টানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তারা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করেছে (নাউজুবিল্লাহ)। প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্বাস আল্লাহর ক্রোধ আহ্বান করার শামিল। এই ইউনিটে তওরাত ও ইনজিলের অবতরণ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। একইসাথে, মুহকামাত (স্পষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত) এবং মুতাশাবিহাত (অর্থ বুঝতে কষ্টকর আয়াত)-এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, যা জ্ঞানীরা ভালোভাবে বোঝেন। এই ইউনিটে মহান আল্লাহ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া শিখিয়েছেন—

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করো না, যখন তুমি আমাদের হিদায়াত দান করেছ। আর আমাদের তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।" পরবর্তীতে বলা হয়েছে—"হে আমাদের রব! তুমি অবশ্যই সেই দিনের জন্য

সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে, যেদিন কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- এটা প্রমাণিত যে, মহিমান্বিত কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (১-৪)
- আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও তার একত্ববাদের প্রমাণ বিবৃত হয়েছে। (৫-৬)
- পবিত্র কুরআনে দুই ধরনের আয়াত রয়েছে। কিছু সম্পূর্ণ স্পষ্ট আর কিছু অস্পষ্ট। এই কারণে মানুষ দুটো দলে বিভক্ত হয়েছে। (৭)
- যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী, তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (৮-৯)

ইউনিট নম্বর ৬

তৃতীয় পারা, সূরা আলে-ইমরানের ১০নং থেকে ১৮নং আয়াত: এখানে সূরা আলে-ইমরানের দ্বিতীয় ভূমিকা পেশ করা হয়েছে। খ্রিস্টানদেরকে শিরক ও কুফরের পথ অবলম্বন না করার জন্য বলা হচ্ছে। আর এটাও বলা হচ্ছে যে, পূর্বে তোমরা, ফেরাউন আর ফেরাউনের পরিবার শিরক ও কুফরের পথ অবলম্বন করেছিল। ফলে তারা দুনিয়া থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে। বদরের যুদ্ধে কুরায়েশ বংশের কাফেররা পরাজিত হয়েছিল। তাই আহলে কিতাবদের সতর্ক করা হয়েছিল, তবুও অধিকাংশ আহলে কিতাব ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছিল। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা হেদায়েতের অনুসরণ করে না, তাদের তিনটে "কারণ" থাকে, যেগুলো হেদায়েতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই বাধাগুলো নিম্নরূপ:

১। সংশয়: ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ করা যাবে না। এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, সংশয়ের চিকিৎসা শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারাই সম্ভব। সংশয় দূরীকরণের একমাত্র উপায় এটাই। তাই আমাদের দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, উলামাদের সম্মান করতে হবে। তাঁরা আমাদের সংশয় নিরসন করতে পারেন।

২। কামলালসা: কামলিপ্সা, বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা, যৌনলালসা আর তার ভুল পথ, যার কারণে অনেক মানুষ জীবনকে ঘৃণা করে, সবগুলোর চিকিৎসা সৎকর্ম ও ফলপ্রসু জ্ঞান দ্বারা করা যায়, অর্থাৎ, মানুষকে সৎ ও ধর্মপরায়ন লোকদের সঙ্গে থাকতে হবে। মানুষের উচিত, আলেমদের সাহচর্যে থেকে উপকৃত হওয়া, তাঁদের নিকট ফলপ্রসু ও দ্বীনি জ্ঞানার্জন করা, যাতে যৌনকুপ্রবৃত্তি নির্মূল করা যায়।

৩। পরকালের চিন্তা: যাদের পরকালের ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ে, তারা হালাল-হারামের পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়, ফলে তারা গোমরাহিতে পতিত হয়। মনে রাখা উচিত যে, কোনো

কোনো আলেম এমনও বলেছেন যে, আখেরাতের ধারণা না থাকলে তাওহিদের মতো বিরাট নেয়ামতেরও কোনো লাভ নেই।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের পরিণাম (১০-১৩)
- মানুষ কামলালসা এবং জাগতিক লালসা দ্বারা প্রতারিত হয় আর মুমিনের মনোযোগ আরও কল্যাণের দিকে যাওয়ার কথা। (১৪-১৭)

ইউনিট নম্বর ৭

ষষ্ঠ ইউনিটে খ্রিস্টানদের নিয়ে একটা ভূমিকা স্থাপন করা হয় আর এই ইউনিটে সূরা আলে-ইমরানের ১৯ থেকে ৩২নং আয়াতে ইসলামের মহত্ব আলোচিত হয়। তাছাড়া উম্মাহ মুহাম্মাদিয়ার নেতৃত্বের কারণগুলো উল্লেখ করা হয়। এর পাশাপাশি এও উল্লেখ করা হয় যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার কারণও বলা হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সন্দেহ ও লালসা। এই ইউনিটে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদিরা কীভাবে মুহকামাতকে অবহেলা করেছিল আর তারা মুতাশাবিহাতে আগ্রহী ছিল। সত্য থেকে তারা বিমুখ হয়েছে এবং গোমরাহিতে পড়ে গেছে। তাই উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে বিকৃত ইসলামের পরিবর্তে মুহকামাতের নেতৃত্ব দিতে আর মুনাজ্জাল বা আল্লাহুর পক্ষ হতে অবতীর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার আর ইসলামের লক্ষ্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আহবান করা হয়েছে আর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই পথে পরিচালিত হলেই মানুষ সফল হবে।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ববাদ। ইসলাম ধর্ম একমাত্র গ্রহণযোগ্য। আর আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ও পূর্ণ প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। (১৮-২০)
- সেইসব কাফেরদের শাস্তি, যারা নবী ও দ্বীনদারদের হত্যা করেছিল। (২১-২২)
- আহলে কিতাবদের স্বভাব এবং তারপর তাদের জন্য যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে, (২৩-২৫)
- প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর শক্তিকে প্রকাশ করে। (২৬-২৭)
- কাফেরদের সাথে আচরণ করার বিধান আর পরকালের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। (২৮-৩০)
- আনুগত মুমিনদের পুরস্কার আল্লাহর ভালোবাসা। (৩১-৩২)

ইউনিট নম্বর ৮

তৃতীয় পারা, সূরা আলে-ইমরানের ৩৩ থেকে ৪৪ আয়াতের মধ্যে, আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। এর পরপরই, তাকে বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছিল যে, আদম হলেন মানবজাতির পিতা, সমস্ত মানবজাতির পূর্বপুরুষ। আর নূহকে কনিষ্ঠ আদম বলা হয় আর ইব্রাহিমকে নবীদের পিতা বলা হয়। কারণ ইব্রাহিমকে বানি ইসরাঈল এবং বানি ইসমাঈলের পূর্বপুরুষ বলা হয়। আর বেশিরভাগ নবীই ছিলেন বানি ইসরাইল থেকে। তাই মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসারীরা অবিলম্বে এই তিনজনকে (আদম, নূহ ও ইব্রাহিম) অনুসরণ করে। তারপরে আলে-ইমরানের কথা বলা হয়েছে আর খ্রিস্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের বংশে রয়েছে আলে-ইমরান আর ইবরাহিমকেও তোমাদের পূর্বপুরুষ বলা হয়েছে। এরপর নূহ ও আদম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তারপর জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তোমরা কীসের ভিত্তিতে 'ইবনে আল্লাহর' আকীদা উদ্ভাবন করেছ? একটা সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে আর তাঁকে তা বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সৃষ্টির জন্মের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। আদমের জন্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে আল্লাহ আদমকে মা ও পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। এর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, মা-বাবা ছাড়া আদমকে সৃষ্টি করা কঠিন ছিল না, তাহলে শুধু পিতা ছাড়া ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করা কী করে কঠিন হতে পারে। এরপর আল্লাহ তাআলা অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন আর বলা হয় যে, এসব কিছুই আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও আল্লাহর নিদর্শন। তাই খ্রিস্টানরা আল্লাহর কুদরতের প্রকাশে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে, তারা ঈসা (আ.)-কে 'আল্লাহর পুত্র' বলে ডাকে। তাছাড়া খ্রিস্টানরা আল্লাহর অলৌকিক ঘটনা ও রুবুবিয়াতকে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। ফলে তারা সর্বদা বিপথগামী হয় আর জাহান্নামকে তাদের আবাস তৈরি করে ফেলে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- মনোনীত কিছু নবীর কাহিনী, বিশেষ করে মারিয়ম (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। (৩৩-৩৭)
- জাকারিয়ার কাহিনী। (৩৮-৪১)
- ঈসা (আঃ)-এর গুণাবলি এবং তাঁর অলৌকিক ঘটনা। (৪২-৫১)

ইউনিট নম্বর ৯

তৃতীয় জুজের নবম ইউনিট, সূরা আলে-ইমরানের ৪৫ থেকে ৬৩নং আয়াতে, ঈসা (আ.)-কে দেওয়া অলৌকিক ঘটনাগুলোর বর্ণনা রয়েছে। এতে এও উল্লেখ আছে যে, ঈসা

(আ.) কীভাবে শৈশবে কথা বলেছিলেন এবং মারিমামের পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তারপর বলা হয়েছে যে, তাঁকে জীবন্ত আকাশে উঠানো হয়েছে আর কেয়ামতের প্রাক্কালে তাঁকে নামানো হবে। আমি আমার ভিডিও বক্তৃতায় ৫২টি প্রমাণ উপস্থাপন করে শিরোনাম দিয়েছি: "যীশু জীবিত আছেন, একদম মারা যাননি"

এতে আমি বাইবেল থেকে প্রায় ৫২টি "যুক্তি" ব্যাখ্যা করেছি আর পবিত্র কুরআন থেকে ১০টি আয়াত পেশ করেছি এবং প্রায় ২৩টি যুক্তিযুক্ত যুক্তি উপস্থাপন করেছি। এটি আরবি, ইংরেজি এবং উর্দু ভাষায় বিদ্যমান।

এই ইউনিটের মূল বিষয় হলো মুবাহালাহ। নাজরানের খ্রিস্টানদেরকে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এসে মুবাহালা করতে বলা হয়েছিল আর মুবাহালার জন্য আসা খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করেছিল, কারণ তারা এর পরিণতি জানত এবং এব্যাপারে ভালোভাবে সতর্ক ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-ই আল্লাহর প্রকৃত নবী ও রসূল। সেজন্যই তারা মুবাহালাহ থেকে পালিয়ে এসেছিল।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- ঈসা (আঃ)-এর গুণাবলি এবং তাঁর অলৌকিক ঘটনা। (৪২-৫১)
- শিষ্যদের (হাওয়ারিদের) দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি। (৫২-৫৩)
- ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র। আল্লাহ তাআলা তাঁকে পুনরুত্থিত করবেন আর উভয় দলকে কিয়ামতের দিন সেই অনুযায়ী পুরস্কৃত করা হবে। (৫৪-৫৮)
- যারা বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আঃ) মানুষ নন, তারা প্রত্যাখ্যাত হবে। (৫৯-৬৪)

ইউনিট নম্বর ১০

তৃতীয় পারার দশম ইউনিট সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ থেকে ৯২নম্বর আয়াত পর্যন্ত প্রসারিত। এতে উল্লেখ আছে যে, ইব্রাহিম (আ.) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত। ইব্রাহিমের উপর অনেক বিশ্বাস আরোপ করা হয়েছিল, অথচ ইব্রাহিমের বিশ্বাস ছিল দ্বীনে হানিফের উপর। তিনি একজন মুসলিম ছিলেন, যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে। আর তারপরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আহলে কিতাবদের যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিল, তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কীভাবে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট দিত, তারা সবসময় কীরকম বাড়াবাড়ি করত, সেই কথা সূরা আলে ইমরানের ৮৩নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের পর কেবল তাঁরই অনুসরণ আবশ্যক।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- যারা ইব্রাহীম (আঃ)-কে ইহুদি বা খ্রিস্টান বলে, তাদের দাবি খণ্ডন। (৬৫-৬৮)

- মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহলে কিতাবদের ষড়যন্ত্র। তারা হেদায়েতের পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (৭৪-৬৯)
- আহলে কিতাবদের স্বভাব আর তাদের জন্য যে কঠিন শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। (৭৫-৭৮)
- নবীদের বিরুদ্ধে আহলে কিতাবদের মিথ্যাচার আর তাদের অস্বীকার। (৭৯-৮০)
- নবীগণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনবে কিন্তু আহলে কিতাবরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এখানে এও বলা হয়েছে যে, ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। (৮১-৮৫)
- যে ব্যক্তি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হয়, তাকে সুপথ দেখানো যায় না। আর তার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। (৮৬-৮৯)
- কাফেরদের শ্রেণিবিভাগ। (৯০-৯১)
- পছন্দনীয় বস্তু ব্যয় করে সওয়াব অর্জনের বিবরণ। (৯২)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

لن تنالوا

4

চতুর্থ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক
শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ
শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

চতুর্থ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৪র্থ পারা: লান তানা-লূ / لن تنالوا

উলামায়ে কেরাম ৪র্থ পারাকে ১৫টি ইউনিটে ভাগ করেছেন। এই পারাটিকে “লান তানালু” বলা হয়। অর্থাৎ লান-তানালু দিয়ে এই পারাটি শুরু হয়েছে। ৪র্থ পারাটিকে দুটো অংশে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অংশে ১ থেকে ১৩ নম্বর ইউনিট পর্যন্ত সূরা আলে-ইমরানের আয়াত আর দ্বিতীয় অংশে সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতগুলো রয়েছে।

ইউনিটের বিভাগগুলো নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ৪র্থ পারা “লান তানালু”-এর আয়াত ও বিষয়বস্তু

ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	৯২-৯৯	ইব্রাহিমের ধর্মের গুণাবলি এবং তথাকথিত আহলে কিতাবের খণ্ডন, সেইসাথে ব্যক্তিত্ববাদ, অন্ধ অনুকরণ ও ধর্মান্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
২	১০০-১০৯	পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সতর্কীকরণ এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার উপদেশ।
৩	১১০-১১৫	উম্মাতে মুহাম্মাদিয়া [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কে শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।
৪	১১৬-১২০	ইসলামের শত্রুরা আর মুনাফিক, তাদের কেউ তওবা না করা পর্যন্ত কোনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না।
৫	১২১-১২৯	বদর ও উহুদ যুদ্ধের উল্লেখ।
৬	১৩০-১৩৮	আনুগত্যের গুরুত্ব ও তার শ্রেষ্ঠত্ব আর বরকতের আলোচনা; সুদি লেনদেনের উপর তিরস্কার আর ক্রোধের নিষেধাজ্ঞা। এর পাশাপাশি জান্নাতের বৈশিষ্ট্য ও জান্নাতবাসীদের গুণাবলির বর্ণনা, আর ইস্তিগফার বা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার বিবরণ।
৭	১৩৯-১৪৮	মুসলমানদের সমবেদনা, আর উহুদ যুদ্ধের শহিদদের জন্য সুসংবাদ ঘোষণা, পাশাপাশি একে অপরকে সাহায্য করতে থাকার বিবরণ।
৮	১৪৯-১৫৮	এই ইউনিটে মুসলিম শাসকদের আনুগত্যের উল্লেখ এবং তাদের সাথে বিরোধ না করার আলোচনা করা হয়েছে, মিথ্যা চিন্তাভাবনার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৯	১৫৯-১৬৪	শুরা ব্যবস্থা ও পরস্পরের পরামর্শ করার গুরুত্ব, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেক আমলের বর্ণনা, বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারির আলোচনা।
১০	১৬৫-১৭৯	ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হয় এবং তাদের প্রকৃতি উন্মোচিত হয়ে যায়। এই ইউনিটে এও বলা হয় যে, মুনাফিকরা কখনো ঈমানের মাধুর্য্য আস্বাদন করতে পারে না।
১১	১৮০-১৮৯	কৃপণতা না করার জন্য মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য।
১২	১৯০-১৯৫	আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের প্রতি চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত, এবং এতে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি দুআ করলে সেই দুআ কবুল হয়।
১৩	১৯৬-২০০	সূরা আলে-ইমরানের শেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহতাআলা সৎকাজ ও সৎ লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর এখানে তাদেরকে সফলতার সুসংবাদ দিচ্ছেন।
সূরা নিসা		
১৪	১-১৮	মানব সম্পর্কের, আর বিশেষ করে বৈবাহিক জীবনের প্রেম ও ভালোবাসা বর্ণনা, এতিমদের সম্পত্তি এবং তাদের যত্ন ও সুরক্ষার বিবরণ।
১৫	১৯-২৩	বহুবিবাহের কথা বলা হয়েছে। উত্তরাধিকার ও তা বণ্টন করার বিষয়, মুহররামাত ও গায়র-মুহাররামাত নারীর বর্ণনা।

ইউনিট নম্বর ১

চতুর্থ পারার প্রথম ইউনিট, সূরা আলে-ইমরানের ৯৩ থেকে ৯৯ নম্বর আয়াত: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইব্রাহিম (আ.)-এর সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে ছিল। আর আহলে কিতাবরা নাম ও খ্যাতির জন্য ইব্রাহিমের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করার চেষ্টা করে। অথচ আহলে কিতাবদের দ্বীনে হানিফের সাথে দূর দূর পর্যন্ত সম্পর্ক ছিল না। দ্বীনে হানিফের প্রকৃত অনুসারী হচ্ছে মুসলিম উম্মত আর আহলে কিতাবরা তাদের আলেম ও সাধকদেরকে তাদের প্রভু বানিয়ে ফেলেছে। আর তারা হারাম বিষয়গুলোকে হালাল আর হালালকে হারাম বলে ঘোষণা করে। কারণ আহলে কিতাবরা তাদের আলেম ও সাধকদেরকে তাদের প্রভু বানিয়েছে। যে পদ্ধতিটি প্রচলিত ছিল, তা আজও অনুসরণ করা হয়, অথচ কুরআন ও হাদিস

এই সমস্ত জিনিসকে নিষিদ্ধ করেছে এবং কুরআন ও সহীহ হাদিসে এই ধরনের ব্যক্তিত্ববাদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জামহুর উলামায়ে কিরাম অন্ধ তাকলিদ এবং মাসলাকি টানের কঠোর বিরোধিতা করেছেন আর কিতাব-সুন্নাতের অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- ইসরাইল (ইয়াকুব) (আ.) তাঁর নিজের পছন্দমতো কিছু কিছু জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করেছিলেন, আর সেই ব্যাপারে ইহুদিদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। (৯৩-৯৫)
- মহান আল্লাহর ঘরের (বায়তুল্লাহ) মর্যাদা এবং হজের অপরিহার্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। (৯৬-৯৭)
- আহলে কিতাবদের কুফরি এবং আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দেওয়ার তাদের অভ্যাসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। (৯৮-৯৯)

ইউনিট নম্বর ২

৪র্থ পারা, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১০০ থেকে ১০৯ পর্যন্ত পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে:

تحذير من أخطاء السابقين

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরির উপর অবিচল ছিল, এই উম্মতকে তাদের ভুলের অনুসরণ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে আর তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য, অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরে থাকার জন্য এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ না করার জন্য বলা হয়েছে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদেরকে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার, সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার আর অন্যায় থেকে নিষেধ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সর্বোত্তম জাতি (উম্মাহ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। (১০০-১১০)

ইউনিট নম্বর ৩

সূরা আলে-ইমরানের ১১০ থেকে ১১৫ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, অর্থাৎ সেই উম্মত, যা মানুষের কল্যাণের জন্য গড়ে উঠেছে এবং সেই উম্মত, যা মানুষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। আর পূর্বে কোনো উম্মত সেই মর্যাদা লাভ করতে পারেনি, যা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে প্রদান করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- আহলে কিতাবদের অবস্থা এবং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছেন, তাঁদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। (১১১-১১৫)

ইউনিট নম্বর ৪

১১৬ থেকে ১২০ নম্বর পর্যন্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের শত্রু আর মুনাফিকদের মধ্যে কেউ কখনোই কোনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। তাই তাদের তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের আমল বিক্ষিপ্ত কণার মতো বিলীন হয়ে যাবে। (১১৬-১১৭)
- মুমিনদের বিরুদ্ধে মুনাফিক ও কাফেরদের শত্রুতা এবং তাদের ভণ্ডামি বর্ণনা করা হয়েছে। (১১৮-১২০)

ইউনিট নম্বর ৫

১২১ থেকে ১২৯ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে উহুদ যুদ্ধের উল্লেখ আছে। তারপর বদর যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সমর্থন ও সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। একাংশ আলেম বলেন, খন্দক যুদ্ধের উল্লেখ আছে, উহুদ যুদ্ধ নয়। তবে সঠিক মতানুযায়ী এখানে উহুদ যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। এখানে ক্রম ঘটনার সংঘটন অনুযায়ী নেই, বরং উপদেশের প্রেক্ষাপটে রয়েছে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- বদর ও উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত। (১২১-১২৯)

ইউনিট নম্বর ৬

১৩০ থেকে ১৩৮ নং পর্যন্ত আয়াতে আনুগত্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সৎ কাজের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। তাই মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার তাগিদ দেওয়া হয়েছে আর সুদি লেনদেন ও নিকৃষ্ট রাগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ সুদগ্রহীতা জাহান্নামে যাবে আর রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ আর জান্নাতে প্রবেশের পথ দেখানো হয়েছে। (১৩০-১৩৬)
- জালেমদের দ্বারা মুমিনদের পরীক্ষা এবং তাদের ধৈর্যের পুরস্কার। (১৩৭-১৪১)

ইউনিট নম্বর ৭

সূরা আলে-ইমরানের ১৩৯ থেকে ১৪৮ নং পর্যন্ত আয়াতে, মুসলমানদের সমবেদনা এবং [উহুদ যুদ্ধের পটভূমিতে] শহিদদের জন্য সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে পরাক্রমশালী আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়েছেন আর উহুদের মুজাহিদদের সম্বোধন করেছেন। সৎকাজে মুসলমানদের ভূমিকা এবং এর জন্য সংগ্রাম করার তাগিদ, অর্থাৎ "আল-জামিয়্যাহ আল-খারিয়াহ"-এর মাধ্যমে দরিদ্র, দেউলিয়া ও নিপীড়িত মুসলমান এবং অন্যান্য জাতিকে সাহায্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- জালেমদের দ্বারা মুমিনদের পরীক্ষা এবং তাদের ধৈর্যের পুরস্কার। (১৩৭-১৪১)
- উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্যের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। (১৪২-১৪৩)
- এটা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মানুষ এবং তিনি আল্লাহর হুকুমে অন্যান্য লোকদের ন্যায় ইন্তেকাল করবেন। (১৪৪-১৪৫)
- পূর্ববর্তী নবীদের জিহাদে অবিচলতা এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। (১৪৬-১৪৮)

ইউনিট নম্বর ৮

৪র্থ পারা, সূরা আলে-ইমরানের ১৪৯ থেকে ১৫৮ নং পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা যদি তাদের শাসকদের অধীনে থাকে, তবে তাদের আনুগত্য করা উচিত এবং শাসকদের সাথে দ্বিমত করা উচিত নয়। সাহায্যের প্রয়োজন হলে একে অপরকে অসহায় ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। উপরের আয়াতগুলো উহুদ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদেরকে কাফেরদের আনুগত্য করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং আল্লাহকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে আর কাফেরদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। (১৪৯-১৫১)
- উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যে কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে। (১৫২-১৫৬)
- মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে আর তাদের অনুকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (১৫৬)

- বিশ্বাসীদেরকে জিহাদ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। (১৫৭-১৬৩)

ইউনিট নম্বর ৯

৪র্থ পারা, সূরা আলে-ইমরানের ১৫৯ থেকে ১৬৪ নং পর্যন্ত আয়াতে, শুরার গুরুত্ব এবং একে অপরের সাথে পরামর্শ করার কথা বলা হয়েছে। পরামর্শের মাধ্যমে যে-কোনো কাজ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তম আদর্শের বর্ণনা আর বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতার বিবৃতি রয়েছে।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- একে অপরের সাথে পরামর্শ। (১৫৯-১৬৪)

ইউনিট নম্বর ১০

৪র্থ পারা, সূরা আলে-ইমরানের ১৬৫ থেকে ১৭৯নং পর্যন্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারা প্রকৃত মুসলমান আর কারা মুনাফিক, গাযওয়ার মাধ্যমে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। যারা প্রকৃত ঈমানদার ছিলেন, তাঁরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই যারা মুনাফিক ছিল, তারা এই যুদ্ধে যোগ দেয়নি এবং তাদের এই কর্মই তাদের আসল চেহারা এবং অবস্থান প্রকাশ করে দেয়।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণাবলি ও চরিত্র উল্লেখ করা হয়েছে। (১৬৪-১৬৮)
- উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যে কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, তা আর শহিদদের মর্যাদা ও ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে। (১৬৯-১৭৪)
- মুমিনদের জন্য শয়তানের বন্ধুদের ব্যাপারে নির্ভিক থাকা বাধ্যতামূলক। আর তাদের কুফরের তীব্রতায় দুঃখ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। (১৭৫-১৭৯)

ইউনিট নম্বর ১১

পারা-৪, সূরা আলে-ইমরানের ১৮০ নং থেকে ১৮৯ নং পর্যন্ত আয়াতে বলা হচ্ছে যে, একজন কৃপণ ব্যক্তির জন্য এমন মনে করা একদম অনুচিত যে, সম্পদ তার জন্য খুব উপকারী। কিয়ামতের দিন কৃপণের সম্পদ তার গলায় বেঁধে দেওয়া হবে। তাই মুসলমানদের উচিত কার্পণ্য না করা।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- দুনিয়া ও আখিরাতে কৃপণতার পরিণাম। ইহুদিরা নিজেদেরকে মহান আল্লাহ অপেক্ষা ধনী মনে করত। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি। (১৮০-১৮৪)
- পৃথিবী একটা পরীক্ষাগার আর এটি ধ্বংস হবেই। ধৈর্যের গুরুত্ব। (১৮৫-১৮৬)
- আহলে কিতাবদের স্বভাব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের অভ্যাস, তাদের কিছু গুণ আর তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। (১৮৭-১৮৮)
- আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ ও তাঁর ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। (১৮৯-১৯০)

ইউনিট নম্বর ১২

৪র্থ পারা, সূরা আল-ইমরানের ১৯০ থেকে ১৯৫নং পর্যন্ত আয়াতে জ্ঞানীদের নিদর্শন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আর আল্লাহর সৃষ্ট সার্বজনীন নিদর্শন এবং মহাবিশ্বের উদ্ভাবনকে তাওহিদের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আর তাওহিদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। “উলুল আলবাব” হলো সেই সম্প্রদায়, যারা বিশ্ব-জগত সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপাসনা করে না; বরং তারা এর সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মহিমা উপলব্ধি করে। যেমন গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স একটি বাস্তবতা, যা নিউটন একবার একটি আপেলকে পড়তে দেখে আবিষ্কার করেছিলেন—অর্থাৎ মহাকর্ষের ধারণা এসেছে। কিন্তু এটি একটি অসম্পূর্ণ গবেষণা। একজন মুসলিম গবেষক এর চেয়েও অগ্রসর চিন্তা করে। তার অনুসন্ধান আরও উন্নত হয়, তার আবিষ্কার আরও গভীরে যায়। সে শুধু এই প্রশ্নেই আটকে থাকে না যে আপেলটি কেন পড়ল বা মহাকর্ষশক্তি কী, বরং সে আরও একধাপ এগিয়ে চিন্তা করে—এই আপেলকে পড়তে বাধ্য করছে কে? এই মহাকর্ষশক্তি সৃষ্টি করল কে? এর উত্তর একটাই: আল্লাহ وحده لا شريك له (আল্লাহ এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই)। একইভাবে, আমর ইবনুল কাইসের কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয় যে সেখানে অপ্রয়োজনীয় বিষয়, সৃষ্টিজগতের প্রশংসা, অযথা শ্লাঘা ও স্তুতি চলছিল—অশ্বের প্রশংসা, পাহাড়ের প্রশংসা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই অশ্ব সৃষ্টি করল কে? এই পাহাড় সৃষ্টি করল কে? একজন মুমিনের অনুসন্ধান আরও উন্নত হয়। যেমন, মহাকর্ষশক্তি দেখা যায় না, কিন্তু আপেলের পতনের মাধ্যমে তার অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। তাহলে এই আপেল, এই মহাকর্ষশক্তি এবং সমগ্র সৃষ্টিজগত দেখে কেন এই সিদ্ধান্তে আসা হবে না যে একজন সৃষ্টিকর্তাও আছেন? এই অসম্পূর্ণ গবেষণা আর কতদিন চলবে? এই বক্তব্যে মানুষকে আহ্বান করা হচ্ছে শরিয়তের নিদর্শন ও সৃষ্টিজগতের নিদর্শন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করার জন্য। কুরআনের আয়াত এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনগুলোর ওপর চিন্তা করার জন্য। একইসঙ্গে নিজের অস্তিত্ব (আনফুস) ও বাইরের বিশ্বের (আফাক) নিদর্শন সম্পর্কে

উপলব্ধি করার জন্য। এছাড়াও, মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা ও দুআ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করানো হচ্ছে।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- উলুল আলবাব (বিবেকসম্পন্ন) এবং তাদের মহাবিশ্ব ও আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করার অভ্যাস। (১৯১-১৯৫)

ইউনিট নম্বর ১৩

চতুর্থ পারার ত্রয়োদশ ইউনিট হলো সূরা আলে-ইমরানের ১৯৬ থেকে ২০০নং পর্যন্ত আয়াত, অর্থাৎ এই সূরার শেষাংশ। আল্লাহ তাআলা সূরা আলে-ইমরানের সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার করে বলেছেন, "যারা ধৈর্যশীল ও উদ্যমী, তারাই সফলকাম হবে"। আর যারা পার্থিব সম্পদ ও বিলাসিতাকে আখিরাতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তারা ব্যর্থ ও বিফল হবে। আর যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে শহিদ হয়েছে, আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। শেষের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা সর্বদা সৎকাজ করে, তারাই সফলকাম।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের শক্তি, তাদের আধিপত্য দ্বারা প্রতারিত হওয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং কাফেরদের ভাগ্য। (১৯৬-১৯৭)
- মুত্তাকি ও তাদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আর এও বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু মানুষ মুত্তাকি রয়েছে। এছাড়া এখানে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (১৯৮-২০০)

سورة النساء

সূরা নিসা

নারী	The Women
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মদিনা	

কিছু লক্ষ্য

❖ এই সূরাটির উদ্দেশ্য হলো দুর্বল প্রকৃতির মানুষের সাথে ন্যায়বিচার ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা।

- এখানে চারটি মূল পয়েন্ট রয়েছে, যেগুলো পরিবার ব্যবস্থার পুনর্বাসনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১। আল্লাহ তাআলা দেখেন, এই বিশ্বাস রাখা আর তাঁরই ইবাদত করা।

২। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শেখানো পথের অনুসরণ।

৩। মৃত্যুর পর জবাবদিহি করার কথা চিন্তা করা।

৪। অধিকার ও দায়িত্ব পালন।

- সুস্থ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই চারটি মূল নির্দেশিকা রয়েছে। কোনো সমাজে এগুলোর চর্চা না হলে গোটা সমাজ হতাশা ও পরাজয়ের শিকার হবে, যেমনটা ইউরোপে ভাঙা পরিবার ব্যবস্থা এবং স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার কারণে ঘটেছে।[1]
- এই সূরায় অনেক দুর্বল মানুষের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যেমন এতিম, নারী, ক্রীতদাস, অমুসলিম সংখ্যালঘু, যারা মুসলমানদের মধ্যে বসবাস করে। (নিসা ২-৯)
- সূরা নিসা নারীর অধিকারের একটা বড়ো প্রমাণ।

কিছু বিষয়বস্তু

- সমস্ত মানুষের মূল একই এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা। (১)

[1] প্রণিধান করুন: আল-হুকূক- ইবনে উসাইমিন; হুকূক ওয়া ফারাইয – সালাহুদ্দিন ইউসুফ।

- অনাথদের বিধান, ন্যায়বিচারের আলোচনা এবং অধিকার ও দায়িত্বের বিবরণ। (২-৬)
- উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান। (৭-৮)
- অনাথদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার নিষেধাজ্ঞা। (৯-১০)
- উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান। (১১-১২)
- আল্লাহর আদেশ মেনে চলার পুরস্কার এবং অবাধ্যদের পরিণতি। (১৩-১৪)
- মানসুখ হওয়ার আগে ব্যভিচারের শাস্তি। (১৫-১৬)
- গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য তওবার আলোচনা। (১৭-১৮)
- নারীদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা। (১৯-২১)
- নিকট আত্মীয় নারীদের (মাহারিম) বিবরণ এবং মোহর নির্ধারণের বাধ্যতামূলক বিধান। (২২-২৪)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা নিসায় ইহুদিদের উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা মায়েদার অনেকাংশেই খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে।
- শুধুমাত্র সূরা নিসা অনুবাদ করে ইউরোপে ছড়িয়ে দিলে বিপুল সংখ্যক মানুষ হেদায়ত পেতে পারে। যারা সমস্যায় পড়েছেন এবং ভাঙা পরিবার ব্যবস্থার কারণে হতাশ হয়ে পড়েছেন, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা যে ব্যবস্থা অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহর এই পৃথিবীর জন্য উপযুক্ত আর মানবরচিত ব্যবস্থা এই পৃথিবীর জন্য উপযুক্ত নয়। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের গল্প পড়ুন।
- সূরা নিসায় সমবায় সমিতির জন্য ব্যাপক নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৪

৪র্থ পারা, সূরা নিসার ১ থেকে ১৮ নম্বর আয়াতে সম্প্রীতি ও মানবভ্রাতৃত্বের সার্বজনীন নীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে, আদম ও হাওয়া থেকে মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই জাতিভেদ করা যাবে না, কারো জাতি নিয়ে উপহাস করা যাবে না। সম্পদ নিয়ে হয়রানি বন্ধ করা হয়েছে আর কঠোর শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এতিমদের সম্পদ রক্ষা করতে বলা হয়েছে এবং এরপরে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কখনো কখনো পুরুষের কারণে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, আবার অনেকসময় নারীর কারণে সম্পর্ক মজবুত হতে পারে না। তারপর বহুবিবাহের বর্ণনা রয়েছে। আর এরপর মানসিক প্রতিবন্ধী ও এতিমদের সম্পত্তি দেখাশোনা করার কথা বলা হয়েছে।

অতঃপর উত্তরাধিকারের বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয় এবং যারা উত্তরাধিকারের নিয়ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। তারপর ব্যভিচারী নারী-পুরুষের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়। শেষে মরণকালে তওবা ও তার বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- সকল মানুষের উৎস এক এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার শিক্ষা। (১)
- এতিম, বহুবিবাহ ও মোহরের বিধান। (২-৬)
- উত্তরাধিকারের বিধান। (৭-৮)
- অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ খাওয়া হারাম করা হয়েছে। (৯-১০)
- উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান। (১১-১২)
- যারা আল্লাহর আদেশ মান্য করে, তাদের পুরস্কার এবং যারা অবাধ্য হয়, তাদের পরিণাম। (১৩-১৪)
- মানসুখ হওয়ার আগে ব্যভিচারের শাস্তি। (১৫-১৬)
- গৃহীত তওবা এবং অগ্রহণযোগ্য তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১৭-১৮)

ইউনিট নম্বর ১৫

৪র্থ পারা পঞ্চদশ ইউনিটে শেষ হয়। সূরা আল-নিসার ১৯ থেকে ২৮নং আয়াত। এই আয়াতগুলোতে নারীর সম্মান ও পবিত্রতা এবং অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেইসব নারীকে বিয়ে করে যত্ন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যারা সমাজে একা থাকে। তাদের যত্ন নেওয়া উচিত এবং একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। নারীদের দাম্পত্য অধিকার তথা অন্যান্য অধিকার দিতে হবে। আর নারীকে রাণী ও রাজকন্যাদের মতো সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। এরপর বিয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং মুহাররামাত নারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয়েছে, যাদের বিয়ে করা যাবে না। যথা- মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নে, পালক মা, পালক বোন, শাশুড়ি, সৎ মেয়ে, পুত্রবধূ ইত্যাদি। বিবাহ বিষয়ক আমার "বিবাহের পূর্বে, বিবাহের সময় ও বিবাহের পরে" বইটি দয়া করে পড়ুন. অন্যদের পড়তে বলুন। আইনশাস্ত্রে এটি খুবই উপকারী। এরপর মোহরের অধিকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর যুদ্ধবন্দিদের বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- নারীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে। (১৯-২১)
- মাহরাম (যে-সব নারীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) এবং মোহরের বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করা হয়েছে। (২২-২৪)

- কিছু নির্দিষ্ট শর্ত ব্যতীত স্বাধীন পুরুষদের দাসী নারীদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। (২৫)
- বান্দাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। (২৬-২৮)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

والمحصنات

৫

পঞ্চম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

পঞ্চম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ওয়াল-মুহস্বানাত / والمحصنات

পঞ্চম পারাকে আলেমগণ ৮টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন এবং এই পারায় সূরা নিসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। পঞ্চম পারার ৮টি ইউনিট নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ৫ম পারা “ওয়াল-মুহস্বানাত”-এর আয়াত ও বিষয়বস্তু		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	২৪-২৮	পুরুষের নেতৃত্বে নারীর অধিকার নির্ধারণ ও তার বিবরণ।
২	২৯-৪৩	"হুরমাতুল আমওয়াল" এবং "কওয়ামাহ মালিয়্যাহ" সম্পত্তির পবিত্রতার বিবরণ। পুরুষের দায়িত্ব মহিলাদের থেকে ভিন্ন, একথা এবং বড়ো বড়ো গুনাহের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।
৩	৪৪-৫৮	কিছু ইহুদির বিবরণ, যারা তাদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এরপর অতিরঞ্জিতভাবে কারো প্রশংসা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিছু ইহুদিদের শত্রুতা ও তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর তাদের শাস্তির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপরে রয়েছে আমানতের বর্ণনা (আমানতের বিশদ ভাবার্থ)।
৪	৫৯-৭০	ইসলামে আল্লাহর নবীর আনুগত্যকে অত্যাবশ্যক শর্ত করা হয়েছে আর মানুষকে ভালো আচরণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর আনুগত্য করবে, সে নাজাত পাবে।
৫	৭১-৯৪	শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধৈর্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আত্মাকে আল্লাহর রসূলের কাছে সমর্পণ করো। যুদ্ধ করার নির্দেশ একটি পরীক্ষাস্বরূপ, যাতে মুমিন ও মুনাফিককে চেনা যায়। এরপর মুসলিম হত্যার সমস্যা ও বিধান এবং তার কিসাস ও দিয়াত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬	৯৫-১০৪	হিজরতের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। ক্বসর নামায এবং ভয়ের নামাযের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
৭	১০৫-১৩৫	আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। আল্লাহর নবীর আনুগত্য করার আদেশ। একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার আদেশ।
৮	১৩৬-১৪৯	মুসলমানদের ব্যাপারে শত্রুদের সাথে গোপনীয়তা রক্ষা না করা মুনাফিকির লক্ষণ। তারপর পরচর্চা, চুগলখোরি এবং অন্যান্য প্রকারের পরনিন্দার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১

পঞ্চম পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, ২৪ থেকে ২৮ নং পর্যন্ত আয়াত, নারীর অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সর্বপ্রথম বলা হয়েছে যে, পুরুষ পরিবারের প্রধান এবং তত্ত্বাবধায়ক। সেজন্যই পুরুষকে ন্যায়পরায়ণ ও সদয় হতে বলা হয়েছে, যাতে ঘরোয়া জীবন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাটে এবং একটি দ্বীনি সমাজ গড়ে ওঠে।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- মাহারিম (যে-সব নারীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) এবং মোহরের বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করা হয়েছে। (২২-২৪)
- দাসী নারীদের আলোচনা। (২৫)
- বান্দাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। (২৬-২৮)

ইউনিট নম্বর ২

পঞ্চম পারা, সূরা আন-নিসা (সূরা নম্বর ৪), আয়াত নম্বর ২৯ থেকে ৪৩-এ সম্পদের পবিত্রতা বা "হারাম উপার্জনের নিষেধাজ্ঞা" এবং "আর্থিক নেতৃত্ব" সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে অবৈধ উপায়ে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, অন্যের সম্পত্তির উপর অন্যায়ভাবে দখল নেওয়া বা অন্যায় উপায়ে তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধান নির্ধারিত হয়েছে, যা অর্থনৈতিক সম্মান ও ন্যায়বিচারের ভিত্তি স্থাপন করতে সহায়তা করে এবং মানুষকে বড় গুনাহ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে কিছু মহাপাপ উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে এবং পরে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি, তার ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সামাজিক জীবনে পুরুষ কেন প্রধান এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব তার উপর কেন ন্যস্ত করা হয়েছে, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মূলত, নেতৃত্ব বা "ক্বওয়ামাহ" একটি দায়িত্ব, যা

পুরুষকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নারীকে নয়। কারণ, নারীদের জন্য গর্ভধারণ, সন্তান দুধ পান করানো, লালন-পালন, গৃহস্থালির দায়িত্ব ইত্যাদি অসংখ্য কর্তব্য রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতার নীতিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আল্লাহর অধিকার (হকুকুল্লাহ) এবং মানুষের অধিকার (হকুকুল ইবাদ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরে কৃপণ ও স্বার্থপর মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার উপকারিতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- ❖ মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ হারাম করা হয়েছে। (২৯-৩০)
- ❖ মহাপাপ থেকে বিরত থাকলে ছোটো পাপ মাফ হয়ে যায় এবং এটা জান্নাত লাভের মাধ্যমও হতে পারে। (৩১)
- ❖ আকাঙ্ক্ষার উপর আস্থা রাখতে বাধা দেওয়া হয়েছে আর কর্মের উপর আস্থা রাখতে এবং ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। (৩২-৩৩)
- ❖ পরিবারিক বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। (৩৪-৩৫)
- ❖ একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করতে হবে আর তাঁর বান্দাদের সাথে সদয় আচরণ করতে হবে। (৩৬)
- ❖ কৃপণতা এবং মুনাফিকির নিন্দা করা হয়েছে। (৩৭-৩৮)
- ❖ আল্লাহ তাআলার ন্যায় ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে আর কাফেরকে তিরষ্কার করা হয়েছে। (৪০-৪২)
- ❖ নামাযের কিছু শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। (৪৩)

ইউনিট নম্বর ৩

পঞ্চম পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, ৪৪ থেকে ৫৮ নং পর্যন্ত আয়াতে কিছু ইহুদির মন্দকাজ উল্লেখ করা হয়েছে। এও উল্লেখ রয়েছে যে, তারা কীভাবে "সিভিল সোসাইটিতে" সমস্যা তৈরি করতো। উদাহরণের মাধ্যমে সকলের কথা বলে হয়েছে এবং এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যা সিদ্ধান্ত দেন, তা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে হয় আর আল্লাহ তাআলা কারো উপর অণু পরিমাণও অন্যায় করেন না। এরপর কিছু ইহুদির চরম শত্রুতার ও তার ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কীভাবে ইহুদিদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর ইহুদিদের মধ্যে যারা সৎ ও দ্বীনদার, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অতঃপর আমানতের বিশদ বর্ণনা রয়েছে যে, কীভাবে মানুষের আমানত তাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। আমানতের অন্তর্ভূক্ত সমস্ত বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। আমানতের ব্যাপক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- ইহুদিদের জঘন্য কাজ, ত্রুটিবিচ্যুতি এবং তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। (৪৪-৫৫)
- কাফেরদের শাস্তি ও মুমিনদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। (৫৬-৫৭)
- আমানত ফেরত দেওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুবিচার করতে বলা হয়েছে আর আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৫৮-৫৯)

ইউনিট নম্বর ৪

পঞ্চম পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, ৫৯-৭০ নং আয়াতে আল্লাহ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাজাতের জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য। অতঃপর এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নবী (সা.) ইহলোক ত্যাগ করতে চলেছেন।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (৬০-৬৪)
- অনুগত বান্দাদের পুরস্কার ও মর্যাদা। (৬৯-৭০)

ইউনিট নম্বর ৫

পঞ্চম পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, ৭১-৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে, তখন দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। এক: তা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। দুই: সেই লড়াই শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য হবে। প্রথমত, শয়তানের প্রতি বিশ্বাসীরা যাতে কর্তৃত্ব লাভ করতে না পারে, সেজন্য এটি আবশ্যক। ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, তোমরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করো। আর মুনাফিকদের থেকে দূরে থাকা উচিত। এরপর মুসলমানের রক্তের পবিত্রতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিসাস ও দিয়াতের বিষয় ও বিধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আরো বিস্তারিত বলা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে ভুলবশত হত্যা করলে তার বিধান কী এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করার বিধান ও সমস্যা কী? যদি সে হত্যা করে, তবে এটি একটি গুরুতর পাপ। তবে হত্যা করা হালাল, এই বিশ্বাস রাখলে এটি ক্ষমার অযোগ্য পাপ। কারণ, কোনো হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা কুফর।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- ইসলামে জিহাদের বিধি-বিধান এবং মুনাফিকদের দৃষ্টিভঙ্গি। (৭১-৮৪)
- ভালো সুপারিশ এবং খারাপ সুপারিশের কথা বলা হয়েছে। (৮৫-৮৬)
- বিচারদিবস সত্য। (৮৭)
- মুনাফিকদের ক্ষেত্রে এবং তাদের সাথে আচরণের পদ্ধতির প্রেক্ষিতে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (৮৮-৯১)
- ভুলবশত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার বিধান। (৯২-৯৩)
- আল্লাহর হুকুম পালন করার সময়, আর বিশেষ করে জিহাদের সময় অবিচল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৯৪)

ইউনিট নম্বর ৬

পঞ্চম পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, ৯৫-১০৪ নং আয়াতে বলা হচ্ছে যে, যখন একজন মুমিন হিজরত করেন, তখন তিনি দুর্নীতি করেন না, বরং এর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য অত্যাচারীকে পরাহত করা। আর উদ্দেশ্যহীন হিজরতকে হিজরত বলা হবে না। আর সর্বোত্তম হিজরত হলো এই যে, বান্দা তার পাপ পরিত্যাগ করবে এবং নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সালাতুল খাওফ এবং কসরের সালাতের বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- মুজাহিদদের ফজিলত। যারা জিহাদ ত্যাগ করে ঘরে বসে থাকে, তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে এতে তারা ব্যাতিক্রম যাদের জিহাদে অংশগ্রহণের সামর্থ্য নেই। (৯৫-৯৯)
- আল্লাহর পথে হিজরত করার ফজিলত। (১০০)
- কসর সালাত এবং ভীতির সালাতের বিধান। (১০১-১০৩)

ইউনিট নম্বর ৭

পঞ্চম পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, ১০৫-১৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সর্বদা ন্যায়পরায়ণ। তারপরে, আল্লাহর নবীর আনুগত্যের কথা উল্লেখ করা হয়। যদি কেউ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথের বিরোধী কোনো পথ বেছে নেয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর তারপরেই হুকুম দেওয়া হয় যে, তোমরা যা কিছু চাও, আল্লাহর কাছে চাও, তিনিই সবকিছু দেবেন।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, তিনি যখন লোকদের মাঝে বিচার করবেন, তখন যেন তিনি তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করেন। (১০৪-১১৩)
- জিহ্বার ক্ষতিকর দিক থেকে নিজেকে রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর উপকারী জিনিসের ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের পথের বিরোধিতাকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। (১১৪-১১৫)
- শিরক ও শয়তানের বিপদ। (১১৬-১২১)
- ঈমান ও সৎকর্মের কথা বলা হয়েছে। (১২২-১২৬)
- নারী ও সমাজের কিছু বিধান। (১২৭-১৩০)
- সমস্ত কিছুর মালিকানায় আল্লাহ তায়ালার একত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। (১৩১-১৩৪)

ইউনিট নম্বর ৮

পঞ্চম পারা, রা আন-নিসা (সূরা নম্বর ৪), আয়াত নম্বর ১৩৬ থেকে ১৪৯-এ বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাথে আঁতাত করা কখনোই সঠিক নয়; বরং এটি হলো মুনাফেকির পথ, যা মুসলমানদের প্রতি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এরপর গীবতের বিভিন্ন ধরন আলোচনা করা হয়েছে। এতে হালাল ও হারাম গীবতকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি গীবত কোনো সংশোধনের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা বৈধ; কিন্তু যদি তা বিশৃঙ্খলা, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা, খারাপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা বা নফসের খেয়াল-খুশির কারণে হয়, তবে তা হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গীবতের ছয়টি ধরন বৈধ, যেগুলো সমাজে অশান্তি দূর করতে সাহায্য করে; পক্ষান্তরে, অবৈধ গীবত ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। বৈধ ছয়টি গীবতের দলিল ইসলামের বিখ্যাত আলেম ইমাম নববী (রহ.) তাঁর গ্রন্থ "রিয়াদুস সালেহীন"-এ সংকলন করেছেন।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঈমান এবং ঈমানের স্তম্ভগুলি নর্ণনা করা হয়েছে। (১৩৫-১৩৫)
- মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (১৩৭-১৪৭)
- নিপীড়িত ব্যক্তি অত্যাচারীর অন্যায় বর্ণনা করতে পারে। (১৪৮-১৪৯)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

৬

ষষ্ঠ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

ষষ্ঠ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ষষ্ঠ পারা: লা-য়ুহিব্বুল্লাহ্ / لا يحب الله

উলামায়ে কিরাম ষষ্ঠ পারাকে ২৪টা ইউনিটে বিভক্ত করেছেন। যেহেতু ইউনিটগুলো সংক্ষিপ্ত, তাই বেশি সংখ্যায় ইউনিটগুলো রাখা হয়েছে। ইউনিটগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত গুউত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো:

ইউনিট অনুযায়ী ষষ্ঠ পারার আয়াত ও বিষয়বস্তু		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	১৪৯-১৬২	সকল নবীর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। বানি ইসরাঈলের প্রতারণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবীদের হত্যা বানি ইসরাইলদের মধ্যে একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে বলে দাবী করত এবং এতে তারা গর্বিত ছিল। আর বানি ইসরাঈল হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল হিসাবে সাব্যস্ত করেছিল।
২	১৬৩-১৭০	নবীদের সংখ্যার বর্ণনা, আসমানী কিতাবের উল্লেখ এবং বানি ইসরাঈলের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের উল্লেখ।
৩	১৭১-১৭৩	ইসলামের সীমার বাইরে বাড়াবাড়িকে হারাম করা হয়েছে, সীমালঙ্ঘনকে হারাম করা হয়েছে এবং তারপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে পালানো সম্ভব নয়।
৪	১৭৪-১৭৬	পবিত্র কুরআনের মহিমার বর্ণনা এবং আসাবা ও কালালার বর্ণনা।
সূরা মায়েদা		
৫	১-৮	সূরা আল-মায়িদার শুরুতে চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপরে, হালাল ও হারামের ইসলামি বিধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাইতাহ (মৃত জন্তু), দাম (প্রবাহিত রক্ত), শিকারী কুকুর, বিভিন্ন প্রকার জবাই এবং শূকর-এর নিষেধাজ্ঞা। অতঃপর অযু ও গোসলের বিষয় এবং আহলে কিতাব নারীদের সাথে বিবাহের বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

৬	৯-১০	চুক্তি অনুসরণের সুবিধার উল্লেখ।
৭	১১	এই আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ স্মরণ করে।
৮	১২-১৬	ইহুদি ও খ্রিস্টানদের চুক্তি ভঙ্গের আলোচনা এবং জ্ঞানবিস্তারে তাদের অসততার উল্লেখ।
৯	১৭-১৯	খ্রিস্টানদের কুফর ও শিরকের প্রতি ঈমান এবং এর অস্বীকৃতি আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে ঘোষণা করা।
১০	২০-২৬	বানি ইসরাঈলের অসভ্যতার এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উল্লেখ।
১১	২৭-৩২	হিংসা-বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাকে নিষিদ্ধ করা হয়, একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করাকে সকল মানুষ হত্যার সমান ঘোষণা করা হয় এবং সন্ত্রাসকে নিষিদ্ধ করা হয়।
১২	৩৩-৩৪	রাষ্ট্রদ্রোহ ও দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও বিদ্রোহের শাস্তির বর্ণনা।
১৩	৩৫-৩৭	তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।
১৪	৩৮-৪০	চুরির শাস্তির উল্লেখ।
১৫	৪১-৪৫	আহলে কিতাবদের দ্বারা আল্লাহর বিধানকে উপহাস করার উল্লেখ।
১৬	৪৬-৪৭	ঈসার শিক্ষা এবং ইঞ্জিলের বাণীর ব্যাখ্যা।
১৭	৪৮-৫০	পবিত্র কুরআনের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা।
১৮	৫১-৫৬	ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞার আলোচনা এবং মুরতাদদের উল্লেখ।
১৯	৫৭-৬৩	যারা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করে, তাদের শাস্তির বর্ণনা।
২০	৬৪-৬৬	আল্লাহকে কৃপণ আখ্যা দিয়ে ইহুদিদের গালিগালাজ করা এবং অপব্যয় ও অপচয়ের নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ।
২১	৬৭-৬৯	আল্লাহর নবীর মাহাত্ম্য ও তাঁর অভ্রান্ততার বর্ণনা।
২২	৭০-৭৭	ইহুদি ও খৃষ্টানদের খারাপ কাজের বর্ণনা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো

		ইবাদত করা ক্ষমার অযোগ্য পাপ।
২৩	৭৮-৮১	বানি ইসরাঈলের অবাধ্য চরিত্রের বর্ণনা এবং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের বর্ণনা।
২৪	৮২	ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসীদের সনাক্তকরণের উল্লেখ।

ইউনিট নম্বর ১

ষষ্ঠ পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, আয়াত ১৪৯-১৬২, এখানে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি একজন নবীকেও অস্বীকার করে, তবে সে কাফের। তাই সকল নবীর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। তাঁদের কর্মকাণ্ড খুব স্পষ্ট ছিল। আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আহলে কিতাব, বিশেষ করে বানি ইসরাঈল নবীদের হত্যা করতে দ্বিধা করতো না। এমনকি তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যার দ্বারপ্রান্তে ছিল। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসার উপস্থিতিতে তারা বাছুরের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছিল এবং সাবাতের দিনেও তারা বিপথগামী হয়েছিল, যা তাদের উপাসনার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল। বানি ইস্রায়েল সন্তানরা দাবি করেছিল যে, ঈসা (আঃ) নিহত হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। ঈসাকে আকাশে জীবিত অবস্থায় তোলার সময়, বানি ইসরাইল প্রকৃতপক্ষে তাঁর জায়গায় এমন কাউকে হত্যা করেছিল, যে ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ ছিল। সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হালাল জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং যেগুলো হারাম ছিল, সেগুলোকে তারা হালাল বলে ঘোষণা করেছে।

১ম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- নিপীড়িতরা অত্যাচারীর অন্যায়ের কথা বর্ণনা করতে পারে। (১৪৮-১৪৯)
- কাফেরদের কিছু কাজ এবং তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। (১৫০-১৫১)
- মুমিনের কাজ এবং তার পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। (১৫২)
- নবীদের সাথে বানি ইসরায়েলের আচরণ, তাদের চুক্তিভঙ্গ এবং তাদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। (১৫৩-১৬১)
- বানি ইসরাঈলের মধ্যে যাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তাঁদের কথা বলা হয়েছে। (১৬২)

ইউনিট নম্বর ২

ষষ্ঠ পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, আয়াত ১৬৩-১৭০, নবীদের সংখ্যার পূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়নি এবং অবতীর্ণ কিতাবগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো।

২য় ইউনিটের বিষয়বস্তু

- একই প্রত্যাদেশ সমস্ত রসূলদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এর প্রজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (১৬৩-১৬৬)
- কাফেরদের শাস্তি। (১৬৭-১৭০)

ইউনিট নম্বর ৩

ষষ্ঠ পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, আয়াত ১৭১-১৭৩: এই অংশে অতিরঞ্জন এবং সীমালঙ্ঘনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরে আহলে কিতাবের দশটি দোষ উল্লেখ করা হয়েছে। আর তারপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে পালানো অসম্ভব।

৩য় ইউনিটের বিষয়বস্তু

- আহলে কিতাবকে দ্বীন ও ঈসার মহিমা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। (১৭১-১৭৩)

ইউনিট নম্বর ৪

ষষ্ঠ পারা, সূরা নিসা, সূরা নং ৪, আয়াত ১৭৪-১৭৬: এখানে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে আর পবিত্র কুরআন একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ। তারপরে আসাবা ও কালালাহর বিবরণ দিয়েছে। এখানে উত্তরাধিকারে নারীদের অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে।

৪র্থ ইউনিটের বিষয়বস্তু

- উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান। (১৭৬)

سورة المائدة
সূরা মায়েদা

দস্তরখান	The Table Spread with Food
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মদিনা	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরার উদ্দেশ্য হলো অঙ্গীকার রক্ষা করা।[1]
- গার্হস্থ্য, সামাজিক, আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সন্ত্রাসবাদ দূর করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। আর এটি পরকালে জবাবদিহির ব্যাপারে ভয় পাওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। (৫:৩২)
- সমাজকে সেই পথ/পদ্ধতির দিকে নিয়ে যেতে শেখানো হয়েছে, যা আল্লাহ মনোনীত করেছেন।
- খ্রিস্টানদের বিশ্বাস এবং একেশ্বরবাদের বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
- নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতা, আদেশ-নিষেধ এবং অজ্ঞতা সম্পর্কিত বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা নিসায় বিভিন্ন বিষয়ের বিধান উল্লেখ করার সময় আহলে কিতাবদের সংশয় খণ্ডন করা হয়েছে। নবুওয়াতের বিবৃতির সাথে বানি ইসরাঈলের কর্মচ্যুতি এবং বানি ইসমাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। সূরা মায়েদায় চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- বানি ইসরাঈল তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। হে ঈমানদারগণ, তোমরা لاينال عهدى الظالمين -এর অন্তর্ভূক্ত হয়ো না, বরং তোমাদের উচিত أوفوا بالعقود-এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া।
- ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়ের প্রশ্নের উত্তর সূরা নিসা এবং সূরা মায়েদাতে দেওয়া হয়েছে।

[1] তাফসিরে কুরতুবি: ৪৪৭-৪৪৯।

- সূরা মায়েদাতে খ্রিষ্টধর্মের কথা বলা হয়েছে আর সূরা নিসায় ইহুদিদের বিষয় আরও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৫

ষষ্ঠ পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত ১-৮: চুক্তির কথা উল্লেখ করেছে। তারপরে হালাল ও হারামের বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। যথা- মায়তাহ (মৃত পশু), দাম (রক্ত) এবং শূকরের গোশত খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যা কিছু জবাই করা হয়, তাও হারাম। এসবকিছুর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ভাগ্য-বাণীর তির হারাম করা হয়। আর এ ধরনের সকল অনিষ্ট থেকে দূরে থাকার এবং আল্লাহকে ভয় করার প্রতি জোর দেওয়া হয়। অযু ও গোসলের বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের নারীদের সাথে বিয়ের বিষয় ও নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। আর এসব নারী যেন ‘মুহসানাত’ হয়, এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

৫ম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- চুক্তিগুলো পূরণ করা উচিত। নিষিদ্ধ এবং অনুমোদিত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। (১-৫)
- একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওযু ও গোসল করা ওয়াজিব। আর পানি না থাকলে তায়াম্মুম করতে হবে। (৬)
- বিশ্বাসীদের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিচার ও সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে আদেশ করা হয়েছে। (৭-১১)

ইউনিট নম্বর ৬

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৯ থেকে ১০ নং আয়াতে চুক্তির উপর আমল করার সুবিধা-অসুবিধা এবং অঙ্গীকার পূরণকারীর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে।

৬ষ্ঠ ইউনিটের বিষয়বস্তু

- বিশ্বাসীদের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিচার ও সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে আদেশ করা হয়েছে। (৭-১১)

ইউনিট নম্বর ৭

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ১১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তোমাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তোমরা তা স্মরণ করো। তোমরা একটি

জাতিকে পাহাড়ে যেতে বাধা দিয়েছিলে, তা স্মরণ করো। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করো। মুমিনগণ সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন।

৭ম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- বিশ্বাসীদের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিচার ও সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে আদেশ করা হয়েছে। (৭-১১)

ইউনিট নম্বর ৮

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ১২ থেকে ১৬নং পর্যন্ত আয়াতে বলা হচ্ছে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তির উল্লেখ রয়েছে আর তারপরে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার উল্লেখ রয়েছে যে, তারা কীভাবে মানুষের কাছ থেকে সত্য গোপন করে। তারা তা গোপন রাখত এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ তৈরি করত আর আল্লাহর সত্তাকে অপবাদ দিত। তারা আল্লাহর কিতাবের যে অংশগুলো নিজেদের বিরুদ্ধে পেত, তা গোপন করত। এই সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। সবার সামনে সেগুলো প্রকাশ করা হয়েছে।

৮ম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- আহলে কিতাবের কিছু শর্ত এবং তাদের চুক্তির অপূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। (১২-১৪)
- আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজাতিকে হেদায়েতের পথ দেখায়। (১৫-১৬)

ইউনিট নম্বর ৯

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ১৭ থেকে ১৯নং পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টানরা মহাভ্রান্তি, শিরক ও অবিশ্বাসের মধ্যে পড়েছিল। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা করে। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি প্রকাশ্য শিরক ও কুফর। অতঃপর আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শেষ নবী ও রসূল বলে ঘোষণা করা হয় এবং বলা হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোনো নবী ও রসূল আসবেন না।

৯ম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- আহলে কিতাবের কিছু আপত্তি আর সেগুলোর খণ্ডন। (১৭-১৯)

ইউনিট নম্বর ১০

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ২০ থেকে ২৬নং পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা হল এক মূর্খ ও উদ্ধত জাতি, যারা মুসাকে যুদ্ধের ব্যাপারে বলেছিল যে, যদি তুমি যুদ্ধ করতে চাও তাহলে তুমি আর তোমার পালনকর্তা গিয়ে যুদ্ধ করো। আমাদের কেন বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছ? তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিল।

১০ম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- নবী মুসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি। (২০-২৬)

ইউনিট নম্বর ১১

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ২৭ থেকে ৩২নং পর্যন্ত আয়াতে হিংসা, নিষ্ঠুরতা এবং শত্রুতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তারপরে, অন্যায় হত্যা ও সন্ত্রাসকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই যদি কেউ একজন নির্দোষ প্রাণকে হত্যা করে; সে যেন সমগ্র আদম প্রজন্মকে হত্যা করবে।

১১তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- হাবিল ও কাবিলের ঘটনা এবং প্রথম হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (২৭-৩১)
- হত্যা এবং দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। (৩২-৩৪)

ইউনিট নম্বর ১২

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ১৭ থেকে ১৯নং পর্যন্ত আয়াতে রাষ্ট্রদ্রোহ ও দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও বিদ্রোহের শাস্তির বিধান ও সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে।

১২তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- হত্যা এবং দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। (৩২-৩৪)

ইউনিট নম্বর ১৩

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৩৫ থেকে ৩৭নং পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়। কিছু লোক ওয়াসিলা শব্দের অপব্যাখ্যা করে নিরপরাধ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে আর নিরপরাধ লোকেরা কোনো গবেষণা ছাড়াই একে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে। অন্যদিকে আরবিতে ওয়াসিলা শব্দটি ইমান ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১৩তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- আল্লাহর নৈকট্য লাভের ফজিলত সৎ আমলের মাধ্যমে (৩৫)
- কেয়ামতের দিন কাফেরদের আযাব (৩৬-৩৭)

ইউনিট নম্বর ১৪

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৩৮ থেকে ৪০নং পর্যন্ত আয়াতে চুরির শাস্তি এবং তার উপর হাদ প্রতিষ্ঠার ইসলামি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

১৪তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- চুরি এবং এর শাস্তি। (৩৮-৪০)

ইউনিট নম্বর ১৫

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৪১ থেকে ৪৫নং পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর আদেশ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

১৫তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- কাফের, মুনাফিক ও ইহুদিদের উপর যে শাস্তি আসবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। (৪১-৪৩)
- তাওরাত, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআন হলো ঐশীগ্রন্থ। সেগুলো একে অপরকে সত্যায়ন করে আর পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থকে রহিত করে। যে-কোনো মতামত এবং সিদ্ধান্ত অবশ্যই কুরআনে প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে কার্যকর করতে হবে। (৪৪-৫০)

ইউনিট নম্বর ১৬

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৪৬ থেকে ৪৭নং পর্যন্ত আয়াতে ঈসার শিক্ষা ও ইঞ্জিলের বাণী উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- তাওরাত, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআন হলো ঐশীগ্রন্থ। সেগুলো একে অপরকে সত্যায়ন করে আর পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থকে রহিত করে। যে-কোনো মতামত এবং সিদ্ধান্ত অবশ্যই কুরআনে প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে কার্যকর করতে হবে। (৪৪-৫০)

ইউনিট নম্বর ১৭

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৪৮ থেকে ৫০নং পর্যন্ত আয়াতে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

১৭তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- তাওরাত, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআন হলো ঐশীগ্রন্থ। সেগুলো একে অপরকে সত্যায়ন করে আর পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থকে রহিত করে। যে-কোনো মতামত এবং সিদ্ধান্ত অবশ্যই কুরআনে প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে কার্যকর করতে হবে। (৪৪-৫০)

ইউনিট নম্বর ১৮

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৫১ থেকে ৫৬নং পর্যন্ত আয়াতে ইহুদি-খ্রিস্টান বা অন্য যে-কোনো ইসলামশত্রু দলের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ইসলামের আধিপত্য ও ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। ধর্মত্যাগীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা আর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৫১-৫৮)

ইউনিট নম্বর ১৯

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৫৭ থেকে ৬৩নং পর্যন্ত আয়াতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট গোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে, যারা ইসলামকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। এখানে জোরালো ভাষায় বলা হয়েছে যে, যারা ইসলামকে সম্মান করে এবং ভালবাসে, তারা আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে। যারা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করে, এখানে তাদের শাস্তির কথাও বলা হয়েছে।

১৯তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- আহলে কিতাবের বদ-অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ইহুদিদের মুমিন ও মহাপ্রতিপালকের সাথে আচরণের কথা বলা হয়েছে। (৫৯-৭১)

ইউনিট নম্বর ২০

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৬৪ থেকে ৬৬নং পর্যন্ত আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কীভাবে ইহুদিরা আল্লাহকে গালাগালি করতো আর বলতো যে, আল্লাহর হাত বাঁধা। আল্লাহ কৃপণ। এখানে কৃপণতা ও অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এর কুফল বর্ণনা করা হয়েছে।

২০তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- আহলে কিতাবের বদ-অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ইহুদিদের মুমিন ও মহাপ্রতিপালকের সাথে আচরণের কথা বলা হয়েছে। (৫৯-৭১)

ইউনিট নম্বর ২১

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৬৭ থেকে ৬৯নং পর্যন্ত আয়াতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হক পূরণ করেছেন এবং আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই তাওহীদ ও নবীর আনুগত্যের পর তাঁর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনুগত্যই দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আনুগত্য সবার উপর ফরয।

২১তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- আহলে কিতাবের বদ-অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ইহুদিদের মুমিন ও মহাপ্রতিপালকের সাথে আচরণের কথা বলা হয়েছে। (৫৯-৭১)

ইউনিট নম্বর ২২

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৭০ থেকে ৭৭নং পর্যন্ত আয়াতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আর বিশেষ করে বানি ইসরাঈলদের খারাপ কাজের বর্ণনা রয়েছে আর তাদের নিন্দা করা হয়েছে। এটা বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)ও বলতেন যে, উপাস্য শুধু একজন। একমাত্র তাঁরই উপাসনা করো এবং শিরক বর্জন করো। কিন্তু খ্রিস্টানরা ঈসাকে প্রভু বলে মনে করেছিল এবং তাসলীসের মতবাদ উদ্ভাবন করেছিল। অথচ আল্লাহ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ঈসা এবং তাঁর মা মরিয়ম মানুষ। তাঁরা খেতেন এবং তাঁদের খাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাদের পানীয় ও অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন ছিল, অথচ আল্লাহর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। (আল-হাইয়াউ আল-কাইয়ুম)

২২তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- খ্রিস্টানরা আল্লাহর সাথে শির্‌ক করে। (৭২-৭৬)

ইউনিট নম্বর ২৩

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৭৮ থেকে ৮১নং পর্যন্ত আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কীভাবে নবীরা বানি ইসরাঈলকে অভিসম্পাত করেছেন আর বানি ইসরাঈলের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের আল্লাহ নেতা বানিয়েছেন।

২৩তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

• আহলে কিতাবদেরকে ধর্মে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যারা কুফ্‌র করেছে, তাদের অভিশপ্ত করা হয়েছে। (৭৭-৮১)

ইউনিট নম্বর ২৪

ষষ্ঠ পারা, সূরা নং ৫, সূরা মায়িদা, ৮২ থেকে ৮৬নং পর্যন্ত আয়াতে মুমিনদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে নিকৃষ্ট কারা। মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া যায়, তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু বিশ্বাসী আছে, যারা মুসলিম ও ইসলাম পছন্দ করে।

২৪তম ইউনিটের বিষয়বস্তু

- ইহুদি ও মুশরিকরা আক্রমনাত্মক শত্রু আর কিছু খ্রিস্টান প্রকৃত বিশ্বাসী এবং তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী। (৮২-৮৬)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

وإذا سمعوا

৭

সপ্তম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

সপ্তম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ওয়া-ইযা সামিঊ / وإذا سمعوا

উলামায়ে কিরাম সপ্তম পারাকে ২৭টি ইউনিটে ভাগ করেছেন। এই পারায় দুটি সূরা রয়েছে। সূরা মায়েদার বাকি অংশ আর সূরা আনআম। সূরা মায়েদায় বানি ইসরাইল, ইহুদি ও খ্রিস্টান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আর সূরা আনআমে কুরাইশের কাফের, মক্কার মুশরিকদের নিয়ে আলোচনা করা হবে। সপ্তম পাপার ২৭টি ইউনিট নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ৭ম পারা "ওয়াইযা সামিঊ"-এর আয়াত ও বিষয়বস্তু

ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
১	৮৩-৮৮	খ্রিস্টানদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের অন্তরে ইসলাম ও ঈমানের আলো জ্বালিয়েছিলেন, তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এও উল্লেখ আছে যে, ইসলামে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ।
২	৮৯	অজান্তে গৃহীত শপথ এবং এর কাফফারার বিধিনিয়ম।
৩	৯০-৯৬	৫টি হারাম জিনিসের উল্লেখ: মদ, জুয়া, পাখি বা তির ইত্যাদির মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ, মূর্তিপূজা এবং ইহরাম অবস্থায় স্থলজ প্রাণী শিকার করা।
৪	৯৭-১০০	আল্লাহর নেয়ামতের উল্লেখ এবং হালাল রিযিকের ফজিলত ও নেয়ামতের বর্ণনা আর হারাম রিযিকের অপকারিতার বর্ণনা।
৫	১০১-১০৫	অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন প্রশ্ন করতে বারণ করা হয়েছে, যেমনটি বানি ইসরাঈল করত। আত্মার পরিশুদ্ধির গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে।
৬	১০৬-১০৮	সাক্ষীর শর্তাবলির বিবৃতি এবং এর ইসলামি বিধান।
৭	১০৯-১১১	বিচারদিবসে নবীদের তাঁদের জাতির অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন, আর ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।
৮	১১২-১১৫	বানি ইসরাঈলের অকৃতজ্ঞতার উল্লেখ এবং তাদের উপর আল্লাহর শাস্তির বিবরণ।
৯	১১৬-১১৮	বিচারদিবসে খ্রিস্টানদের দুরাবস্থার উল্লেখ।
১০	১১৯-১২০	সূরা মায়েদার সমাপ্তি, তাওহীদপন্থীদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কারের

		উল্লেখ এবং খ্রিস্টানরা যে শিরক করেছিল, তার জবাব।
সূরা আনআম		
১১	১-৩	সূরা আনআমের প্রথম ৩টে আয়াত ভূমিকাস্বরূপ রয়েছে আর আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে। মানুষকে তাদের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে ধূলিকণা এবং এক ফোটা পানি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন।
১২	৪-১১	উল্লেখ আছে যে, কাফের ও মুশরিকদের অবাধ্যতার জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে আর আল্লাহর নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একটি বিশাল অনুকম্পা।
১৩	১২-২০	সমস্ত জগতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
১৪	২১-৩২	হাশরের দিন কাফের ও মুশরিকদের কথা বলা হবে, সেদিন কাফের-মুশরিকরা হাহাকার করবে, কিন্তু ফয়সালা হয়ে যাবে আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।
১৫	৩৩-৩৫	আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।
১৬	৩৬-৪১	তারাই সত্যকে মেনে নেয়, যারা শোনার ক্ষমতা রাখে।
১৭	৪২-৪৭	সফল আর ব্যর্থ ব্যক্তিদের লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে।
১৮	৪৮-৫৮	নবীদেরকে দূত ও আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণবাদ থেকে দূরে থাকতে শেখানো হয়েছে।
১৯	৫৯-৬৭	মাফাতিহ আল-গাইব: অদৃশ্যের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ রাখেন। বলা হয়েছে যে, ঘুম মৃত্যুর মতো। আর অকৃতজ্ঞ হতে বারণ করা হয়েছে।
২০	৬৮-৭০	যারা মিথ্যা ব্যাখ্যা করে আর যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাদের সাথে মিশতে নিষেধ করা হয়েছে।
২১	৭১-৭৩	ইসলাম ছাড়া অন্য সব পথই জাহান্নামের পথ।
২২	৭৪-৯০	ইব্রাহিমের কাহিনী, তাওহিদের দাওয়াত থেকে মুশরিকদের পলায়নের উল্লেখ আর ইব্রাহিমকে খলিলুর রহমান বলার উল্লেখ।
২৩	৯১-৯৪	যারা ওহী অস্বীকার করে, তারা মাগজুব আর তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

২৪	৯৫-৯৯	নিশ্বে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন দেখানো হয়েছে আর শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে।
২৫	১০০-১০৫	মুশরিকদের আপত্তির উত্তর, ইসলামের প্রতি হেদায়েত এবং শয়তানের ছলচাতুরি থেকে নিরাপদ থাকার পথ নির্দেশিত হয়েছে কুরআন ও হাদিসে।
২৬	১০৬-১০৮	ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর অন্যদের দেবতাদের অপমান ও গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।
২৭	১০৯-১১১	কাফির-মুশরিকদের অলৌকিক ঘটনা দেখানোর নির্দেশ আর তাদের প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ।

ইউনিট: ১

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ৮৩ থেকে ৮৮: সেই সমস্ত খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যারা ইসলামের প্রতি কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশিও ছিলেন, যাঁকে মুখাযরাম বলা হতো। সন্ন্যাস নিষিদ্ধকরণ এবং এর সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- ইহুদি ও মুশরিকরা অত্যন্ত আক্রমনাত্মক শত্রু আর কিছু খ্রিস্টান প্রকৃত বিশ্বাসী এবং তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী। (৮২-৮৬)
- আল্লাহ্‌র হালাল করা খাবারগুলো পবিত্র আর সেগুলোই খাওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেগুলোকে হারাম বলা উচিত নয়। (৮৭-৮৮)

ইউনিট: ২

সূরা মায়েদার ৮৯ নম্বর আয়াতে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত শপথ, অকার্যকর ও অনর্থ শপথ এবং সেগুলোর কাফফারা দেওয়ার বিধান ও বিশয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্যার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা বাকারার ২২৫নং আয়াতে এবং অন্যান্য ফিকহের বইতে বর্ণিত হবে।

বিষয়বস্তু

- শপথের হুকুম এবং তা ভঙ্গের কাফফারা। (৮৯)

ইউনিট: ৩

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ৯০ থেকে ৯৬, এখানে পাঁচটি নিষিদ্ধ জিনিসের কথা বলা হয়েছে: ১) "আল-খামর" (মদ), ২) "আল-মায়সির" (জুয়া), ৩) “আল-আনসাব” (মূর্তিপূজা), ৪) "আল-আজলাম" (অশুভ লক্ষণ) ও ৫) ইহরাম অবস্থায় স্থলের পশু শিকার করা।

বিষয়বস্তু

• মদ, জুয়া, আনসাব (মূর্তিপূজা), আজলাম (লটারির তির) নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাওবার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। (৯০-৯৩)

• ইহরাম অবস্থায় শিকারের হুকুম এবং পবিত্র মাসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। (৯৪-১০০)

ইউনিট: ৪

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ৯৭ থেকে ১০০: এখানে আল্লাহর নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে আর এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কা’বাকে রিজিকের উৎস বানিয়েছেন। বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে মানুষ মক্কায় আসেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে বাণিজ্য করে জীবিকা অর্জন করেন। আর ইন-শা-আল্লাহ, এই প্রক্রিয়া শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত চলবে। যখন কাবা ভেঙে ফেলা হবে, তখন সেখানে জীবিকার পথও বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে হালাল রিজিক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, হালাল রিজিক অল্প পরিমাণে হলেও, তা আল্লাহ তায়ালার বরকত আর হারাম রিজিক প্রচুর পরিমাণে হলেও, তা থেকে বরকত দূর হয়ে যায়। যে রিযিক আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, তাতে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন।

বিষয়বস্তু

• ইহরাম অবস্থায় শিকারের বিধান আর পবিত্র মাসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। (৯৪-১০০)

ইউনিট: ৫

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ১০১ থেকে ১০৫: এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানি ইসরাঈল বেশিরভাগই ভিত্তিহীন ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল। এই কারণেই প্রশ্ন করার এই অভ্যাসটি নিষিদ্ধ করা হয়। তারপরেই আত্মশুদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। (তাজকিয়া নসফ ও ইসলাহে নাফ্স - আত্মশুদ্ধি)

বিষয়বস্তু

- বেশিবেশি প্রশ্ন করতে বারণ করা হয়েছে আর জাহেলিয়াতের দিনের পথভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুমিনদেরকে এর দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। (১০১-১০৫)

ইউনিট: ৬

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ১০৬ থেকে ১০৮: শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের শর্তের ইসলামি বিধান আলোচনা করা হয়েছ।

বিষয়বস্তু

- মৃত্যুর সময় উইল/অসিয়তের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (১০৬-১০৮)

ইউনিট: ৭

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ১০৯ থেকে ১১১-এ বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সকল রসুলকে একত্রিত করা হবে এবং তাদেরকে তাদের উম্মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তারা তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করেছিল কিনা? নবীগণ জবাবে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা দৃশ্যমান এবং গোপন সমস্ত বিষয় জানেন। তারপরে এই ইউনিটে ঈসার অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- কেয়ামতের দিন রসূলগণকে জিজ্ঞাসা করা হবে: "তাদের সম্প্রদায় তাদের কী জবাব দিয়েছিল?" (১০৯)
- মারিয়াম (আঃ)-এর পুত্র ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক ঘটনা এবং জান্নাত থেকে আসা দস্তারখান (খাদ্যসহ)। (১১০-১১৫)

ইউনিট: ৮

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ১১২ থেকে ১১৫ -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানি ইসরাঈলকে দস্তারখান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আল্লাহ তাদের উপর দস্তারখান নাযিল করেন। তিনি অন্যান্য নিয়ামত তাদের দান করেছিলেন। কিন্তু বানি ইসরাঈল অকৃতজ্ঞ ছিল আর মহান আল্লাহ তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাযিল করেন আর বানি ইসরাইল ধ্বংস হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু

- মারিয়াম (আঃ)-এর পুত্র ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক ঘটনা এবং জান্নাত থেকে আসা দস্তারখান (খাদ্যসহ)। (১১০-১১৫)

ইউনিট: ৯

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ১১৬ থেকে ১১৮ -এর মূল বিষয় হলো, কিয়ামতের দিন খ্রিস্টানদের সমস্ত সম্প্রদায় এইভেবে চিন্তিত, অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে যে, তারা ঈসা (আঃ- কে উপাস্য বানিয়ে ফেলেছিল। অনেকেই তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলতো। আবার অনেকেই এই ভেবে লজ্জিত হবে যে, তারা মারিয়ামকে আল্লাহর অংশ বলে মনে করতো।

বিষয়বস্তু

• মারিয়াম (আঃ)-এর পুত্র ঈসা (আঃ) আর মহান আল্লাহর মধ্যে সংলাপ বা কথোপকথন। (১১৬-১১৮)

ইউনিট: ১০

সপ্তম পারা, সূরা মায়েদা, সূরা নং ৫, আয়াত নং ১১৯ থেকে ১২০-এ বলা হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের শিরক ও কুফরির প্রতিদান কেয়ামতের দিন দেওয়া হবে। সত্যবাদী ও মুমিনগণ সুখী ও নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে আর এদিন তাদের উপর চারদিক থেকে বরকত বর্ষিত হবে। সেদিন আল্লাহ তাওহিদপন্থীদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহর অনুমোদনকে বলা হবে তাওহিদের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। তাই ঈসা (আঃ) কেয়ামতের দিন তাঁর কথার প্রতিফল পাবেন। সর্বশেষে তাওহিদবাদীদের সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এর সাথে সূরা মায়েদার সমাপ্তি ঘটে।

বিষয়বস্তু

- কেয়ামতের দিন সত্যবাদীদের জন্য পুরস্কার এবং আল্লাহর ক্ষমতার কিছু প্রমাণ। (১১৯-১২০)

سورة الأنعام

সূরা আনআম

চতুষ্পদ জন্তু	The Cattle
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরাটির উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাস ও লেনদেনে বিশুদ্ধ তাওহিদ অনুশীলন করা।[1]
- যদি উম্মাহ তাদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে উন্নতি করতে চায়, তাহলে শুদ্ধিকরণ ও প্রশিক্ষণ আবশ্যক।[2]
- মিথ্যা ও সত্যকে শক্তিশালী প্রমাণের আলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- এই সূরাটি তাওহিদ, নবুওয়াত এবং পরকাল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত।[3]
- এই সূরা তাওহিদ ও নবুওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি ও অভিযোগের জবাব দেয়।[4]
- ভাষাশৈলী (পর্যাপ্ত এবং শক্তিশালী প্রমাণ প্রদান, আপত্তির জবাব দেওয়া এবং সন্দেহ দূর করা) এই সূরায় গৃহীত হয়েছে।[5]
- এই সূরায় এমন শৈলী গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আশা দেওয়া হয়েছে আর হুমকিও দেওয়া হয়েছে।
- হুমকি, বোঝাপড়া বা অধোগামী যন্ত্রণার পর্যায় দিয়ে হিজরত করতে বলা।

---

[1] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: কিতাবুত তাওহীদ আল্লাযি হুওয়া হাক্কুল্লাহি আলা'ল আ'বীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব, কিতাবুত তাওহীদ- শায়খ সালিহ ফাওযান।

[2] প্রণিধান করুন: আ;-তাওফিয়াতু ওয়াল-তারবিয়াতু- শায়খ আলবানি।

[3] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: শারহু উসূলিল ঈমান- ইবনে উসাইমিন।

[4] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: আল-ইরশাদ ইলা সাহিহিল ই'তিক্বাদ ওয়ার-রদ্দি আ'লা আহলিশ শিরকি ওয়াল ঈনাদ- স্বালিহ ফাওযান।

[5] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: কাশফুশ শুবহাত ফিত-তাওহীদ- মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব।

- এই সূরায় বিশেষ করে কুরাইশদের এবং সমগ্র বিশ্বের লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মূর্তিপূজা, যুক্তিবাদ, কুসংস্কার, পিতৃতন্ত্র বা অবহেলার শিকার ছিল আর তাদের স্রষ্টা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।
    - আপনি যদি আরবদের অজ্ঞতা, তাদের আকিদা ও লেনদেনে, সমাজকল্যাণ, আদর্শ, হাস্যকর সমাজব্যবস্থা জানতে চান, তাহলে সূরা আনআম পড়তে হবে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- ➢ প্রথম চারটি সূরায় আহলে কিতাবদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। সূরা আনআমে যুক্তি ও হুমকির পরিপূর্ণতা হিসেবে কুরাইশদের কাফেরদের ইসলামের দিকে আহবান করা হয়েছে।
- ➢ কুরাইশের কাফেররা এই ব্যাপারে খুব গর্বিত ছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষরা ইব্রাহিম জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই সূরা আনআমে বলা হয়েছে যে, ইব্রাহিম (আঃ)-এর আসল ধর্ম ইসলাম আর তারা যে ব্যবস্থা ও নীতির অনুসারী ছিল, সেগুলো ছিল তাদের নিজেদের প্রণিত। তাই এসব নীতি ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করুন।
- ➢ কাফেরদের আপত্তির বিভিন্ন উত্তর দ্বারা সম্পূর্ণ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন যুক্তি-তর্ক শেষ হওয়ার পরও বিশ্বাস না করলে অবাধ্যতার পরিণতি সূরা আরাফে সুস্পষ্টভাবে এবং ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র ও কাহিনীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট: ১১

সূরা আনআম হলো মুসহাফের প্রথম মাক্কী সূরা। এখন পর্যন্ত মাদানি সূরাগুলোর একটি সিরিজ চলছিল। মাক্কী সূরাগুলো এখান থেকে শুরু হচ্ছে। সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৭, আয়াত নং ১ থেকে ৩: প্রকৃতপক্ষে, এটি ভূমিকার মতো। এখানে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা আর তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আর মিথ্যাকে আল্লাহ তাআলার অন্ধকার বলা হয়েছে এবং সত্যকে বলা হয়েছে আলো। আর মানুষকে তার সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে মাটি ও বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তোমরা [মানুষ] তোমাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো। আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। আমল লেখা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন তার হিসাব হবে। তাই সূরা আনআমের প্রথম আয়াতেও মানুষকে সংযত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- আল্লাহর ক্ষমতা এবং তাঁর একত্ববাদের কিছু প্রমাণ। (১-৩)

ইউনিট: ১২

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৪ থেকে ৬: এই আয়াতগুলোতে কাফের-মুশরিকদের অবাধ্যতা সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদের কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তারা এই বিষয়টির প্রতি সামান্যতম মনোযোগ দেয়নি। আর তারা তাদের পূর্বের পথেই রয়ে গেল। ফলে তাদের উপর শাস্তি নাযিল হলো। নবীগণ এবং যাঁরা তাঁদের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা এই শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এরপরে, আল্লাহ তাআলা আমাদের আরও একটি মহা নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, যিনি আসলে মানবতার বেঁচে থাকার জন্য একটি বিশাল অনুকম্পা।

বিষয়বস্তু

- মিথ্যার পক্ষে মুশরিকদের যুক্তি আর তাদের পরিণতি। (৪-১১)

ইউনিট: ১৩

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ১২ থেকে ২০: এই আয়াতগুলোতে প্রমাণসহ বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত জগতের একমাত্র মালিক আর যে-কেউ পবিত্র কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে জাহান্নামে যাবে।

১। বিচারদিবসে মুশরিকদের পরিণতি।

২। কাফেররা সব বৃথা চিৎকার করে।

বিষয়বস্তু

- আল্লাহ তাআলা একত্বের কিছু প্রমাণ আর পুনরুত্থানের দিন। (১২-১৮)
- আল্লাহর সাক্ষ্য তাঁর রসূলের নবুওয়াতের জন্য আর আল্লাহর একত্বের পক্ষে রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষ্যপ্রদান। (১৯)

ইউনিট: ১৪

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ২১ থেকে ৩২: এই আয়াতগুলোতে কাফের ও মুশরিকদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারা যে-সকল মিথ্যা উপাস্যের ইবাদত করে, কেয়ামতের দিন তারা তাদের দায়মুক্তি ঘোষণা করবে। কিন্তু সেদিন তাদের অনুতাপ কোনো কাজে আসবে না। আর তারা আল্লাহর কাছে আর একটি সুযোগ প্রার্থনা করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত যে, তারা কখনোই সোজা পথে চলবে না।

বিষয়বস্তু

• আহলে কিতাবরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে চিনতে পেরেছিল আর নবীকে অস্বীকার করেছিল। (২০-২৬)

- বিচারদিবস সম্পর্কে মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর। (২৭-৩২)

ইউনিট: ১৫

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৩৩ থেকে ৩৫: এখানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে আর তাঁকে কাফের ও মুশরিকদেরকে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে আর মুশরিকদের অপমান উল্লেখ করা হয়েছে। (৩৩-৩৬)

ইউনিট: ১৬

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৩৬ থেকে ৪১: এখানে বলা হয়েছে যে, যারা শোনে, তারাই গ্রহণ করে। এখানে বলা হচ্ছে যে, কুরাইশের কাফের ও মক্কার মুশরিকরা আপাতদৃষ্টিতে শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু কেউ যদি সহানুভূতির সাথে না শোনে, তাহলে সে তা মেনে নেবে না। কুরাইশের কাফের এবং মক্কার মুশরিকদের বেলায় ঠিক এমনটিই হয়েছিল। তারা সহানুভূতির সাথে শুনছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রবণশক্তি নষ্ট করে দেন, অর্থাৎ তারা সবকিছু শুনতে পায়, কিন্তু যখন আল্লাহর বাণী পাঠ করা হয় বা ধর্মের বিষয়টি বলা হয় তখন তারা বধীর হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু

- আল্লাহর পরম ক্ষমতা এবং তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে। (৩৭-৩৯)
- সমৃদ্ধি ও কষ্ট আর কীভাবে তারা মুশরিকদের উপর প্রভাব ফেলে, তা বলা হয়েছে। (৪০-৫৪)

ইউনিট: ১৭

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৪২ থেকে ৪৭: এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, প্রাচুর্যের কারণে হৃদয় কঠিন হয়ে যায় আর এরপরে সফল ও অসফল ব্যক্তিদের নিদর্শন দেখানো হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতার কিছু নিদর্শন। (৪১-৪৭)

ইউনিট: ১৮

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৪৮ থেকে ৫৮: এখানে বলা হচ্ছে যে, সমস্ত নবীকে দুটি প্রধান কাজ দেওয়া হয়েছিল। একটি হলো, সুসংবাদ দেওয়া আর অন্যটি হলো, আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা। মুসলমানদেরকে জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ ও বংশবিদ্বেষ ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকতে শেখানো হয়। এরপর ভালো-মন্দ কাজগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

বিষয়বস্তু

- রসূলের দায়িত্ব তুলে ধরা হয়েছে আর মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, বিশ্বাসী (মু'মিন) ও অবিশ্বাসী (কাফির)। (৪৮-৪৯)
- নবীর মানবতা এবং তাঁর দায়িত্ব বিবৃত হয়েছে। (৫০-৫৮)

ইউনিট: ১৯

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৫৯ থেকে ৬৭: এখানে বলা হয়েছে যে, অদৃশ্যের চাবিকাঠি কেবল মহান আল্লাহর কাছে, সৃষ্টির কেউই সেই জ্ঞান রাখে না। আরও বলা হয়েছে যে, ঘুম আসলে মৃত্যুর মতো। অর্থাৎ ঘুম হলো মৃত্যুর একটি ক্ষুদ্ররূপ। তারপরে বিস্মৃতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা মিথ্যা বলে আর ভুল ব্যাখ্যা দেয়, তাদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- সামগ্রিক এবং আংশিক বিষয়ে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং ক্ষমতার পরিপূর্ণতা উল্লেখ করা হয়েছে। (৫৯-৬৭)

ইউনিট: ২০

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৬৮ থেকে ৭০: এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, যারা মিথ্যা ব্যাখ্যা করে বা ইসলামকে নিয়ে উপহাস করে আর চুগলখোরি করে, তাদেরকে এড়িয়ে চলার এবং তাদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- যারা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং পবিত্র কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাদের বৈঠকে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। (৬৮-৭০)

ইউনিট: ২১

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৭১ থেকে ৭৩: এখানে বলা হচ্ছে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য সব পথই জাহান্নামের পথ। শির্‌ক, কুফর, অজ্ঞতা, বিদআত, এসবই অনৈসলামিক। ইসলাম তাই এসব পথ পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছে।

বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে আর তাদের কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। (৭১-৭৩)

ইউনিট: ২২

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৭৪ থেকে ৯০: এই আয়াতগুলোতে ইব্রাহিমের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ইব্রাহিম ও আজারের মধ্যে যে কথোপকথন ও বিতর্ক হয়েছিল তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তারপরে মুশরিকদের কথা বলা হচ্ছে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ইব্রাহিমের দেওয়া পথ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। যার পরে আল্লাহ ইব্রাহিমকে সুসংবাদ দেন এবং কুরআন তাঁকে খলিল-উর-রহমান বলে।

বিষয়বস্তু

- ইব্রাহিমের তাঁর পিতা এবং তাঁর লোকদের সাথে কথোপকথন এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর একত্বকে প্রমাণ করেছিলেন। (৭৪-৮৩)
- নবীদের জন্য আল্লাহর হেদায়েত। তিনি তাদের মনোনীত করেছেন। তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৮৪-৯০)

ইউনিট: ২৩

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৯১ থেকে ৯৪: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা ওহিকে অস্বীকার করেছে, তাদের মাগযূব বলা হয়েছে। বানি ইসরাঈলকে আর যারা অহিকে অস্বীকার করে, তাদেরও মাগজুব বলে। যারা কুরআন ও হাদিসকে অস্বীকার করবে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে আর যারা হাদিস অস্বীকার করবে তাদের জন্যও কঠোর শাস্তি আছে। কারণ হাদিসটিও গাইর মাতলু অহি।

বিষয়বস্তু

- ইহুদিদের তিরস্কার, যারা মানবজাতির কাছে নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করেছিল। (৯১-৯২)
- যারা পুনরুত্থানের দিনকে অস্বীকার করে, তাদের শাস্তি। (৯৩-৯৪)

ইউনিট: ২৪

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ৯৫ থেকে ৯৯: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ক্ষমতার প্রমাণ ও নিদর্শন এবং তাঁর প্রভুত্বের নিদর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে।

- ❖ শয়তানের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা।
- ❖ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এবাদতের যোগ্য, তাঁর কোনো শরিক নেই।
- ❖ আমাদের চোখ আল্লাহ্‌র নেয়ামত।
- ❖ হেদায়ত ও নিরাময় কুরআন ও হাদিসে আছে।

বিষয়বস্তু

- বান্দাদের উপর আল্লাহর নেয়ামত আর তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ। (৯৫-৯৯)

ইউনিট: ২৫

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ১০০ থেকে ১০৫: মুশরিকদের সমস্ত আপত্তি ও অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং সঠিক বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, শয়তান মানুষকে বিভ্রান্তি ও প্রতারণার দিকে নিয়ে যায়। এও বলা হয়েছে যে, হেদায়েত ও নিরাময়ের একমাত্র উৎস হলো কুরআন ও হাদিস।

বিষয়বস্তু

- মুশরিকরা, যারা আল্লাহকে সন্তান ও স্ত্রী আছে বলে অভিযুক্ত করতো, তাদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। (১০০-১০৩)

ইউনিট: ২৬

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ১০৬ থেকে ১০৮: এখানে বলা হয়েছে যে, যা অহির মাধ্যমে নাযিল হয়েছে, তার অনুসরণ করতে হবে।

অন্যদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে, তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আর অন্যের দেবতাদের অপমান করতে এবং গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের উপাস্যকে গালাগালি করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, যেন তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ তাআলাকে গালি না দেয়। (১০৮)

ইউনিট: ২৭

সপ্তম পারা, সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত নং ১০৯ থেকে ১১১: এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুশরিকরা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং তাদের অন্তরে সন্দেহ জাগানোর জন্য শপথ করত। তারা বলতো যে, যদি আমাদের অলৌকিক ঘটনা দেখানো হয়, তাহলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। তখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, অলৌকিক ঘটনা তাঁর আয়ত্ত্বে নেই, বরং তা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর হাতে। আর তিনি তা দেখাবেন কিনা, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার।

বিষয়বস্তু

- মুশরিকদেরকে অলৌকিক ঘটনা দেখতে চাওয়ার জন্য সতর্ক ও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। (১০৯-১১৩)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

ولو أننا

৮

অষ্টম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

অষ্টম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অষ্টম পারা: ওয়ালাও আন্নানা / "ولو أنَّنا"

অষ্টম পারা "ولو أنَّنا"-কে আলেমগণ ১৯টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন। আর এই পারাটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশে রয়েছে সূরা আনআম-এর অবশিষ্ট আয়াত এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে সূরা আ'রাফ-এর ৯৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। এই পারার ১৮টি ইউনিটের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী অষ্টম পারা "ولو أنَّنا"- এর আয়াতসমূহ ও বিষয়বস্তু		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আনআ'ম		
১	১১১-১১৪	নবীদের বেশিরভাগ শত্রু শয়তান, যারা সবসময় তাদের কষ্ট দিয়ে এসেছে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।
২	১১৫-১১৭	যারা অনুমান এবং ধারণার ভিত্তিতে কথা বলে, তাদের থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৩	১১৮-১২১	হালাল ও হারাম জবাইয়ের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে এবং পাপ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিকারী কুকুরের বিধি-বিধানও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪	১২২-১২৬	মুমিন এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের শত্রুদের তৈরি করা বাধার কারণ ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। আর এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে সমস্ত হৃদয় আল্লাহর দিকে ঝুঁকে যায়, তাদের জন্য পথ সহজ করে দেওয়া হয়।
৫	১২৭-১৩৫	নেক এবং সৎ লোকদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আর পাপীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।
৬	১৩৬-১৪০	আল্লাহ এবং অন্যদের নামে কৃষিভূমি ও পশু বিভক্ত করার উল্লেখ, সন্তান হত্যার বর্ণনা। আর এই হত্যা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি গুরুতর অপরাধ ও পাপ।
৭	১৪১-১৫০	বিশদভাবে যাকাত সম্পর্কিত বিধি-বিধান এবং হারাম সম্পদের

		ক্ষতির বর্ণনা। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হালাল ও হারামের বিস্তারিত আলোচনা, হালাল ও হারাম পশু এবং তাদের সম্পর্কিত নিয়মাবলী। মুশরিক বা কাফের যদি তাওবা করে এবং সঠিক পথে ফিরে আসে, তবে তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। জবর ও কদরের (নিয়তি ও ইচ্ছাশক্তি) বিষয়ে আলোচনা এবং কাফের ও মুশরিকদের অজ্ঞতা ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা।
৮	১৫১-১৫৩	দশটি আদেশের বিবরণ।
৯	১৫৪-১৫৭	মুসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত নাজিল হওয়ার বিবরণ, এবং কাফের ও মুশরিকদের উদ্দেশে বলা যে, "তোমাদের মধ্য থেকে একজনের উপর কিতাব নাজিল করা হয়েছে। সুতরাং, এখন তোমাদের জন্য এই কিতাব মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।"
১০	১৫৮-১৬৫	কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পর এবং মৃত্যু-সময়ের (গর্গরার) সময় তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিবরণ। একটি ভালো কাজের জন্য দশগুণ পুরস্কার দেওয়া হবে, আর ভুলের শাস্তি হবে সমান। আল্লাহর দৃষ্টিতে মূর্খ সেই ব্যক্তি, যে দ্বীন-ই-হানিফ (ইসলাম) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মিথ্যা উপাস্যের উপর নির্ভর করে। আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর অধিক প্রভাবশালী।
সূরা আ'রাফ		
১১	১-৯	সূরা আ'রাফ শুরু হয়েছে অনুসরণের (ইত্তেবা) গুরুত্ব ও মর্যাদার বর্ণনার মাধ্যমে। এর পর অভিভাবক, পথপ্রদর্শক এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ ও ধ্বংসাবশেষকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আমলের ওজনের (মীযান) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
১২	১০-২৫	আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ এবং আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, ইবলিস (শয়তান) আদমের সন্তানের প্রকাশ্য শত্রু। ইবলিস প্রথমে পাপ করেছিল, তারপর সেই পাপের অজুহাত দেখিয়েছিল। এভাবে তার পাপ দ্বিগুণ হয়ে যায়। এজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাকে অভিশপ্ত ও

		বিতাড়িত করা হয়। এরপর বলা হয়েছে, যারা শয়তানের পথ অনুসরণ করবে, তাদের জাহান্নামের ইন্ধন বানিয়ে দেওয়া হবে। আর এই ইউনিটের শেষে আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ করার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
১৩	২৬-৩০	ইবলিসের চক্রান্ত এবং তার ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্বের সাথে জোর দেওয়া হয়েছে।
১৪	৩১-৩৪	সৌন্দর্য ও অলংকারকে হালাল করা হয়েছে এবং অপচয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর হালাল ও হারামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
১৫	৩৫-৪১	রাসূলদের সাহায্যকারীদের এবং বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, সে সর্বাধিক অন্যায়কারী।
১৬	৪২-৪৫	জান্নাতবাসী এবং জাহান্নামবাসীদের মধ্যে কথোপকথন বর্ণনা করা হয়েছে।
১৭	৪৬-৫৩	আসহাবে আ'রাফ (আ'রাফের অধিবাসী) এর আলোচনা, যারা কুফরের পথে চলেছে তাদের পরিণতি এবং প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। এরপর জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
১৮	৫৪-৫৮	আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগানের আলোচনা, এবং বলা হয়েছে যে, কোনো মানুষ যদি আল্লাহর কাছে দুআ করে, তাহলে তার দুআ গ্রহণ করা হবে। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও কুদরতের নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।
১৯	৫৯-৯৩	হযরত নূহ (আঃ), হযরত সালিহ (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত শুয়াইব (আঃ) এবং তাদের জাতিগুলোর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের উপর নাজিল হওয়া শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১১১ থেকে ১১৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর এই নির্দেশ রয়েছে যে, নবীদের শত্রুদের মধ্যে শয়তানদের সংখ্যা বেশি। এদের মধ্যে জিন-

শয়তানও আছে এবং মানুষ-শয়তানও আছে। এরপর মিথ্যা প্রোপাগান্ডার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআন মাজিদ এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে যে, মিথ্যা প্রোপাগান্ডার সমর্থন করা উচিত নয়, কারণ এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সকল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং এগুলো কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

ইউনিট নং ১-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকরা যখন অলৌকিক চিহ্ন ও নিদর্শন চেয়েছিল, তখন তাদের সতর্ক করা হয় এবং কঠিন শাস্তির কথা জানানো হয়। (১০৯-১১৩)
- আল্লাহর সাক্ষ্য রাসূলদের পক্ষে, এবং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়, তা মানুষের কল্যাণের জন্য। (১১৪-১১৫)

ইউনিট নম্বর ২

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১১৫ থেকে ১১৭ নম্বর আয়াতে কিছু নিয়ম ও নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষ এমন যে, যদি তাদের কথা মেনে নেওয়া হয়, তবে তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। তারা নিরর্থক কথাবার্তা এবং বিভ্রান্তিকর ধারণার অভ্যাস গড়ে তুলবে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে খুব ভালো জানেন এবং তারা যে পথে চলেছে, তাও আল্লাহ ভালোভাবে অবগত।

ইউনিট নং ২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর সাক্ষ্য রাসূল (সা.)-এর পক্ষে, এবং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়, তা মানবজাতির জন্য। (১১৪-১১৫)
- কাফেরদের গুণাবলির বিবরণ আর আল্লাহ তাদের অন্তরের গোপন বিষয়গুলো জানেন। (১১৬-১১৭)।

ইউনিট নম্বর ৩

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১১৮ থেকে ১২১ নম্বর আয়াতে হালাল ও হারাম জবাইয়ের নিয়ম ও নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত পাপ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর শিকারি কুকুর সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- জবাইয়ের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের বিবরণ (আয়াত ১১৮-১২১)।

ইউনিট নম্বর ৪

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১২২ থেকে ১২৬ নম্বর আয়াতে মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামবিরোধীদের সৃষ্ট বাধার কারণ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যাদের প্রতি আল্লাহ করুণা করেন, তাদের জন্য হেদায়েতের পথ সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ, যাদের হৃদয় আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের পথ আল্লাহ সহজ করে দেন এবং তাদের অন্তর খুলে দেন।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- মুমিন ও কাফেরের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ১২২)
- অপরাধীদের চক্রান্ত এবং তাদের শাস্তির বিবরণ। (আয়াত ১২৩-১২৪)
- সঠিক পথপ্রাপ্ত আর পথভ্রষ্টদের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। (আয়াত ১২৫)
- সঠিক পথপ্রাপ্তদের পুরস্কারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। (আয়াত ১২৬-১২৭)

ইউনিট নম্বর ৫

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১২৭ থেকে ১৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, নেক ও সৎকর্মশীল লোকদের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর পাপী ও অপরাধীদের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জিনদের সাহায্য গ্রহণ করে। এমন লোকদের জন্য পরকালে সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের লোকদের থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ও নিরপেক্ষ।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- সৎপথপ্রাপ্ত লোকদের পুরস্কারের বিবরণ। (১২৬-১২৭)
- কিয়ামতের কিছু দৃশ্যের বর্ণনা। (১২৮-১৩২)
- অবাধ্য লোকদের সতর্ক করা হয়েছে। (১৩৩-১৩৫)

ইউনিট নম্বর ৬

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১৩৬ থেকে ১৪০ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, কীভাবে কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ ও অন্যদের নামে চারণভূমি ও পশু ভাগ করে। এটি একটি সম্পূর্ণ শিরক এবং কুরআনে এটি কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। এরপর মানত ও উৎসর্গ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, কিছু লোক তাদের সন্তানদের হত্যা করে। কেউ তা করে দারিদ্র্যের আশঙ্কায়, আবার কেউ তা করে

"সম্মান রক্ষার্থে" (Honor Killing)। অথচ কুরআনে স্পষ্টভাবে সন্তান হত্যা একটি গুরুতর অপরাধ ও পাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের মিথ্যা অভিযোগ এবং তার জবাব। (১৩৬-১৪০)

ইউনিট নম্বর ৭

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১৪১ থেকে ১৫০ নম্বর আয়াতে জাকাতের বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, কিছু লোক নিজেদের তৈরি করা হালাল-হারামের নিয়ম অনুসরণ করে, যা ভীষণ ক্ষতিকর। তারপর হালাল ও হারাম জবাইয়ের নীতিমালা এবং হালাল-হারাম প্রাণীর বিভাজন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিক বা কাফের সত্যিকারের তওবা করলে তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিছু মুশরিক ও কাফের বলে যে, আল্লাহ তাদের কুফর ও হারাম কাজে সন্তুষ্ট, তা না হলে আল্লাহ তাদের বাধা দিতেন।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর শক্তি ও তার দান-সামগ্রীর বিবরণ। (১৪১-১৪৪)
- মুশরিকদের দুর্বল সন্দেহের আলোচনা। (১৪৮-১৫০)

ইউনিট নম্বর ৮

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১৫১ থেকে ১৫৩ নম্বর আয়াতে "দশ আদেশ" বর্ণিত হয়েছে:

1. **প্রথম আদেশ:** আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না।
2. **দ্বিতীয় আদেশ:** পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।
3. **তৃতীয় আদেশ:** সন্তানদের হত্যা করা যাবে না।
4. **চতুর্থ আদেশ:** অশ্লীল কাজ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা।
5. **পঞ্চম আদেশ:** অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না।
6. **ষষ্ঠ আদেশ:** এতিমের সম্পদ খাওয়া যাবে না।
7. **সপ্তম আদেশ:** ওজন ও পরিমাপে ন্যায় বজায় রাখা।
8. **অষ্টম আদেশ:** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
9. **নবম আদেশ:** আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ করা।
10. **দশম আদেশ:** সরলপথে চলা বাধ্যতামূলক।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলি (আয়াত ১৩৩-১৫১)।

ইউনিট নম্বর ৯

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১৫৪ থেকে ১৫৭ নম্বর আয়াতে তাওরাতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ.)-এর ওপর তাওরাত নাজিল করা হয়েছে যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত পূর্ণ হয়। লোকেরা তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারে। এরপর মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, তারা আর এই অজুহাত দিতে পারবে না যে তাদের কাছে কোনো গ্রন্থ আসেনি। এখন তাদেরই এক ব্যক্তির ওপর কিতাব নাজিল হয়েছে। তাই তারা যদি এই কিতাব মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহ যা কিতাবে নাজিল করেছেন, তা হেদায়েতপূর্ণ। এর অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। যারা এর বিরোধিতা করবে, তাদের জন্য কঠোর সতর্কবার্তা রয়েছে। (১৫৪-১৫৭)

ইউনিট নম্বর ১০

অষ্টম পারার সূরা আনআম (সূরা নং ৬)-এর ১৫৮ থেকে ১৬৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত সূরা আনআমের সমাপ্তি। এই সূরার সমাপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

- সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছে।
- যখন কেউ মৃত্যুযন্ত্রণার সময়ে (গর্গরার অবস্থায়) পৌঁছে যাবে, তখন তওবা আর গ্রহণযোগ্য হবে না।
- বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই অবস্থার চেয়েও বেশি অসহায়তা ও লজ্জা হবে।
- যারা নেক আমল করেছে, সেদিন তাদের জন্য দশগুণ সওয়াব দান করা হবে, আর যারা পাপ করেছে, তাদের পাপের জন্য সমান শাস্তি দেওয়া হবে।
- উল্লেখ করা হয়েছে, সবচেয়ে নির্বোধ তারা, যারা সরল ধর্ম (দ্বীন-ই-হানিফ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং মিথ্যা উপাস্যের উপর নির্ভর করেছে।
- শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে, আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর বিজয়ী।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- মৃত্যু, কিয়ামত এবং তার লক্ষণসমূহের বর্ণনা। (১৫৮-১৬০)
- আল্লাহর রহমত এবং একনিষ্ঠ উপাসনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনিই সর্বশক্তিমান। (১৬১-১৬৫)

سورة الأعراف

সূরা আল-আরাফ

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের স্থান	The Wall of Elevation

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা

এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

কিছু লক্ষ্য

- সকল নবী আলাইহিমুস সালামের লক্ষ্য ছিল মানুষদের কাছে ইসলাম বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এটাই তাঁদের দায়িত্ব ছিল, ইসলাম গ্রহণ করানো নয়। যদি মানুষ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে হতাশ হওয়ার কী প্রয়োজন?
- এটাই প্রথম সূরা যেখানে নবীদের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আদম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। এতে নূহ, হুদ, সালিহ, শু'আইব, মুসা (আলাইহিমুস সালাম) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকলের বর্ণনা রয়েছে।
- এতে হক ও বাতিলের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের চিত্রায়ণ করা হয়েছে। আর এও পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে বাতিলপন্থীরা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।
- প্রত্যেক নবীর কাহিনী মূলত দুইটি বিষয় তুলে ধরে:

  ১. কল্যাণ ও অকল্যাণের (হক ও বাতিলের) মধ্যে বিরোধ।

  ২. ইবলিসের ধূর্ত চাল, যা সে আদম সন্তানদের সাথে ব্যবহার করে।

এই কারণেই আল্লাহ তাআলা চারবার (يا بني آدم) আহ্বান করেছেন, যেন মানুষকে সেই শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক করেন, যে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর বিরোধিতার প্ররোচনা দিয়েছিল।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আনআম ও সূরা আরাফ উভয়ই মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। এ দুটি সূরার মাধ্যমে কুরাইশদের সন্দেহ ও আপত্তিগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে। **সূরা আনআমে** রয়েছে প্রমাণের চূড়ান্ত উপস্থাপনা। **সূরা আরাফে** রয়েছে ভয় প্রদানের বার্তা।

- **সূরা আনআমে** প্রশ্ন-উত্তর ও সর্বোত্তম বিতর্কের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আর **সূরা আরাফে** ঐতিহাসিক উদাহরণের মাধ্যমে ভয় প্রদানের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।
- এই সূরার নাম **আরাফ** রাখা হয়েছে, কারণ এতে "আরাফ" শব্দটি এসেছে। আরাফ হলো একটি প্রাচীর, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থান করে। এখানে তারা থাকবে যাদের নেক আমল ও পাপ সমান। তাদের পাপ তাদের জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেবে। তাদের নেক আমল তাদের জাহান্নামে প্রবেশে বাধা দেবে। তারা সেই প্রাচীরে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।[1]

ইউনিট নম্বর ১১

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ১ থেকে আয়াত ৯ পর্যন্ত আনুগত্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। নিজের অভিভাবক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ উল্লেখ করে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে, কিয়ামতের দিনে নেকি ও পাপের হিসাব ন্যায় ও সুবিচারের সাথে মাপা হবে।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এক চূড়ান্ত সত্য এবং এর অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যক। (১-৩)
- দুনিয়া ও আখিরাতে অবাধ্য ও অস্বীকারকারীদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। (৪-৯)

ইউনিট নম্বর ১২

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ১০ থেকে আয়াত ২৫ পর্যন্ত আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টি এবং শয়তানের প্রকাশ্য শত্রু হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়াস করা বৈধ হলেও ভুল ও বাতিল কিয়াসকে হারাম বলা হয়েছে। শয়তান প্রথম ভুল কিয়াস করেছিল এবং তার পাপকে ঢাকার জন্য অজুহাত দেখিয়েছিল। শয়তানের পাপ এবং তার পরবর্তী অজুহাতের ফলে শয়তানকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিপরীতে, আদম (আলাইহিস সালাম) পাপের পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যা আল্লাহ কবুল করেন। তারপর বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র অবাধ্য হবে আর শয়তামের পথ

[1] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :117
তাফসিরে তাবারি, সুরা আরাফ, আয়াত: 191)

অনুসরণ করবে, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অতঃপর আদম (আলাইহিস সালাম) এবং হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-এর পৃথিবীতে প্রেরণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- পৃথিবীতে খিলাফতের কাহিনী। শয়তানের আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করতে অস্বীকার। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পৃথিবীতে প্রেরণের ঘটনা। (১০-২৫)

ইউনিট নম্বর ১৩

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ২৬ থেকে আয়াত ৩০ পর্যন্ত শয়তানের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- আদমসন্তানদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়েছে এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। (আয়াত: ২৬-২৭)
- অবিশ্বাসীদের পথভ্রষ্টতার বর্ণনা এবং আল্লাহ যে জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন, সেগুলোর বিস্তারিত উল্লেখ। (আয়াত: ২৮-৩০)

ইউনিট নম্বর ১৪

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ৩১ থেকে আয়াত ৩৪ পর্যন্ত সৌন্দর্য ও অলংকার ব্যবহারের বৈধতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপচয় থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ যে জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- অবিশ্বাসীদের আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর বর্ণনা। (আয়াত: ২৮-৩৩)
- প্রত্যেক ব্যক্তির সমাপ্তি মরণ। (৩৪)

ইউনিট নম্বর ১৫

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ৩৫ থেকে আয়াত ৪১ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, যারা রাসুলদের অনুসরণ করেছে, তাদের জন্য কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই। যারা রাসুলদের অবাধ্য হয়েছে, তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তারপর বলা হয়েছে যে, সবচেয়ে বড়ো অন্যায়কারী হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- রাসুলদের মিশন এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের পুরস্কারের বর্ণনা। (৩৫)
- কাফিরদের রাসুলদের প্রতি আচরণ এবং কিয়ামতের দিন তাদের পরিণতি। (৩৬-৪১)

ইউনিট নম্বর ১৬

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ৪২ থেকে আয়াত ৪৫ পর্যন্ত জান্নাতি ও জাহান্নামিদের মধ্যে সংলাপ এবং তাদের পরবর্তী অবস্থার বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য পুরস্কারের বর্ণনা। (৪২-৪৩)
- জান্নাতি, জাহান্নামি এবং আরাফবাসীদের মধ্যে সংলাপ। (৪৪-৫১)

ইউনিট নম্বর ১৭

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ৪৬ থেকে আয়াত ৫৩ পর্যন্ত আরাফবাসীদের কথা বলা হয়েছে, যারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থাকবে। তাদের নেকি ও পাপ সমান হওয়ায় তাদের "আসহাবুল আরাফ" বলা হয়। তারপর কাফিরদের পথ অনুসরণকারীদের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর জান্নাত ও জাহান্নামের বিশদ বিবরণ।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- জান্নাতি, জাহান্নামি এবং আরাফবাসীদের মধ্যে সংলাপ। (৪৪-৫১)
- কুরআনের অবতরণ দ্বারা কাফিরদের প্রতি যুক্তির চূড়ান্ত উপস্থাপন এবং কিয়ামতের দিন তাদের স্বীকারোক্তি। (৫২-৫৩)

ইউনিট নম্বর ১৮

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ৫৪ থেকে আয়াত ৫৮ পর্যন্ত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যে বান্দা দুআ করে, আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন। আর তার ক্ষমতা ও সৃষ্টির নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। রব্বুল আলামিনের একত্ব ও উপাসনার সকল নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৮-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর ক্ষমতা ও তার রহমতের প্রমাণ। (৫৪-৫৬)
- মুমিন ও কাফিরদের জন্য মৃত্যুর পর পুনর্জাগরণের প্রমাণ। (৫৭-৫৮)

ইউনিট নম্বর ১৯

অষ্টম পারার সূরা আরাফ (সূরা নম্বর ৭) আয়াত ৫৯ থেকে আয়াত ৯৩ পর্যন্ত নূহ (আলাইহিস সালাম) এবং তার জাতির কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। আদ জাতির ঘটনা, সামুদ জাতির অবাধ্যতা এবং সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। লূত (আলাইহিস সালাম) ও তার জাতির কাহিনী এবং তাদের নৈতিক অধঃপতনের বিবরণ রয়েছে। মাদইয়ান জাতির অন্যায় এবং শুআইব (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ১৯-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হুদ, সালিহ, লূত এবং শুআইব (আলাইহিমুস সালাম)-এর কাহিনির বর্ণনা। (৫৯-৯৩)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

قَالَ الْمَلَأُ

৯

নবম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

নবম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নবম পারা: ক্বালা আল-মালাউ/ "قَالَ الْمَلَأُ"

আহলে ইলম (জ্ঞানী ব্যক্তিগণ) নবম পারা "قَالَ الْمَلَأُ"-কে ১৮টি ইউনিটে ভাগ করেছেন, এবং সেই ১৮টি ইউনিট নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী নবম পারা "قَالَ الْمَلَأُ"-এর আয়াত এবং বিষয়বস্তুর		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
	সূরা আ'রাফ	
১	৮৮-৯৩	শোয়াইব (আঃ)-এর উপদেশ ও নির্দেশনাবলীর বিবরণ।
২	৯৪-১০২	পূর্বের জাতিদের কাহিনী, পাপ ও অন্যায়ে লিপ্ত মানুষের কথা এবং চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিবরণ।
৩	১০৩-১২৬	পাপী ও অবাধ্য জাতির আলোচনা, নবী ও মুমিনদের প্রতি আল্লাহর দয়া, আর তারপর বিস্তৃতভাবে মূসা (আঃ), ফিরাউন ও জাদুকরদের ঘটনার বর্ণনা।
৪	১২৭-১২৯	মূসা (আঃ) এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ওপর বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়।
৫	১৩০-১৩৭	অপরাধীদের জন্য আজাবের শাস্তি। হৃদয় কালো হয়ে যাওয়া মানুষের আল্লাহর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান, এবং ফেরাউনের পরিণতির বিবরণ।
৬	১৩৮-১৪১	বানি ইসরাইলের মূর্তি পূজায় লিপ্ত হওয়ার কথা, মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে তাদের আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, এবং তূর পাহাড়ে মূসা (আঃ)-এর আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন।
৭	১৪২-১৪৭	মূসা (আঃ)-এর আল্লাহর দর্শনের আকাঙ্ক্ষার কথা, যতটুকু সম্ভব ওহীর অনুসরণ করার নির্দেশ, এবং অহংকার ও গর্বের ক্ষতির বর্ণনা।
৮	১৪৮-১৫৯	বানি ইসরাইলের গরুপূজা করা, মূসা (আঃ)-এর তূর পাহাড় থেকে প্রত্যাবর্তন, এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক হত্যার শাস্তির বিবরণ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী।

		আর বানি ইসরাইল নবীদের ঘাতক একটি দল।
৯	১৬০-১৭১	বানি ইসরাইলের বারোটি গোত্রের কথা, শহরে সিজদা করতে করতে প্রবেশের নির্দেশ। এও উল্লেখ হয় যে, শনিবার ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারিত হয়, কিন্তু তারা সেইদিন মাছ ধরার জন্য অনড় ছিল।
১০	১৭২-১৭৮	আসহাবে সাবতের কাহিনী। বালাম বিন বাউরার ঘটনা এবং তার ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার কথা।
১১	১৭৯-১৮৮	এখানে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা গায়েবের জ্ঞান রাখেন। তাঁর সুন্দর নামসমূহের (আসমাউল হুসনা) উল্লেখ আর উম্মতে মুহাম্মদীর (সাঃ) গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। গোমরাহদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলো কোনো কাজে আসে না। কুরাইশ গোত্র আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) গায়েব সম্পর্কে জানতেন না।
১২	১৮৯-১৯৫	কিয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ এবং সব সৃষ্টি যে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে।
১৩	১৯৬-২০৬	আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের (ওলিয়ে রহমান) গুণাবলী ও তাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
সূরা আনফাল		
১৪	১-৪	মুমিনদের গুণাবলী এবং তাঁদের মধ্যে থাকা ঈমান ও তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা।
১৫	৫-১৪	বদরের যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা।
১৬	১৫-১৮	আল্লাহ্ তাআলা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতকদের তিরস্কার করেছে আর যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটেনি, তাঁদের আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশংসা ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
১৭	১৯-২৯	আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্যকে প্রথম শর্ত হিসেবে রাখা হয়েছে। আমানতের খেয়ানত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এবং তাকওয়ার উপর চলার তাগিদ।
১৮	৩০-৪০	আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা এবং আল্লাহর শাস্তি দেরি হওয়ার কারণ হলো রাসূল (সাঃ)-এর অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার পড়া। ফিতনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের

		নির্দেশ।

ইউনিট নম্বর ১

নবম পারার সূরা আল-আরাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর ৮৮ থেকে ৯৩ নং আয়াতে শোয়াইব (আঃ)-এর উপদেশবাণীর বর্ণনা রয়েছে।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালেহ (আঃ), লূত (আঃ) এবং শোয়াইব (আঃ)-এর কাহিনী। (৫৯-৯৩)

ইউনিট নম্বর ২

নবম পারার সূরা আল-আরাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর ৯৪ থেকে ১০২ নং আয়াতে অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারপর পাপ ও অন্যায়ে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত জাতির আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর চুক্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিবরণ।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- **আল্লাহর নিয়ম:** কোনো জাতিকে ধ্বংস করার আগে আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করেন। (৯৪-৯৫)
- **কাফেরদের স্বভাব ও সতর্কবার্তা:** কাফেরদের আচরণ ও তাদের প্রতি আল্লাহর সতর্কবার্তা। (৯৫-১০২)

ইউনিট নম্বর ৩

নবম পারার সূরা আল-আরাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর ১০৩ থেকে ১২৬ নং আয়াত পর্যন্ত বিবরণ: পাপী ও অবাধ্য জাতির আলোচনা। নবীদের প্রতি আল্লাহর দয়া এবং মুমিনদের প্রতি তাঁর করুণার বর্ণনা। মূসা (আঃ) এবং ফিরাউনের মধ্যে সংলাপের বিবরণ। মূসার লাঠি (আসা)-এর অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ। ফিরাউনের দরবারে মন্ত্রীদের পরামর্শ এবং মূসা (আঃ)-এর জাদুকরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। মূসার (আঃ) অলৌকিক কৃতিত্ব দেখে জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আর এই দৃশ্য দেখে ফিরাউন ক্রোধান্বিত হয় এবং নতুন মুসলমানদের দমন করতে উঠে পড়ে লাগে। ফিরাউন অভিযোগ করে যে, এই নতুন মুসলমানরা মূসার (আঃ) সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আঃ) এবং ফিরাউনের ঘটনা এবং ফিরাউনের জাতির পরিণতি। (১০৩-১৪৫)

ইউনিট নম্বর ৪

নবম পারার সূরা আল-আরাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর ১২৭ থেকে ১২৯ নং আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, শেষ অবধি ফিরাউন, মূসা (আঃ) এবং ঈমান গ্রহণকারী জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনে।

ইউনিট নম্বর ৫

নবম পারার সূরা আল-আরাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর ১৩০ থেকে ১৩৭ নং আয়াতে পাপ ও অবাধ্যতার শাস্তি হলো কঠিন যন্ত্রণা আলোচিত হয়েছে। এও উল্লেখ করা হয় যে, কালো হৃদয়ের মানুষরা স্বীকার করার পরও সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ফিরাউনের অবস্থা এমনই ছিল। ফিরাউনের ঔদ্ধত্য এবং তার পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আঃ) এবং ফিরাউনের ঘটনা এবং ফিরাউনের জাতির পরিণতি। (১০৩-১৪৫)

ইউনিট নম্বর ৬

নবম পারার সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর আয়াত ১৩৮ থেকে ১৪১-এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন বানি ইসরাইল নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম করল, তখন তারা সমুদ্রের ওপারে এসে হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে বললো, "আমাদের জন্যও এমন একটি দেবতা নির্ধারণ করুন যার আমরা উপাসনা করতে পারি এবং যাকে আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাই।" তাদের এই ভুল ও ভ্রান্তি থেকে বের করে আনার জন্য মূসা (আলাইহিস সালাম) বানি ইসরাইলকে আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন যে, কীভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর সাথে কথা বলার সম্মান দান করলেন এবং তৌরাত প্রদান করলেন।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আঃ) এবং ফিরাউনের ঘটনা এবং ফিরাউনের জাতির পরিণতি। (১০৩-১৪৫)

ইউনিট নম্বর ৭

নবম পারা, সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর আয়াত ১৪২ থেকে ১৪৭-এ বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুহে তূর (তূর পাহাড়)-এ পৌঁছালেন

এবং আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তিনি আল্লাহকে দেখতে চান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বললেন, "তুমি আমাকে দেখতে পারবে না।" এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন, "আমি তোমাকে যাকিছু ওহীর মাধ্যমে দান করেছি, তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো এবং তার উপর অটল থাকো। আর যতটা সম্ভব, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" পরের আয়াতগুলোতে অহংকার ও গর্বের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা চিরকাল মানুষের সাথে এই নীতি অবলম্বন করেছেন যে, যারা অহংকার ও গর্বে নিমগ্ন, তাদের তিনি সত্য গ্রহণের সুযোগ দেন না।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আঃ) এবং ফিরাউনের ঘটনা এবং ফিরাউনের জাতির পরিণতি। (১০৩-১৪৫)
- অহংকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তির বর্ণনা। (১৪৬-১৪৭)

ইউনিট নম্বর ৮

নবম পারা, সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর আয়াত ১৪৮ থেকে ১৫৯-এ বলা হয়েছে যে, যখন মূসা (আলাইহিস সালাম) কুহে তূরে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে বানি ইসরাইল একটি বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে তার পূজা শুরু করেছিল। এরপর হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) তূর পাহাড় থেকে ফিরে আসেন এবং বানি ইসরাইলের এই গোমরাহির ঘটনা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। এরপর পারস্পরিক হত্যার শাস্তি এবং তাদের অন্যান্য সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি রহমত ও বরকতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানি ইসরাইল বহু নবীকে হত্যা করেছিল।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে সামরির মাধ্যমে বানি ইসরাইলের ভ্রষ্টতা। (১৪৮-১৫৪)
- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বার্তা সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং তাঁর অনুসরণ সমস্ত জাতির জন্য আবশ্যক। (১৫৭-১৫৮)
- কিছু বানি ইসরাইল সত্যের অনুসরণ করে। তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের উল্লেখ। (১৫৯-১৬০)

ইউনিট নম্বর ৯

নবম পারা, সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর আয়াত ১৬০ থেকে ১৭১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানি ইসরাইল অনেক গোত্রে বিভক্ত ছিল। পরে আল্লাহ তাদের বারোটি গোত্রে ভাগ করে দিলেন। এরপর তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করবে, তখন সিজদা করতে করতে প্রবেশ করবে। এতে তাদের পাপ ক্ষমা করা হবে। পরে শনিবার (সপ্তাহের বিশেষ দিন) তাদের উপাসনার জন্য নির্ধারণ করা হলো। কিন্তু তারা এই দিন মাছ শিকারের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। এর পর আসহাবে সাবত (শনিবারের বিধান লঙ্ঘনকারীদের) ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা অত্যন্ত অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল, যার কারণে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে পতিত করেছিলেন।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- কিছু বানি ইসরাইল সত্যের অনুসরণ করে এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের উল্লেখ। (১৫৯-১৬০)
- বানি ইসরাইলের বিভিন্ন ঘটনা, বিশেষত "ইয়াওমে সাবত" বা শনিবারের ঘটনার বিবরণ। (১৬১-১৭১)

ইউনিট নম্বর ১০

নবম পারা, সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর আয়াত ১৭২ থেকে ১৭৮-এ আ'হদে সিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত বানি আদম (মানবজাতি) আল্লাহর সাথে একটি অঙ্গীকার করেছিল। এরপর "বাল'আম ইবনে বাউরা"র ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে আল্লাহ তাঁর বিশেষ আয়াতসমূহ দান করেছিলেন, কিন্তু সে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- আদম সন্তানদের কাছ থেকে নেওয়া অঙ্গীকার এবং তাদের প্রাকৃতিক স্বভাবের উল্লেখ। (১৭২-১৭৪)

ইউনিট নম্বর ১১

নবম পারা, সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর আয়াত ১৭৯ থেকে ১৮৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সমগ্র গায়বের জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়বের (অদৃশ্য বিষয়সমূহের) জ্ঞান রাখে না। এরপর আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ (**আসমাউল হুসনা**)-এর

উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উম্মতে মুহাম্মাদির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যে ভোগ-বিলাস এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া আল্লাহর শাস্তির কারণ হতে পারে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তাঁর নিদর্শনসমূহ পথভ্রষ্ট লোকদের কোনো উপকার করে না। কুরাইশের কাফিররা পরকালকে অস্বীকার করত এবং প্রশ্ন করত যে, কিয়ামত কখন এবং কোন সময়ে আসবে। শেষে এটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়বের জ্ঞান রাখেন না।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- আসমায়ে হুসনা (আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ)-এর মাধ্যমে দুআ করার নির্দেশ। (১৮০)
- হিদায়াতপ্রাপ্তদের বৈশিষ্ট্য। (১৮১)
- যারা আল্লাহর নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা করে না এবং অস্বীকার করে তারা পথভ্রষ্ট। (১৮২-১৮৬)
- কিয়ামতের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। (১৮৭)
- রাসূল (সাঃ) একজন মানুষ। তিনি নিজেরও কোনো লাভ-ক্ষতির মালিক নন। তাঁর নিকট গায়েবের জ্ঞান নেই। (১৮৮)

ইউনিট নম্বর ১২

নবম পারা, সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর আয়াত ১৮৯ থেকে ১৯৫-এ কিয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের স্বভাব, তাদের মনগড়া কথা এবং সেগুলোর খণ্ডন। (১৯৫-১৮৯)

ইউনিট নম্বর ১৩

নবম পারা, সূরা আল-আ'রাফ (সূরা নম্বর ৭)-এর আয়াত ১৯৬ থেকে ২০৬-এ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের (ওলিয়াউর রহমান) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রহমানের প্রকৃত বন্ধু ও ওলি কারা।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের স্বভাব এবং তাদের মিথ্যা বক্তব্য আর সেগুলোর খণ্ডন। (১৮৯-১৯৮)
- উত্তম চরিত্রের শিক্ষা। (১৯৯-২০৩)
- কুরআন তিলাওয়াতের সময় নীরব থাকার নির্দেশ। (২০৪-২০৫)
- প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। (২০৬)

سورة الأنفال

সূরা আল-আনফাল

গণিমতের সম্পদ	The Spoils of War
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মদিনা	

কিছু লক্ষ্য

- আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব সহায়তার বিধি-বিধান।[1]
- এই সূরায় যুদ্ধ সম্পর্কিত শরীয়তের বিধা-বিধান আলোচিত হয়েছে। (ইসলামি নৈতিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনার আদেশ করা হয়েছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অন্যায় নয়; বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিরোধ এবং আল্লাহর বাণীকে উঁচু করার জন্য যুদ্ধ করা হয়)।[2]
- এতে বলা হয়েছে যে, সাহায্য কখন এবং কীভাবে আসে। আল্লাহর সাহায্য আকস্মিকভাবে আসে না, বরং এর কিছু নিয়ম রয়েছে। সৃষ্টিজগতের সমস্ত ঘটনার পেছনে আল্লাহর নির্ধারিত কারণ থাকে, কিন্তু আসল কারণদাতা একমাত্র আল্লাহ।[3]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- **সূরা আল-আ'রাফে** অতীত নবীদের এবং তাদের সম্প্রদায়ের সাথে তাদের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। আর **সূরা আল-আনফালে** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[4]

---

[1] অধিক জানার জন্য অবশ্যই পড়ুন: আসবাবু নাসরিল্লাহ লিল-মুমিনীন আ'লা আ'দাইহিম- আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায।

[2] অধিক জানার জন্য পড়ুনঃ গাযওয়াতুল রসূল- ইসমাঈল ইবনে উমার ইবনে কাসির; আখলাকুন নাবী ফিল-হারব- আমানি যাকারিয়া রামাদি।

[3] অধিক জানার জন্য অবশ্যই পড়ুন: আসবাবু নাসরিল্লাহ লিল-মুমিনীন আ'লা আ'দাইহিম- আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায।

[4] নাযমুদ দুরার: ৩/১৮২।

- বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানদের কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পায়, যা এই সূরার মধ্যেই সংশোধন করা হয়েছে।
- কাফিররা প্রশ্ন তুলতো যে, নবীর উপরেই তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের বন্দী করার দায়িত্ব। তিনি কি আত্মীয়দের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেন? এভাবে তারা রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াত নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতো, নাঊযুবিল্লাহ্। সূরা আনফালে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।
- এই সূরা বদর যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছিল বলে কিছু সাহাবা এটিকে **"সূরা বদর"** হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। কুরআনে এই সূরাটিকে "আল-ফুরক্বান"ও বলা হয়েছে।[1]

ইউনিট নম্বর ১৪

নবম পারা, সূরা আল-আনফাল (সূরা নম্বর ৮)-এর আয়াত ১ থেকে ৪-এ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- গনিমতের মালের বিধান। (১)
- মুমিনদের গুণাবলীর আলোচনা। (২-৪)

ইউনিট নম্বর ১৫

নবম পারা, সূরা আল-আনফাল (সূরা নম্বর ৮)-এর আয়াত ৫ থেকে ১৪ পর্যন্ত ইসলামের প্রথম যুদ্ধ "বদর"-এর বিবরণ রয়েছে। এখানে আল্লাহ্ তাআলা বদরের যুদ্ধে তাঁর সাহায্য এবং সমর্থনের মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয়ের আলোচনা করেছেন।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- বদরের যুদ্ধের ঘটনা। (৫-১৪)

ইউনিট নম্বর ১৬

নবম পারা, সূরা আল-আনফাল (সূরা নম্বর ৮)-এর আয়াত ১৫ থেকে ১৮ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং যারা যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকে, আল্লাহ তাদের সম্মানিত করেন এবং উচ্চমর্যাদা প্রদান করেন।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

[1] তাফসির ইবনে কাসির, ৪/১০১।

- যুদ্ধ থেকে পালানোর নিষেধাজ্ঞা। (১৫-১৬)
- বদর যুদ্ধে যোগদানকারীদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের বিবরণ। (১৭-১৯)

ইউনিট নম্বর ১৭

নবম পারা, সূরা আল-আনফাল (সূরা নম্বর ৮)-এর আয়াত ১৯ থেকে ২৯-এ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের অপরিহার্য। আর এজন্য মুমিনদের জন্য নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আমানতের খেয়ানত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এবং তাকওয়ার গুরুত্ব ও এর উপকারিতা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে আর তাকওয়া ও এর উপকারিতা আলোচনা করা হয়েছে। (২০-২৯)

ইউনিট নম্বর ১৮

নবম পারা, সূরা আল-আনফাল (সূরা নম্বর ৮)-এর আয়াত ৩০ থেকে ৪০-এ বলা হয়েছে যে, কুরাইশ মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ--কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিত ইস্তিগফার করার কারণে আল্লাহ তাদের ওপর অবিলম্বে শাস্তি দেননি। তবে যুদ্ধ শুরু হলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যুদ্ধ তখনই শেষ হবে যখন ফিতনা-ফাসাদ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যাবে।

ইউনিট ১৮-এর বিষয়বস্তু

- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের ষড়যন্ত্র এবং তাদের শাস্তি। (৩০-৩৫)
- মুশরিকদের আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার জন্য ব্যয় এবং তার ফলস্বরূপ তাদের শাস্তি। (৩৬-৪০)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

১০

দশম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক
শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ
শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

দশম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পারা নং ১০ - "وَاعْلَمُوا" (ওয়া'লামু)

"وَاعْلَمُوا" দিয়ে শুরু হওয়া দশম পারাকে আলেমরা বারোটি (১২) ইউনিটে বিভক্ত করেছেন। এই পারায় সূরা আল-আনফাল এবং সূরা আত-তওবার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রয়েছে। এই দুই সূরার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দশম পারার ১২টি ইউনিট নিম্নরূপ:

দশম পারা "ওয়াআলামু"-এর ইউনিট অনুযায়ী আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন

ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
		সূরা আনফাল
১	৪১-৪৪	গনিমতের মাল বণ্টনের বিষয়। বিজয়ের মাধ্যমে কাফের ও মুশরিকদের উপর মুসলমানদের চিরস্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। মক্কার মুশরিক ও কুরাইশদের অন্তরে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
২	৪৫-৪৯	বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের নীতিমালা, বিজয়ের কারণ ও উপায়সমূহের বিবরণ। অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করার তাগিদ। বদর যুদ্ধে ইবলিস তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হয়েছিল।
৩	৫০-৫৪	কাফের ও মুশরিকদের জন্য মৃত্যুর সময়কার যন্ত্রণা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। আল্লাহ অত্যাচারী নন, বরং মানুষ নিজের উপরই অত্যাচার করে। ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ।
৪	৫৫-৬৩	অঙ্গীকার ভঙ্গকারী কাফের ও মুশরিকদের পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ। চুক্তি ভঙ্গকারী জাতির সাথে চুক্তি বাতিল করার বিধান ও এর নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে।
৫	৬৪-৬৬	একজন মুসলিম ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভারী।
৬	৬৭-৭১	বদর যুদ্ধে বন্দী কাফের কুরাইশদের প্রসঙ্গ এবং মুক্তিপণের বিধান।
৭	৭২-৭৫	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের মর্যাদার বিবরণ। মুসলিম জাতি এবং অন্যান্য জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিধান। মুহাজির ও আনসারদের সম্পর্কের বর্ণনা।
		সূরা তাওবা

৮	১-২৪	অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের থেকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (সা.) সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা। হজ্জে আকবারের দিন নির্ধারণ। পবিত্র মাসগুলোর উল্লেখ। চুক্তির শর্তাবলী এবং এর বিধান। শান্তিকামীদের শান্তি প্রদান করার ঘোষণা। যারা চুক্তি ভঙ্গ করবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি।
৯	২৫-২৭	হুনায়নের যুদ্ধের বর্ণনা। কেবল সংখ্যা বৃদ্ধিই বিজয়ের নিশ্চয়তা নয়। আল্লাহর সাহায্য এবং সহায়তা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়।
১০	২৮-৩৫	হারামের সীমানা এবং এর বিধানসমূহ। ইয়াহুদিদের আলেম এবং দরবেশরা প্রভু নয়। কাফেরদের ইসলামের ধ্বংস সাধনের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল।
১১	৩৬-৩৭	বছরের ১২টি মাস এবং ৪টি পবিত্র মাসের বর্ণনা। শরিয়তের বিধান পরিবর্তন করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এর উপর কঠিন শাস্তির হুমকি।
১২	৩৮-১২৭	তাবুক যুদ্ধের ঘটনা। তাবুক যুদ্ধ মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের চিহ্ন হিসেবে কাজ করেছে।

ইউনিট নং: ১

দশম পারা, সূরা আনফাল (সূরা নং ৮)-এর আয়াত ৪১ থেকে ৪৪ পর্যন্ত: এই অংশে গনিমতের সম্পদ বণ্টনের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সফলতা দান করেছেন এবং সেই বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ঈমানকে চিরকালের জন্য কুফরের ওপর বিজয়ী করা হয়েছে। এই বিজয়ের একটি কারণ ছিল যে, কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, কিন্তু মুসলমানদের ছোট্টো দলই বিজয় অর্জন করেছিল। এই কারণে মক্কার মুশরিক ও কুরাইশদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউনিট নং: ১-এর বিষয়বস্তু

- গনিমতের সম্পদ বণ্টনের বিধান। (৪১)
- বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যের বর্ণনা। (৪২-৪৪)

ইউনিট নং: ২

দশম পারা, সূরা আনফাল (সূরা নং ৮)-এর আয়াত ৪৫ থেকে ৪৯ পর্যন্ত: এই আয়াতগুলোতে আল্লাহর সাহায্যের নীতিমালা এবং নিয়মাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বিজয়ের কারণ ও উপায়

উল্লেখ করা হয়েছে। যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময় অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকদের সাহায্য করার জন্য ইবলিস তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু তার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।

ইউনিট নং: ২-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের যুদ্ধে ধৈর্যশীল এবং দৃঢ় থাকার নির্দেশ। নিষ্ঠাবান হওয়ার এবং মতবিরোধ এড়ানোর প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। (৪৫-৪৭)
- শয়তানের ধোঁকা থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং মুনাফিকদের মুমিনদের সম্পর্কে কটূক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। (৪৮-৪৯)

ইউনিট নং: ৩

দশম পারা, সূরা আনফাল (সূরা নং ৮)-এর আয়াত ৫০ থেকে ৫৪ পর্যন্ত: এখানে কাফেরদের মৃত্যুর সময়ের কষ্টের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সাকরাতে মউত এবং মৃত্যুযন্ত্রণার সময় তাদের মুখমণ্ডল ও পেটকে নির্মমভাবে প্রহার করা হবে। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু কাফের ইবলিসের মতো আল্লাহর শত্রু। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ কারো প্রতি অন্যায় করেন না, বরং মানুষ নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে। ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়, তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।

ইউনিট নং: ৩-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের শাস্তির তীব্রতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। (৫০-৫১)
- ফেরাউন এবং তার অনুসারীদের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। (৫২-৫৪)

ইউনিট নং: ৪

দশম পারা, সূরা আনফাল (সূরা নং ৮) এর আয়াত ৫৫ থেকে ৬৩ পর্যন্ত: এই অংশে এমন কাফের ও মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তাদেরকে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব বলা হয়েছে, কারণ তারা বারবার চুক্তি লঙ্ঘন করে। আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। ইসলামবিরোধী শক্তির মোকাবিলায় সবসময় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব জাতি মুসলমানদের সাথে চুক্তি করেছে এবং পরে তা ভঙ্গ করেছে, তাদের সাথে কীভাবে চুক্তি বাতিল করতে হবে আর এর বিধানসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং: ৪-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত, তা বর্ণনা করা হয়েছে। (৫৫-৫৯)
- শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তি সংগ্রহের নির্দেশ, আর যদি তারা সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তবে তা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। (৬০-৬১)
- নবী (সা.) এবং মুমিনদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অন্তরের মিলনের বিবরণ। (৬২-৬৩)

ইউনিট নং: ৫

দশম পারা, সূরা আনফাল (সূরা নং ৮)-এর আয়াত ৬৪ থেকে ৬৬ পর্যন্ত: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন মুসলমান কাফের ও মুশরিকদের ওপর কতটা পরাক্রমশালী হতে পারে। তারপর মুসলমানদের একতা ও সংহতির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ থাকলে মুসলমানরা বিজয়ী হবে।

ইউনিট নং: ৫-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের শক্তি ও সংহতির আলোচনা। (৬৫-৬৬)

ইউনিট নং: ৬

দশম পারা, সূরা আনফাল (সূরা নং ৮)-এর আয়াত ৬৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত: এই আয়াতগুলোতে বদর যুদ্ধে বন্দী হওয়া কাফের কুরাইশদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত, তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এখানে আলোচিত হয়েছে যে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম হবে, নাকি শাস্তি হিসেবে তাদের হত্যা করা উচিত। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পরামর্শ কামনা করেন আর কুরাইশের কাফেরদের ফিদিয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অংশে ফিদিয়া সম্পর্কিত বিষয়গুলিও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং: ৬-এর বিষয়বস্তু

- যুদ্ধবন্দী এবং গনিমতের সম্পদের বিধান। (৬৭-৭১)

ইউনিট নং: ৭

দশম পারা, সূরা আনফাল (সূরা নং ৮)-এর আয়াত ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত: এই আয়াতগুলোতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের মহত্ত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামি সমাজের অন্য জাতিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক এবং এর বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের নমুনা আর তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং: ৭-এর বিষয়বস্তু

- ইসলামি ভ্রাতৃত্বই হলো প্রকৃত এবং শক্তিশালী ভ্রাতৃত্ব। আর ইসলামবিরোধী শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। (৭২-৭৫)

سورة التوبة সূরা আত-তাওবাহ	
তওবা	The Repentance
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মদিনা	
এই সূরাটি মদিনায় নাজিল হয়েছে।	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরার মূল লক্ষ্য এর নাম থেকেই স্পষ্ট, অর্থাৎ তওবা (অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা)।
- এই সূরা গাযওয়া-এ তাবুকের পর নাজিল হয়েছে, অর্থাৎ নবুয়তের ২২তম বছরে। অর্থাৎ এটি মূলত নবুওয়তের শেষ পর্বের দিকের বক্তব্য নিয়ে গঠিত।[1]
- সূরাটিতে ইসলামবিরোধী শক্তি এবং চুক্তি ভঙ্গকারী শত্রুদের আলোচনা করা হয়েছে। তারপর যারা ইসলামের ছদ্মবেশে নিজেদের লুকিয়ে রাখে, সেই মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। (বিশদ জানার জন্য দেখুন: তাফসিরে কুরতুবি, ৮ম খণ্ড)
- গযওয়া তাবুকের প্রস্তুতির ঘোষণা ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতিক্রিয়া আলোচিত হয় আর যাঁরা পেছনে থেকে যান, তাদের সতর্ক করা হয়।
- কিছু সাহাবি এই সূরাকে "আল-সূরাহ আল-ফাযিহা" (মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচনকারী সূরা) বলে অভিহিত করেছেন।
- এটি একমাত্র সূরা যা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়নি। কারণ, বিসমিল্লাহ শান্তির প্রতীক, অথচ এই সূরা মুনাফিকদের নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের জন্য শাস্তির বার্তা এনেছে। হজরত আলী (রা.)-এর মতে, এ কারণে এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই। (বিস্তারিত জানার জন্য: তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫)।
- এই সূরার ১৪টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বরা'আতুত্ তাওবা, আল-মুখজিয়া (লজ্জা দানকারী), আল-ফাযিহা (মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচনকারী), আল-কাশিফা (প্রকাশকারী), আল-মুনাক্কিলা (শাস্তি দানকারী), আল-

[1] অধিক জানার জন্য প্রণিধান করুন: তাফসির ইবনে কাসির ৪/১০১।

মুহাদ্দিমা (ধ্বংসকারী), আল-মুকাশকিশা (পরিষ্কারকারী), আল-মুবা’সিরা (বিচ্ছিন্নকারী), আল-মুশাররিদা (বিতাড়নকারী), আল-মুসীরা (উদ্দীপক), আল-হাফিরা (উন্মোচনকারী)।[1]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আনফাল সাহাবিদের আত্মোন্নয়নের জন্য প্রস্তুতি ও সংহতির আহ্বান জানিয়েছে। আর সূরা তাওবা মুশরিক, আহলে কিতাব, কুরাইশের কাফের এবং নবী (সা.) ও সাহাবিদের শত্রুদের প্রতি সতর্কবার্তা দিয়েছে।
- এটি সূরা আনফালের পর অবতীর্ণ হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সূরা আনফালের শুরুতে প্রথম যুদ্ধ (বদর) আলোচিত হয়েছে, আর সূরা তওবার শেষে শেষ যুদ্ধ (তাবুক) উল্লেখ করা হয়েছে।
- এই সূরা সেই সময়ে নাজিল হয়, যখন মুসলমানরা ইসলামের বার্তা আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে প্রচার করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

ইউনিট নং: ৮

সূরা তওবা নাজিল হওয়ার দিক দিয়ে শেষ সূরা হিসেবে বিবেচিত। দশম পারায়, সূরা তওবা (সূরা নম্বর ৯)-এর আয়াত ১ থেকে আয়াত ২৪ পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে: সূরার শুরুতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিক ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধান ও সমস্যাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। হজ্জে আকবরের দিন নির্ধারণের ঘোষণা করা হয়েছে। চুক্তি সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা নিরাপত্তা চাইবে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। চুক্তি রক্ষার বাধ্যবাধকতা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যারা চুক্তি লঙ্ঘন করবে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এ বিষয়ে মুসলমানদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ইউনিট নং ৮-এর বিষয়বস্তু:

- মুশরিকদের চুক্তি ভঙ্গ এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা। (১-৬)
- মুশরিকদের স্বভাব-চরিত্র এবং মুমিনদের সাথে তাদের আচরণের বিষয়ে আলোচনা আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ। (৭-১৫)
- জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান। (১৬)

[1] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড: ৮।

- মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ আর তা সচল রাখা মুসলমানদের দায়িত্ব। (১৭-১৮)
- মুশরিকদের দাবির খণ্ডন। (১৯)
- মুমিন মুজাহিদদের মর্যাদা ও ফজিলত। (২০-২২)
- কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের নিষিধাজ্ঞা, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হোক। (২৩-২৪)

ইউনিট নং: ৯

দশম পারা, সূরা আত-তওবা (সূরা নম্বর ৯)-এর আয়াত ২৫ থেকে ২৭-এ আল্লাহর বিশেষ সাহায্য এবং সমর্থনের আলোচনা করা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর ঘটে যাওয়া হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং মক্কা ও তার আশপাশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে হাওয়াজিন গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এই যুদ্ধে কিছু মুসলমান পিছিয়ে গিয়ে পালিয়ে যান। তারপর আল্লাহর সাহায্যের কারণে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবারা সাহস পান আর মুসলমানরা জয়ী হয়। এখানে মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে ভরসা করেছিল, কিন্তু সংখ্যার আধিক্য তাদের কোনো উপকারে আসেনি। যদি আল্লাহ সাহায্য না করতেন, তাহলে তারা পরাজিত হতো। আল্লাহর সাহায্যেই সামান্যসংখ্যক মানুষ হুনাইনের যুদ্ধে পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করেছিলেন।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু:

- হুনাইনের যুদ্ধে ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ সাহায্য এবং সমর্থন। (২৫-২৭)

ইউনিট নং: ১০

দশম পারা, সূরা আত-তওবা (সূরা নম্বর ৯)-এর আয়াত ২৮ থেকে ৩৫-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

হারামের সীমানাসমূহের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। মুশরিকদের মসজিদুল হারামে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদিরা উজাইর (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করতো এবং খ্রিস্টানরা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করতো। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করেছেন। আরও বলা হয়েছে যে, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা তাদের পণ্ডিত ও সাধুদের নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করে বলেছেন যে, সবকিছুর সর্বোচ্চ মর্যাদা শুধুমাত্র আল্লাহর। তারপর বলা হয়েছে যে, কাফের এবং মুশরিকরা

ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

ইউনিট নং ১০-এর বিষয়বস্তু:

- মসজিদুল হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। (২৮)
- মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান। (২৯)
- মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা যে, তারা আল্লাহর সন্তান থাকার দাবি করে। (৩০-৩৩)
- ইহুদি এবং খ্রিস্টান পণ্ডিতরা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করতো। (৩৪-৩৫)

ইউনিট নং: ১১

দশম পারা, সূরা আত-তওবা (সূরা নম্বর ৯)-এর আয়াত ৩৬ থেকে ৩৭: এই অংশে বছরকে বারোটি মাসে বিভক্ত করার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস "হারাম মাস" বা সম্মানিত মাস হিসেবে বিবেচিত। মক্কার মুশরিকরা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী মাসগুলোর ক্রম পরিবর্তন করতো। আল্লাহ তাআলা এই কার্যকলাপকে অত্যন্ত অপছন্দ করেছেন এবং এর জন্য কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করেছেন।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু:

- হারাম মাসগুলোর ব্যাপারে মুশরিকদের আচরণ। (৩৬-৩৭)

ইউনিট নং: ১২

দশম পারা, সূরা আত-তওবা (সূরা নম্বর ৯)-এর আয়াত ৩৮ থেকে ১২৭ পর্যন্ত অংশটি মোট ৮৯টি আয়াত নিয়ে গঠিত, এবং এই অংশটি তাবুক যুদ্ধের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে তিনজন সাহাবি অনিচ্ছাকৃতভাবে পিছিয়ে পড়েছিলেন, তবে তাঁরা পরে তওবা করেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল করেন। কুরআনের এই অংশে মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাবুক যুদ্ধ ছিল রোমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত একটি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, যখন আরবে খেজুর এবং অন্যান্য ফল পাকছিল। যুদ্ধের এই কঠিন পরিস্থিতিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে কিছু মুনাফিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এই অংশটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, কে প্রকৃত মুমিন আর কে মুনাফিক। এতে মুমিনদের গুণাবলী ও পুরস্কার এবং মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাবুক যুদ্ধের বিশদ বিবরণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ কুরআনের তাফসিরে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হবে, ইন-শা-আল্লাহ্।

ইউনিট নং ১২-এর বিষয়বস্তু:

- জিহাদের নির্দেশ এবং আল্লাহর নবীর প্রতি সাহায্যের কথা। (৩৮-৪১)
- জাকাতের খাতসমূহের বর্ণনা। (৬০)
- মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের শাস্তি আর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পুরস্কার। (৬১-৭২)
- কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ। (৭৩)
- মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের শাস্তি। (৭৪-৮৭)
- মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পুরস্কার। (৮৮-৮৯)
- যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অজুহাত প্রদর্শনকারীদের প্রকারভেদ এবং তাদের জন্য নির্দেশনা। (৯০-৯৩)
- মুনাফিকদের মিথ্যা এবং তাদের স্বরূপ প্রকাশ। (৯৪-৯৬)
- গ্রামের মুশরিক ও মুনাফিকদের কঠোরতা। (৯৭-৯৮)
- গ্রামীণ মুমিনদের প্রশংসা। (৯৯)
- মদিনার মুমিনদের বিবরণ। (১০০)
- মদিনার মুনাফিকদের অবস্থা। (১০১-১০২)
- দান-সদকা এবং আন্তরিকতার ফজিলত। (১০৩-১০৬)
- মুনাফিকদের তৈরি "মসজিদে যেরার" এবং মুমিনদের মসজিদে কুবা নিয়ে আলোচনা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। (১০৭-১১০)
- কল্যাণকর ব্যবসা এবং এর বৈশিষ্ট্য। (১১১-১১২)
- মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ এবং ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারণ। (১১৩-১১৬)
- তাবুক যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহর ক্ষমার ঘোষণা। (১১৭-১১৯)
- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদের কারণে মদিনার মুমিনদের মর্যাদা এবং তাদের জ্ঞান। (১২০-১২৩)
- সূরা নাজিল হওয়ার সময় মুমিনদের অবস্থান। (১২৪)
- সূরা নাজিল হওয়ার সময় মুনাফিকদের প্রতিক্রিয়া। (১২৫-১২৭)
- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বৈশিষ্ট্য। (১২৮-১২৯)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

يَعْتَذِرُونَ

১১

একাদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

একাদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

একাদশ পারা: ইয়া'তাযিরূন / يَعْتَذِرُونَ

উলামায়ে কিরাম একাদশ পারা "يَعْتَذِرُونَ"-কে আঠারোটি ইউনিটে ভাগ করেছেন। এই পারাটি তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অংশে রয়েছে সূরা তওবার শেষ আয়াতসমূহ, দ্বিতীয় অংশটি সূরা ইউনুসকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তৃতীয় অংশটি সূরা হুদ-এর ১ থেকে ৫ নম্বর আয়াত নিয়ে গঠিত। একাদশ পারার এই আঠারোটি ইউনিটের বিবরণ নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী একাদশ পারা "يَعْتَذِرُونَ"-এর আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন

ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
		সূরা তাওবা
১	৯৪-১২৯	মুনাফিকদের আরও বিস্তারিত বিবরণ।
		সূরা ইউনুস
২	১-২	মুমিনদের জন্য সুসংবাদ এবং বাতিলপন্থীদের জন্য কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। বাতিলপন্থীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদুকর আখ্যা দিয়েছে এবং কেউ কেউ তাঁর নবুওয়তের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।
৩	৩-৬	সৃষ্টির বিবরণ, সৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে কিয়ামতের কথা, আর আল্লাহর ক্ষমতা ও মহত্ত্বের নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে।
৪	৭-১০	বাধ্য ও অবাধ্য মানুষের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে।
৫	১১-১৪	আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, মুমিন যেকোনো অবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকে। পূর্ববর্তী জাতিগুলো নবীদের অস্বীকার করার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল।
৬	১৫-১৮	কাফির ও মুশরিকরা চেয়েছিল কুরআনের আয়াতগুলো পরিবর্তন করতে। সুপারিশের ভ্রান্ত ধারণাগুলো খণ্ডন করা হয়েছে।
৭	১৯-২৪	মানুষের প্রকৃতি এবং দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
৮	২৫-৩০	জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, বদকারদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানের দৃশ্যও বর্ণনা করা হয়েছে।
৯	৩১-৩৬	তাওহিদের কথা, পুনরুত্থান এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক

		প্রমাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
১০	৩৭-৪৪	কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে।
১১	৪৫-৫৬	দুনিয়ার শেষ হওয়ার বর্ণনা এবং কাফির ও মুশরিকদের জন্য শাস্তির কথা।
১২	৫৭-৬১	কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য এবং শরীয়তের বিশেষত্ব বর্ণিত হয়েছে।
১৩	৬২-৭০	আল্লাহর ওলিদের পরিচয়, স্বপ্ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা। সম্মান একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর নবীর জন্য। সমস্ত সৃষ্টিজগত কেবল আল্লাহর মালিকানাধীন।
১৪	৭১-৭৪	নবী নূহ (আঃ)-এর ঘটনা এবং তাঁর জাতির বিবরণ।
১৫	৭৫-৯৩	নবী মূসা (আঃ)-এর ঘটনা, জাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিযোগিতা এবং ফেরাউনের পরিণতি।
১৬	৯৪-১০০	কুরআনের সত্যতার প্রমাণ, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখ, নবী ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা এবং তাঁর জাতির তওবার ফলে শাস্তি মওকুফ করার উল্লেখ।
১৭	১০১-১০৯	দ্বীনে হানিফ, অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের দাওয়াত, অনুসরণের নির্দেশ এবং যারা তা অনুসরণ করবে না, তাদের ক্ষতি নিজের ওপরই বর্তাবে।
সূরা হূদ		
১৮	১-৫	সূরা হুদ-এর সূচনাপর্বে কুরআন মাজীদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ১

একাদশ পারা, সূরা আত-তাওবা (সূরা নম্বর: ৯)-এর আয়াত ৯৪ থেকে ১২৯ পর্যন্ত নিয়ে গঠিত, যা প্রকৃতপক্ষে দশম পারার ধারাবাহিকতা। দশম পারার দ্বাদশ ইউনিটে মুনাফিকদের ১৮টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন, মুনাফিকদের যদি শাস্তির মুখোমুখি করা হয়, তবুও তারা সৎপথে ফিরে আসবে না। তাদের বুদ্ধিমত্তায় আল্লাহ পর্দা টেনে দিয়েছেন, ফলে তারা চিন্তা করতে অক্ষম ছিল যে, বছরে অন্তত দুইবার তাদের উপর কোনো না কোনোভাবে শাস্তি নেমে আসে, তবুও তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না। যখন কুরআনের কোনো সূরা নাজিল করা হয়, তখন তারা একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকে এবং পরে তারা দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যায়। তারা আল্লাহর রাসুলের উপদেশ ও নসিহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উপদেশের মজলিস ত্যাগ করে চলে যায়। এই কারণেই আল্লাহ তাদের অন্তরকে হেদায়েত থেকে বিমুখ করে দিয়েছেন। এরপর বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানবজাতির জন্য, বিশেষ করে মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহা অনুগ্রহ। যারা তাঁর থেকে বিরত থাকে, তারা মূলত কাফির, মুশরিক, কিংবা মুনাফিক।

ইউনিট নং ১-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের সূরাগুলো নাজিল হওয়ার পর মুনাফিকরা কী প্রতিক্রিয়া দেখায়। (১২৫-১২৭)
- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু গুণাবলীর উল্লেখ। (১২৮-১২৯)

سورة يونس

সূরা ইউনুস

নবী ইউনুস (আঃ)	The Prophet Jonah
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	
এই সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সুবিচারক এবং প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি কোনো রকম জুলুম করেন না।
- সূরার নাম "ইউনুস" রাখা হয়েছে, কারণ এতে নবী ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ইউনুস (আঃ)-এর জাতি এমন একটি জাতি, যারা ঠিক আযাব আসার পূর্বমুহূর্তে ঈমান এনেছিল, ফলে তাদের থেকে আযাব মওকুফ করা হয়েছিল। এটি একমাত্র এই জাতির সাথেই ঘটেছিল।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা ইউনুস, সূরা হুদ, ও সূরা ইউসুফের অভিন্ন বিষয়বস্তু: এই তিনটি সূরার মূল বিষয় হলো পরীক্ষার ধাপ অতিক্রম করে উন্নতির শিখরে পৌঁছানো।
- সত্য ও মিথ্যার সংঘাতও তাদের অভিন্ন বিষয়।
- সূরা ইউনুস থেকে শুরু করে সূরা মুমিনূন পর্যন্ত মোট ১৪টি সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। (তবে, সূরা হজ্জের কিছু আয়াত মদিনায় নাজিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।)
- এই সমস্ত সূরায় অস্বীকৃতির ইতিহাস, তার পরিণাম, কারণ, সমাধান, ঐতিহাসিক উদাহরণ, এবং যুক্তিবাদী ও বৈশ্বিক সত্যের আলোকে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষের চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে তাদের ভাবতে বাধ্য করা হয়েছে।

ইউনিট নং ২

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ১-২: এখানে বলা হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষকে সতর্ক করুন এবং যারা ঈমান আনে তাদের সুসংবাদ দিন। কিন্তু কাফির, মুশরিক, এবং মুনাফিকরা তাঁর উপহাস করেছিল। তারা তাঁকে জাদুকর বলেছে এবং কেউ কেউ এই সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে একজন মানুষ কীভাবে রাসুল হতে পারে। এ কারণে তাদের কঠোরভাবে ভর্ৎসনা ও সতর্ক করা হয়েছে।

ইউনিট নং ২-এর বিষয়বস্তু

- ওহি এবং রাসুলের মানুষ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা এবং মুশরিকদের এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি। (১-২)

ইউনিট নং ৩

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৩-৬: এখানে সম্পূর্ণ সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি একাই সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামতও এই সৃষ্টিরই একটি অংশ। এরপর আল্লাহর মহত্ব ও ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি সৃষ্টির কণায় কণায় আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পরিচয় বিদ্যমান।

ইউনিট নং ৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর মহত্ত্ব, তাঁর একত্ববাদ এবং শক্তির প্রমাণ। ৩-৬)

ইউনিট নং ৪

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৭-১০: এই অংশে আজ্ঞাবহ ও অবাধ্য ব্যক্তিদের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। যারা কিয়ামতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাদের নিকৃষ্ট, নির্বোধ ও মূর্খ হিসেবেবর্ণনা করা হয়েছে। আর যারা কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা সৌভাগ্যবান এবং সফল।

ইউনিট নং ৪-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতকে অস্বীকারকারীগণ ও তাদের পরিণাম। (৭-৮)
- মুমিনদের কিছু গুণাবলি এবং তাদের পুরস্কারের আলোচনা। (৯-১০)

ইউনিট নং ৫

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ১১-১৪: এই অংশে আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, মুমিনরা সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। এখানে কুরাইশের কাফির এবং মক্কার মুশরিকদের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, কীভাবে অতীতের জাতিগুলো নবী ও রাসুলদের অস্বীকার করার কারণে শাস্তি পেয়েছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তবে, আল্লাহর দয়া তাঁর রোষের ওপর প্রাধান্য পায়। এরপরও তারা তাড়াহুড়া করে শাস্তি চায়। আল্লাহর নিয়ম হলো, প্রথমে তিনি সুযোগ দেন, তারপর হঠাৎ শাস্তি দেন। তাঁর শাস্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তাই মুমিনদের তওবা এবং ইস্তিগফারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৫-এর বিষয়বস্তু

- অধিকাংশ মানুষের প্রবৃত্তি ও আচরণ। (১১-১২)
- জালিমদের ধ্বংস করার এবং মুমিনদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর নীতি। (১৩-১৪)

ইউনিট নং ৬

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ১৫-১৮: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরাইশের কাফিররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, কুরআনের আয়াতগুলো পরিবর্তন করুন বা অন্য কোনো আয়াত দিয়ে সেগুলো প্রতিস্থাপন করুন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এর বিরোধিতা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, মুশরিকরা দাবি করত যে, যাদের তারা উপাসনা করে, তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। কুরআন এই ধারণার স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করেছে।

ইউনিট নং ৬-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি, এবং এতে পরিবর্তন আনা নবীর জন্য অনুমোদিত নয়। (১৫-১৭)
- মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং তাদের দাবির প্রতিবাদ। (১৮-২০)

ইউনিট নং ৭

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ১৯-২৪: এই অংশে বলা হয়েছে যে মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। যখন সত্য সামনে আসে, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে আর ইসলাম ছেড়ে নিজেদের ধর্ম তৈরি করে। অথচ মানুষের উচিত একমাত্র সত্য ধর্মে স্থির থাকা এবং

এক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে পড়ে থাকে এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতি নেয় না।

ইউনিট নং ৭-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং তাদের প্রতিবাদ। (১৮-২০)
- সুখ ও দুঃখে মানুষের স্বভাব। (২১-২৩)
- পার্থিব জীবনের উদাহরণ। (২৪)

ইউনিট নং ৮

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ২৫-৩০: এই অংশে মানুষকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পাপীদের জন্য বলা হয়েছে যে, তাদের চেহারা কালো হবে এবং লজ্জা তাদের গ্রাস করবে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে হাশরের ময়দানের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সেদিন মুমিন, কাফির, সৎ-অসৎ, মানুষ ও জিন সবাই উপস্থিত থাকবে। সেদিন সমস্ত ফয়সালার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে এবং তিনি সেদিন পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

ইউনিট নং ৮-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর পথনির্দেশ এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। (২৫-২৬)
- কিয়ামতের দিন পাপী এবং মুশরিকদের শাস্তির বিবরণ। (২৭-৩০)

ইউনিট নং ৯

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৩১-৩৬: এ অংশে তাওহিদের বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং পুনরুত্থানের (বা'স বা'দাল মাউত) বিষয়টি স্বাভাবিক ও যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থাপন, তাওহিদের সমর্থন এবং শিরকের খণ্ডন। (৩১-৩৬)

ইউনিট নং ১০

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৩৭-৪৪: এ অংশে কাফিরদের পক্ষ থেকে কুরআনের প্রতি করা অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের জানিয়ে দিন তাদের কাজ তাদের সঙ্গেই থাকবে, আর নবীর কাজ তাঁর সঙ্গে।

ইউনিট নং ১০-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ: তারা যেন কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করে আনে। (৩৭-৪৪)

ইউনিট নং ১১

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৪৫-৫৬: এই অংশে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে আর মুশরিক ও কাফিরদের জন্য ভয়ংকর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের হাশরের বিষয়ে অবগত করা এবং তা অস্বীকার করার পরিণাম। (৪৫-৫৬)

ইউনিট নং ১২

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৫৭-৬১: এ অংশে কুরআনের বিশেষত্ব, উদ্দেশ্য এবং শরীয়তের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১২-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন এবং এর গুরুত্বের আলোচনা। (৫৭-৫৮)
- মুশরিকদের মিথ্যাচার এবং তার জবাব। (৫৯-৬০)
- আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। (৬১)

ইউনিট নং ১৩

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৬২-৭০: এ অংশে আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয় ও তাদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। একইসঙ্গে, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর মালিকানাধীন এবং এতে কারো অংশীদারিত্ব নেই, তা তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর বন্ধু কারা এবং তাদের প্রতিদান কী। (৬২-৬৪)
- মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ। (৬৫-৭০)

ইউনিট নং ১৪

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৭১-৭৪: এই অংশে নূহ (আ.) এবং তাঁর জাতির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এরপর আরও জানানো হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর পরও নবুয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। অন্যান্য নবীগণও আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাঁদের সঠিক পথে আহ্বান করেছিলেন।

ইউনিট নং ১৪-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.)-এর কাহিনী। (৭১-৭৪)

ইউনিট নং ১৫

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৭৫-৯৩: এই অংশে বর্ণিত হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখানে বলা হয়েছে, মুসা (আ.) এবং ফেরাউন ও তার জাদুকরদের মধ্যকার সেই স্মরণীয় প্রতিযোগিতার কথা। জাদুকরদের অধিকাংশই ঈমান এনেছিল। কিন্তু ফেরাউন তার অহংকারে অটল থাকল। অবশেষে, আল্লাহর শাস্তি যখন তাকে গ্রাস করল এবং সে ডুবতে শুরু করল, তখন সে আর্তনাদ করে বলল, "আমি মুসার প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম।" কিন্তু আল্লাহর একটি কঠিন নিয়ম আছে—মৃত্যুর সময়, যখন আত্মা বের হওয়ার মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন ঈমান গ্রহণ করা কবুল করা হয় না। ফেরাউনের পরিণাম ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। সমুদ্র তাকে গ্রহণ করেনি, মাটিও তাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। বরং আল্লাহ তাআলা তার দেহকে সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছিলেন, যেন তা সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি চিরস্থায়ী শিক্ষা এবং উপদেশ হয়ে থাকে।

ইউনিট নং ১৫-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.)-এর কাহিনী, ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনীর পরিণতি। (৭৫-৯৩)

ইউনিট নং ১৬

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ৯৪-১০০: এই অংশে কুরআন মাজিদের সত্যতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও, ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি এমন একমাত্র জাতি, যারা সত্যের প্রতি ফিরে এসে তাওবা করেছিল, আর আল্লাহ তাদের তাওবা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, তাদের ওপর নেমে আসা শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কেননা তারা ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিল। এরপর ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর পরীক্ষার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তদপরবর্তী অংশে আল্লাহ তাআলার অসীম প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর প্রজ্ঞার গভীরতা কোনো সৃষ্টিই পুরোপুরি অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। তাঁর সব প্রজ্ঞা গোপন ও অদৃশ্য, যা কেবল তিনিই জানেন।

ইউনিট নং ১৬-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন সত্য এবং যারা এর বিরোধিতা করবে, তাদের জন্য সতর্কবাণী। (৯৪-৯৭)
- ইউনুস (আ.) এবং তাঁর জাতির কাহিনী। (৯৮)
- সৃষ্টিজগতে আল্লাহর ইচ্ছাই চলে। (৯৯-১০০)

ইউনিট নং ১৭

একাদশ পারা, সূরা ইউনুস (সূরা নং ১০), আয়াত ১০১-১০৯: এই অংশে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে আর যারা তা গ্রহণ করবে না, তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করবে। একই সঙ্গে, নাফরমানদের জন্য শাস্তির ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৭-এর বিষয়বস্তু

- চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান করার শিক্ষা। (১০১-১০২)
- নবী ও রসূলদের সাথে মুমিনদের মুক্তি। (১০৩)
- বিশ্বাস ও ইবাদতে আল্লাহর একত্ববাদ। (১০৪-১০৭)
- নবী করিম (সা.) এবং সর্বসাধারণের জন্য ইলাহি শিক্ষা যে, ইসলামই সত্য এবং এর অনুসরণ আবশ্যক। (১০৯)

سورة هود

সূরা হুদ

নবী হুদ (আ.)	The Prophet Hood
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	
এই সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে	

কিছু লক্ষ্য

- এ সূরার প্রধান লক্ষ্য হলো সংশোধনের কাজে অটল থাকা।[1]
- অবহেলা বা উদাসীনতা ছাড়াই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।
- যে সূরা কোনো নবীর নামে শুরু হয়, সেই নবীর বিশেষ ঘটনা ও কার্যাবলি উক্ত সূরায় বিশদভাবে আলোচিত হয়।
- রসুলুল্লাহ (সা.) এ সূরার প্রসঙ্গে বলেছেন: **"শাইয়াবাতনি হুদ ওয়া ইখওয়ানুহা"** (সূরা হুদ এবং এর মতো সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে) (সহীহুল জামি': ৩৭২০)[2]
- এই সূরায় সাতজন নবীর (নূহ, হুদ, সালেহ, লুত, শুয়াইব, মূসা, এবং হারুন) ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা তাঁদের জাতির অত্যাচার সত্ত্বেও কীভাবে সংশোধনের কাজ চালিয়ে গেছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে।
- এই কাহিনীগুলোর উদ্দেশ্য হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া এবং তাঁর জন্য শক্তি ও সাহসের উৎস হওয়া। (১২০)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা ইউনুসে বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হলেও সূরা হুদে সেগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

الرَّكِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

---

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: মাআ'লিম ফী ত্বারীকিল ইসলাহ, আব্দুল আযিয ইবনে মুহাম্মাদ সাদহান।

[2] (বিস্তারিত জানার জন্য ইবনে কাসির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০২-এ দেখুন।)

(এটি একটি গ্রন্থ, যার আয়াতগুলো সুসংহত এবং বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।)

ইউনিট নং ১৮

একাদশ পারা, সূরা হুদ (সূরা নং ১১), আয়াত ১-৫: এই অংশে কুরআনের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কুরআন এমন একটি গ্রন্থ, যা সুসংহত ও বিশদ আয়াতের সমষ্টি। কুরআনের প্রতিটি আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ এবং সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। এমনকি অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা বিষয়ও তাঁর কাছে প্রকাশ্য। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুর খবর রাখেন।

ইউনিট নং ১৮-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের উৎস, এর গুরুত্ব, এবং মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা। (১-৫)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ

১২

দ্বাদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

দ্বাদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দ্বাদশ পারা: ওয়ামা মিন দাব্বাহ / " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ "

উলামায়ে কেরাম দ্বাদশ পারা "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ"-কে ১৭টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

দ্বাদশ পারা "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ"-এর আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা হূদ		
১	৬-১১	একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জীবিকা দান করেন। সৃষ্টিজগতের অপূর্ব সুষমা ও বিন্যাসের বর্ণনা। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন পাপ ও দুর্বলতার আলোচনা।
২	১২-১৭	আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। কুরআন মজিদের অলৌকিকত্বের প্রমাণ। রিয়া বা লোক দেখানো আমলের ক্ষতি। মুমিনের গুণাবলির বর্ণনা।
৩	১৮-২৪	যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের ভয়াবহ পরিণতি। জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী এবং তাদের গুণাবলীর বর্ণনা।
৪	২৫-৪৯	নূহ (আঃ)-এর জাতির বিস্তারিত ঘটনা।
৫	৫০-৬০	হূদ (আঃ)-এর জাতির অবাধ্যতার বর্ণনা।
৬	৬১-৬৬	সালিহ (আঃ) ও তাঁর জাতি সামূদ আর উটনির ঘটনা।
৭	৬৭-৭৬	ইব্রাহিম (আঃ)-এর ফেরেশতাদের সঙ্গে সংলাপ এবং তাঁকে সন্তান দানের সুসংবাদ।
৮	৭৭-৮৩	লূত (আঃ)-এর জাতির ওপর শাস্তি অবতারণ।
৯	৮৪-৮৬	মাদয়ানবাসীদের কাছে শুআইব (আঃ)-এর প্রেরণ, যেখানে তিনি তাদের মাপে কম দেওয়ার দোষ থেকে বিরত থাকতে বলেন।
১০	৮৭-৯৫	মাদয়ানবাসীরা শুআইব (আঃ)-এর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় তাদের ওপর শাস্তি নেমে আসে।
১১	৯৬-৯৯	ফেরাউন ও তার জাতির ওপর শাস্তি এবং অভিশাপ নেমে আসে।
১২	১০০-১২৩	সূরা হূদের শেষ আয়াতসমূহে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা এবং তাদের ওপর প্রেরিত শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এতে জান্নাতবাসী ও

		জাহান্নামবাসীদের আলোচনা করা হয়েছে। সূরার শেষে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর, যিনি সর্বোচ্চ শাসক।
সূরা ইউসুফ		
১৩	১-৩	কুরআনের অলৌকিকত্ব ও কুরআনের পরিচয় এবং আরবি ভাষায় এর অবতারণের আলোচনা।
১৪	৪-৬	ইউসুফ (আঃ)-এর গল্পের সূচনা, ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর পক্ষে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।
১৫	৭-১৮	ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের সঙ্গে যাওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।
১৬	১৯-৩৪	ইউসুফ (আঃ)-এর মিসরের শাসকের প্রাসাদে অবস্থান এবং পরে কারাগারে যাওয়ার বর্ণনা।
১৭	৩৫-৫৩	কারাগারে ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন ব্যাখ্যার ঘটনা এবং মিসরের শাসকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান। ইউসুফ (আঃ)-এর উচ্চ পদে (মন্ত্রীত্বে) নিযুক্ত হওয়ার বিবরণ।

ইউনিট নম্বর ১

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১)-এর আয়াত ৬ থেকে ১১: এই অংশে বলা হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টজীবের রিজিক দানকারী একমাত্র আল্লাহ। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ তাআলা মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, এর আগে আল্লাহর আরশ পানির ওপর ছিল। এরপর সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন পাপ ও দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মুমিনের নম্রতা ও বিনয় এবং কাফিরের অস্থির প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর অনুগ্রহ, জ্ঞান এবং তাঁর ক্ষমতার বিশালতা। (৬-৭)
- আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে মুশরিকদের মনোভাব এবং তাদের শাস্তি (৮-১০)
- আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে মুমিনদের মনোভাব এবং তাদের পুরস্কার। (১১)

ইউনিট নম্বর ২

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১)-এর আয়াত ১২ থেকে ১৭: এ অংশে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কাফিরদের উপহাস ও বিরোধিতার প্রতি তিনি যেন

মনোযোগ না দেন। কুরআন মাজিদকে একটি অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এছাড়া লোক দেখানো আমল, তা বৃথা যায়। মুমিনের গুণাবলি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মুমিন প্রকৃতিতে অবিচল থাকে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর একত্ববাদ মেনে চলে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের বিরোধিতার কারণে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোকষ্ট এবং আল্লাহর নির্দেশনা। (১২)
- কাফির ও মুশরিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ – তারা যেন কুরআনের মতো একটি বাক্য উপস্থাপন করে। (১৩-১৪)
- কাফিররা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়, আর তাদের শাস্তির বিবরণ। (১৫-১৬)
- মুমিন ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না। (১৭)

ইউনিট নম্বর ৩

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ১৮ থেকে ২৪: এই অংশে আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের ভয়ানক পরিণতি এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বলা হয়েছে, নেক ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাত, যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাদের জান্নাতের উত্তরাধিকারীও বলা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- কাফিরদের এবং তাদের কিছু গুণাবলি। (১৮-২২)
- মুমিনদের এবং তাদের কিছু গুণাবলি। (২৩)
- মুমিন ও কাফিরের উদাহরণ। (২৪)

ইউনিট নম্বর ৪

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ২৫ থেকে ৪৯: এই অংশে নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আদম (আঃ)-এর পর প্রথম রসূল হিসেবে নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁর জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানান। নূহ (আঃ)-এর জাতি শাস্তি দাবিতে তাড়াহুড়া করে। আল্লাহর নির্দেশে নূহ (আঃ) একটি নৌকা প্রস্তুত করেন এবং আল্লাহর নামে তাতে আরোহণ করেন। আল্লাহর নির্দেশে নৌকাটি নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে। এই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে ওহির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহর নবীকে উপহাস

করত এবং দাবি করত যে, এসব কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রচনা করেছেন। আল্লাহ নবীকে নির্দেশ দেন যে, তিনি সাফ জানিয়ে দিন—যদি এগুলো আমি রচনা করে থাকি, তবে এর পাপ আমার ওপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের ওপর।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হূদ, সালিহ, ইব্রাহিম, লূত্ব, শুআইব, মুসা (আ.)-এর ঘটনা। (২৫-৯৯)

ইউনিট নম্বর ৫

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ৫০ থেকে ৬০: এই অংশে হূদ (আঃ)-এর জাতির অবাধ্যতার বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হূদ, সালিহ, ইব্রাহিম, লূত, শুআইব এবং মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। (২৫-৯৯)

ইউনিট নম্বর ৬

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ৬১ থেকে ৬৮: এই অংশে আলোচিত হয়েছে, সালিহ (আঃ)-এর জাতি (সামুদ) কেমনভাবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিল এবং সেই প্রসঙ্গে উষ্ট্রীর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হূদ, সালিহ, ইব্রাহিম, লূত, শুআইব এবং মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। (২৫-৯৯)

ইউনিট নম্বর ৭

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ৬৯ থেকে ৭৬: এই অংশে ইবরাহিম (আঃ)-এর অতিথি হিসেবে আগত ফেরেশতাদের সাথে কথোপকথনের কথা বলা হয়েছে। ইবরাহিম (আঃ) প্রথমে ভয় পেয়ে যান। পরে তাঁরা তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ দেন। ইসহাক (আঃ)-এর পরবর্তী প্রজন্মে ইয়াকুব (আঃ)-এর আগমনের কথাও জানান। যখন ইবরাহিম (আঃ) জানতে পারেন যে, ফেরেশতারা মূলত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ওপর শাস্তি দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে, তিনি লূত (আঃ)-এর জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু ফেরেশতারা জানান যে, লূত (আঃ) এবং তাঁর পরিবারকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার পরই সেই সম্প্রদায়ের ওপর শাস্তি কার্যকর হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, তুমি এখন মুখ ফিরিয়ে নাও। আল্লাহ্র

আদেশ কার্যকর হবেই। এখন আযাব ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। ইবরাহিম (আঃ) সবসময় শান্ত, নম্র এবং আল্লাহর আদেশ পালনে আন্তরিক ছিলেন।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হূদ, সালিহ, ইবরাহিম, লূত, শুআইব এবং মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী। (২৫-৯৯)

ইউনিট নম্বর ৮

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ৭৭ থেকে ৮৩: এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা ইবরাহিম (আঃ)-এর গৃহ ত্যাগ করে লূত (আঃ)-এর কাছে পৌঁছানন এবং তাঁকে সেই সম্প্রদায় থেকে বের করে নিয়ে যান। পরবর্তীতে ভোরের সূর্যোদয়ের সময়, লূত সম্প্রদায়ের ওপর ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসে। সাদূম নামের শহরটিকে নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয় এবং তাদের ওপর ভারী পাথর নিক্ষেপ করা হয়, প্রতিটি পাথরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। তাদের অপকর্মের ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হূদ, সালিহ, ইবরাহিম, লূত, শুআইব এবং মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী। (২৫-৯৯)

ইউনিট নম্বর ৯

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ৮৪ থেকে ৮৬: এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুআইব (আঃ)-কে মাদয়ানবাসীর কাছে পাঠানো হয়। তিনি তাদের সঠিক ওজন এবং পরিমাপ বজায় রাখতে নির্দেশ দেন। তবে মাদয়ানবাসীরা শুআইব (আঃ)-এর কথার বিরোধিতা করে।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হূদ, সালিহ, ইবরাহিম, লূত, শুআইব এবং মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী। (২৫-৯৯)

ইউনিট নম্বর ১০

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ৮৭ থেকে ৯৫: এই অংশে বলা হয়েছে যে, শুআইব (আঃ) মাদয়ানবাসীকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তবে তারা বলেছিল, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করবে না। শুআইব (আঃ)-এর দাওয়াত তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু তিনি তবুও তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর শত্রুতা করার ফলে তারা নিজেদের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু তারা অনড় ছিল। অবশেষে, নির্ধারিত সময় শেষে তাদের

ওপর শাস্তি নেমে আসে। এক ভয়ঙ্কর শব্দে সকালের প্রথম প্রহরে তারা সবাই নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে মাদয়ানবাসীরা আল্লাহর শাস্তির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হূদ, সালিহ, ইবরাহিম, লূত, শুআইব এবং মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী। (২৫-৯৯)

ইউনিট নম্বর ১১

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ৯৬ থেকে ৯৯: এই অংশে সংক্ষেপে মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের নেতা ছিল এবং জাহান্নামেও সে তার সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে পরিচিত হবে। ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে নিয়ে জাহান্নামের এমন একটি স্থানে যাবে, যেখানে তাদের কঠিন আগুনের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। পৃথিবীতেও ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় অভিশপ্ত ছিল এবং জাহান্নামেও তারা অভিশপ্ত থাকবে।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- নূহ, হূদ, সালিহ, ইবরাহিম, লূত, শুআইব এবং মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী। (২৫-৯৯)

ইউনিট নম্বর ১২

দ্বাদশ পারা, সূরা হূদ (সূরা নম্বর ১১), আয়াত ১০০ থেকে ১২৩: এই অংশে আল্লাহ তাঁর নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, যাদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছিল, তাদের কিছু জনপদ এখনো বিদ্যমান, তবে অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তাদের উপর জুলুম করিনি। তাদের ওপর যে শাস্তি এসেছে, তা তাদের নিজ কর্মের ফল। এটি হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বের ফল আর এই হক ও বাতিলের লড়াই আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আজ অবধি চলছে। তবে হক সর্বদা বিজয়ী হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যারা নবীদের আনুগত্য করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা অবাধ্য হয়েছে, তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। এরপর ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে সঠিক পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে নামাজের যত্ন নেওয়া, পাপকাজ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকাজের আদেশ দেওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত হয়, তারাই হিদায়াত পায়। সূরাটির সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে এবং তিনিই সর্বোচ্চ শাসক।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর নীতি যে, ধ্বংস করার আগে তিনি সময় দেন। (১০০-১০২)
- কিয়ামতের দিনের কিছু চিত্র উপস্থাপন। (১০৩-১০৯)
- কুরআনে মতভেদ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেভাবে মুসা (আ.)-এর জাতি তাওরাত নিয়ে মতভেদ করেছিল। (১১০-১১১)
- নবী (সা.) ও মুমিনদের ধৈর্য, নামাজ এবং দৃঢ়তার নির্দেশ। (১১২-১১৫)
- পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের কারণ তাদের অবাধ্যতা। (১১৬-১১৯)
- কুরআনের কাহিনীর উদ্দেশ্য: নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া, মুমিনদের উপদেশ, এবং কাফিরদের ভীতি প্রদর্শন। (১২০-১২৩)

سورة يوسف

সূরা ইউসুফ

নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম	The Prophet Joseph

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা

এই সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে

কিছু লক্ষ্য

- আল্লাহর পরিকল্পনার ওপর ভরসা রাখা (ধৈর্য ধারণ করো, হতাশ হয়ো না)।[1]
- এই সূরা একটি স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে শুরু হয় এবং তার ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ হয়। (আয়াত ৪ এবং ১০০)।
- ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তাঁর জীবনের ঘটনা উত্থান-পতনের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে।

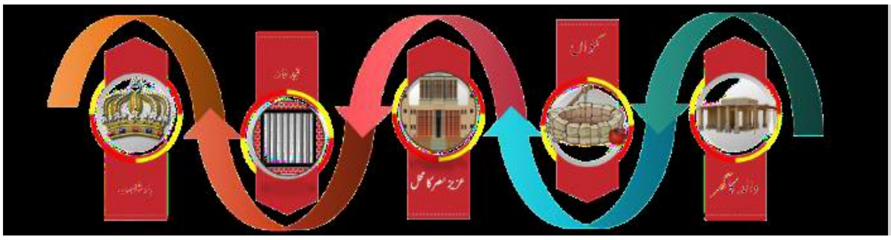

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।
- নবী (সা.) এবং ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। নবী করিম (সা.)-কেও নিজ জাতি এবং কুরাইশ গোত্রের লোকদের দ্বারা মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর মদিনায় হিজরত করে, আপনি নেতৃত্ব লাভ করেন। এক সময় এমনও আসে যখন আপনি কুরাইশের লোকদের ক্ষমা করে দেন এবং لا تثريب عليكم اليوم (আজ তোমাদের প্রতি কোনো প্রতিশোধ নেই) বলে ঘোষণা করেন।[2]
- এই সূরায় যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'আহসানুল কাসাস' (সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী) বলা হয়েছে।[3]

---

[1] *شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد*- সালেহ বিন আবদুল আজিজ আল শায়খ

[2] প্রণিধান করুন: মাক্কাতু বালাদুল্লাহ আল-হারাম, আব্দুল মালিক আল-কাসিম।

[3] প্রণিধান করুন: ১০০ ফাইদাহ মিন সূরাতি ইউসুফ, শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ মুনজিদ।

- উপদেশ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রেক্ষিতে দেশ ও শাসক এবং উলামাদের আলোচনা করা হয়েছে আর জ্ঞান এবং ক্ষমতার তুলনা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞানের মর্যাদা সর্বদা শীর্ষে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফ উভয়ই নবী করিম (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। এই দুই সূরার অবতরণের সময়কাল এক।

ইউনিট নম্বর ১৩

দ্বাদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নম্বর ১২)-এর আয়াত ১ থেকে ৩: এই অংশে কুরআনের অলৌকিকত্ব এবং কুরআনের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আমি এ কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের গুণাবলি এবং এর আহসানুল কাসাস (সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনা) হওয়ার প্রমাণ। (১-৩)

ইউনিট নম্বর ১৪

দ্বাদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নম্বর ১২), আয়াত ৪-৬: এই অংশে ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনির সূচনা হয়েছে। ইউসুফ (আ.) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, এগারোটি তারা, সূর্য ও চাঁদ তাঁকে সিজদা করছে। ইউসুফ (আ.)-এর এই স্বপ্ন শুনে তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.) তাঁকে বলেন, "তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে প্রকাশ করো না।" ইয়াকুব (আ.) স্বপ্ন শুনে বুঝতে পারেন যে, ইউসুফ (আ.)-কে ভবিষ্যতে নবুওয়াত দান করা হবে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন এবং তাঁর পিতার মতামত। (৪-৬)

ইউনিট নম্বর ১৫

দ্বাদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নম্বর ১২), আয়াত ৭-১৮: এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে এসে বলে, "আমরা ইউসুফ (আ.)-এর শুভাকাঙ্ক্ষী। তাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন।" ইয়াকুব (আ.) বলেন, "আমার ভয় হয় যে, তোমাদের কাছ থেকে তাকে একটি নেকড়ে খেয়ে ফেলতে পারে।" এরপর তারা কৌশলে ইউসুফ (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং তাকে কূপে

ফেলে দেয়। রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে জানায় যে, "একটি নেকড়ে ইউসুফ (আ.)-কে খেয়ে ফেলেছে।" তারা ইউসুফ (আ.)-এর শার্ট রক্তে মাখিয়ে প্রমাণ হিসেবে দেখায়। ইয়াকুব (আ.) অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, "যখন নেকড়ে আক্রমণ করে, তখন ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর শার্ট অক্ষত রয়েছে।" তিনি তাদের ধোঁকাবাজি বুঝে যান।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের তাঁকে কূপে ফেলার ঘটনা। (৭-১০)
- তাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করার বিবরণ। (১১-১৮)।

ইউনিট নম্বর ১৬

দ্বাদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নম্বর ১২), আয়াত ১৯-৩৪: এ অংশে বলা হয়েছে, যখন ইউসুফ (আ.)-কে তার ভাইয়েরা কূপে ফেলে রেখে যায়, তখন একটি কাফেলা সেই কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা পানি তোলার জন্য একটি ডোল নামায় এবং ডোল তোলার সময় ইউসুফ (আ.)-কে পায়। তারা তাঁকে মিসরের শাসকের কাছে বিক্রি করে দেয়। মিসরের শাসক ইউসুফ (আ.)-কে সম্মানের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে রাখেন। তবে একদিন শাসকের স্ত্রী ইউসুফ (আ.)-কে পরীক্ষায় ফেলেন। ইউসুফ (আ.) পরিষ্কারভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অপমানিত হয়ে তিনি ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেন এবং তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- ইউসুফ (আ.)-এর কূপ থেকে উদ্ধার এবং মিসরে বিক্রি হওয়ার ঘটনা। (১৯-২০)
- ইউসুফ (আ.)-এর মিসরে অবস্থান এবং শাসকের স্ত্রীর ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা। (২১-২৯)
- শাসকের স্ত্রীর ঘটনার প্রচার এবং তার অবস্থান স্পষ্ট করা।
- ইউসুফ (আ.)-কে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা। (৩০-৩৫)

ইউনিট নম্বর ১৭

দ্বাদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নম্বর ১২), আয়াত ৩৫-৫৩: এ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ.)-কে কারাগারে পাঠানো হয়। কারাগারে তাঁর সাক্ষাৎ হয় রাজপ্রাসাদের রাঁধুনি ও মদ পরিবেশনকারীর সঙ্গে। সেখানে ইউসুফ (আ.) তাওহিদের দাওয়াত দিতেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। তিনি রাজপ্রাসাদের রাঁধুনি ও মদ পরিবেশনকারীকেও তাওহিদের দিকে আহ্বান জানান এবং তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন। এরপর মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখেন,

যার ব্যাখ্যা জানতে তিনি ইউসুফ (আ.)-এর কাছে লোক পাঠান। ইউসুফ (আ.) তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন এবং কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে তার পরামর্শও দেন। ইউসুফ (আ.)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেখে মিসরের বাদশাহ তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং তঁকের নির্দোষ প্রমাণ করেন। এরপর ইউসুফ (আ.)-কে মিসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- ইউসুফ (আ.)-এর কারাগারের ঘটনা। (৩৬-৪২)
- মিসরের বাদশাহর স্বপ্ন এবং ইউসুফ (আ.)-এর তা ব্যাখ্যা করার বিবরণ। (৪৩-৪৯)
- বাদশাহর আদেশে ইউসুফ (আ.)-কে কারাগার থেকে মুক্ত করার এবং তাঁর নির্দোষ প্রমাণের ঘটনা। (৫০-৫৩)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

وما أبري

১৩

ত্রয়োদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

ত্রয়োদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ত্রয়োদশ পারা: ওয়ামা উবাররিউ / وما أبرئ

উলামায়ে কেরাম ত্রয়োদশ পারা, "ওয়ামা উবাররিউ"-কে মোট ১৭টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন। এই পারাটিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে সূরা ইউসুফের শেষ আয়াতগুলো, দ্বিতীয় ভাগে সূরা রা'দ, এবং তৃতীয় ভাগে সূরা ইব্রাহিম অন্তর্ভুক্ত। নিচে ইউনিট অনুযায়ী আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো:

ইউনিট অনুযায়ী ত্রয়োদশ পারা "ওয়ামা উবরিউ"-আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা ইউসুফ		
১	৫৩-৫৭	মিশরের আজিজ (শাসক) ইউসুফ (আ.)-কে ধনভাণ্ডার ও শস্য বিতরণের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।
২	৫৮-৯৭	শস্য বিতরণ ও ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের সঙ্গে পুনর্মিলন।
৩	৯৮-১০২	ইউসুফ (আ.)-এর ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
৪	১০৩-১১১	উপদেশ ও নির্দেশনার বর্ণনা, আর কুরআন মাজিদ পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে।
সূরা রা'দ		
৫	১-২	বিশ্বের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার বর্ণনা।
৬	৩-৪	নিম্নজগৎ, বিশেষ করে পৃথিবীকে সৌন্দর্যে সজ্জিত করার বিষয়টির উল্লেখ।
৭	৫-১১	বিশ্বের সৌন্দর্যের সাথে পরকাল সম্পর্কে চিন্তা ও ভাবনার আহ্বান।
৮	১২-১৩	বিদ্যুতের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এবং বৃষ্টির সঞ্চালন ব্যবস্থার উল্লেখ।
৯	১৪-২৯	তাওহীদের দাওয়াত, আল্লাহর মহৎ সাম্রাজ্যের বর্ণনা। মুমিন ও মুনাফিককে আলো ও অন্ধকারের রূপক দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সত্য ও মিথ্যার গুণাবলী, মুমিন ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা। জান্নাতের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এবং জীবিকা ব্যবস্থার বর্ণনা।
১০	৩০-৪৩	আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

		কুরআনের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত, এ কথার উল্লেখ। অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা। প্রত্যেক কাজের সময় নির্ধারিত। অবিশ্বাসীদের লজ্জাজনক কাজের বিবরণ এবং নবুওয়াতকে অস্বীকৃকারীদের কথা।
সূরা ইব্রাহিম		
১১	১-৪	কুরআনের প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা। প্রতিটি জাতিকে তাদের মাতৃভাষায় কিতাব দেওয়া হয়েছে।
১২	৫-৮	রসূলগণের কর্মপদ্ধতি এবং মূসা আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত নিদর্শন ও অলৌকিক ক্ষমতার উল্লেখ।
১৩	৯-১৭	নবী-রসূলগণ আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন, সেসবের উল্লেখ। হজরত মূসা (আঃ) ও হজরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা, আর আদ জাতি, নূহের জাতি ও সামুদ জাতির পরিণতির বিবরণ। জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার আলোচনা।
১৪	১৮-৩১	জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের বিবরণ। শয়তানের ভাষণ সম্পর্কেও বর্ণনা। কালিমার উদাহরণ হিসেবে পবিত্র বৃক্ষের তুলনা, কবরের শাস্তির আলোচনা, মুশরিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকির কথা আর মানবিকতা ও উত্তম আচরণের আলোচনা।
১৫	৩২-৩৪	আল্লাহর অগণিত নিয়ামত ও মহাবিশ্বের বিশালত্বের বর্ণনা। তাওহিদে রুবুবিয়াত, তাওহিদে উলুহিয়াত এবং আল্লাহর পরিচিতি। হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর মতো কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার উপদেশ।
১৬	৩৫-৪১	ইব্রাহিম (আ.)-এর দুআর উল্লেখ।
১৭	৪২-৫২	কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী এবং সকল মানুষ ও জিনের ওপর আল্লাহর আনুগত্য বাধ্যতামূলক হওয়ার ঘোষণা।

ইউনিট নং ১:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নম্বর ১২)-এর আয়াত ৫৩-৫৭: এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ইউসুফ (আ.) মিসরের শাসকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন এবং করণীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, তখন মিসরের রাজা তাঁকে একটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর বিষিষ্ট পরামর্শদাতা বানান। এরপর ইউসুফ (আ.)-কে মিসরের অর্থভাণ্ডারের দায়িত্ব

দেওয়া হয় এবং মিসরের খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করা হয়।

ইউনিট নং ১-এর বিষয়বস্তু:

- ইউসুফ (আ.)-এর কারাগার থেকে মুক্তি এবং পৃথিবীর অর্থভাণ্ডারের দায়িত্ব চাওয়া ও পাওয়ার বর্ণনা। (৫১-৫৭)

ইউনিট নং ২:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নম্বর ১২)-এর আয়াত ৫৮-৯৭: এই অংশে একটি অসাধারণ ও শিক্ষণীয় কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় তুলে ধরেছেন। ইউসুফ (আ.) মিসরের খাদ্যমন্ত্রী হয়ে সাত বছর ধরে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেন। এরপর যখন দুর্ভিক্ষের বছর শুরু হয়, তিনি সেই সংগৃহীত শস্য বিতরণ করতে শুরু করেন। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইরা যখন জানতে পারেন যে, মিসরের এক শাসক দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্তদের খাদ্য বিতরণ করছেন, তখন তারা তাদের পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মিসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা জানত যে, শাসক মালপত্রের বিনিময়ে শস্য প্রদান করছেন। তাই কিছু মালপত্র সংগ্রহ করে তারা মিসরের উদ্দেশে রওনা দেন। মিসরে পৌঁছে যখন ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তারা হাজির হলেন, তিনি এক নজরেই তাদের চিনে ফেলেন। তবে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। বরং তাদের সম্মান ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করেন এবং রাজপ্রাসাদের অতিথি হিসেবে সম্মানিত করেন। পরে একান্তে নিজের ছোটো ভাইকে নিজের পরিচয় দেন এবং তা গোপন রাখার নির্দেশ দেন। বিদায়ের সময় তাদের সবাইকে শস্য বিতরণ করা হয়। কিন্তু ছোটো ভাইয়ের শস্যের মধ্যে তিনি একটি রাজকীয় পানপাত্র রেখে দেন। যখন তারা রওনা দিতে উদ্যত হয়, তখন ঘোষণা করা হয় যে রাজকীয় পানপাত্র চুরি হয়ে গেছে। তখন তাদের সবাইকে তল্লাশি করা হয়, এবং সেই পাত্রটি ছোটো ভাইয়ের মালপত্র থেকে পাওয়া যায়। এই অপরাধে তাঁকে সেখানে আটক রাখা হয় এবং বাকিদের চলে যেতে বলা হয়। তারা যখন বাড়ি ফিরে যায়, তখন বড়ো ভাই মিসরে থেকে যায় এবং ছোটো ভাইয়ের অবস্থাও পিতাকে জানায়। ইয়াকুব (আ.) এ দুঃখজনক সংবাদ শুনে তাদের উপর রাগ না করে ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। কিছুদিন পর ভাইয়েরা পুনরায় মিসরে গিয়ে ইউসুফ (আ.)-এর কাছে নিজেদের কষ্ট ও পিতার দুঃখ-দুর্দশার কথা জানায়। তাদের কথা শুনে ইউসুফ (আ.)-এর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তিনি তাদের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ইয়াকুব (আ.) কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে, ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে ইউসুফ (আ.)-এর জামা পাঠানো হয়। যখন সেই জামা ইয়াকুব

(আ.)-এর চোখের উপর রাখা হয়, তখন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। তিনি বুঝতে পারেন, এ জামা তার প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর।

ইউনিট নং ২-এর বিষয়বস্তু:

- ইউসুফ (আ.)-এর তাঁর ভাইদের চিনে ফেলা এবং তাঁদের ছোট ভাইকে ডেকে পাঠানোর ঘটনা ও তাঁদের টাকা ফেরত দেওয়ার বিবরণ। (৫২-৬২)
- ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের তাঁদের পিতাকে রাজি করানোর চেষ্টা, যাতে তাঁরা ছোটো ভাই বেনিয়ামিনকে মিসরে নিয়ে যেতে পারেন। (৬৩-৬৬)
- ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানদের প্রতি উপদেশ। (৬৭-৬৮)
- ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের তাঁদের ছোটো ভাইকে নিয়ে মিসরে আসা এবং ইউসুফ (আ.)-এর বিচক্ষণতার বর্ণনা। (৬৯-৭৯)
- ভাইদের একে অপরকে দোষারোপ করা এবং পিতার কাছে ফিরে তাঁদের অবস্থা জানানো। (৮০-৮২)
- ইয়াকুব (আ.)-এর তাঁদের কথায় আস্থা না রাখা, তাঁর দুঃখে অন্ধ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনার বিবরণ। (৮৩-৮৬)
- ইয়াকুব (আ.)-এর তাঁর পুত্রদের মিসরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ যেন তারা তাঁর দুই সন্তানকে সন্ধান করে, এবং ইউসুফ (আ.)-কে চিনে ফেলা ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনা। (৮৭-৯২)
- ইউসুফ (আ.)-এর নিজের জামা পাঠিয়ে তাঁর পিতার চোখে তা রাখার জন্য বলা, যাতে তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে এবং নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (৯৩-৯৮)

ইউনিট নং ৩:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নং ১২), আয়াত নং ৯৮ থেকে ১০২ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর পরিবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে। তিনি তাঁদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। যখন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন, তখন পরিবার-পরিজন সম্মানসূচকভাবে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে ইউসুফ (আঃ) বলেন, "এটি আমার শৈশবের সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ।"

ইউনিট নং ৩-এর বিষয়বস্তু:

- ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা এবং তাঁর ভাইদের তাঁর কাছে আগমন, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শৈশবের স্বপ্নের বাস্তবায়নের উল্লেখ। (৯৯-১০০)

- ইউসুফ (আঃ)-এর আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সুশুভ সমাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর প্রার্থনা। (১০১)
- ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রমাণগুলোর অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত। (১০২-১০৪)

ইউনিট নং ৪:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইউসুফ (সূরা নং ১২), আয়াত নং ১০৩ থেকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। এর পর তাওহীদের দাওয়াতের আলোচনা এসেছে। যখন নবীদের বিরোধিতা চরমে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ নবীদের জন্য সাহায্য ও বিজয়ের ব্যবস্থা করেন। নবীদের ঘটনাগুলো মুমিনদের জন্য মুক্তির এবং কাফিরদের জন্য ধ্বংসের মাধ্যম। কুরআন মাজিদের ঘটনাগুলো সত্যতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয়ই তাঁদের ঘটনার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।"

ইউনিট নং ৪-এর বিষয়বস্তু:

- মুশরিকদের আল্লাহর জমিন ও আসমানের নিদর্শনসমূহ থেকে বিমুখ হওয়া এবং তাদের খণ্ডন। (১০৫-১১০)
- কুরআনের কাহিনীগুলোর পেছনে থাকা প্রজ্ঞার বর্ণনা। (১১১)

سورة الرعد সূরা রা'দ	
বজ্রপাত	The Thunder
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	
এ সূরার মাক্কি বা মাদানি হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। মদিনার মুসহাফ অনুযায়ী এটি মাক্কি সূরা।	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরায় হকের শক্তি ও বাতিলের দুর্বলতা তুলে ধরা হয়েছে।[1]
- বলা হয়েছে, এই কুরআনের প্রভাব এতো গভীর যে, তা কেবল মানুষকে নয়, পৃথিবী, আকাশ কিংবা পাহাড়কেও প্রভাবিত করতে পারে। (আয়াত: ৩১)[2] যেসব মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগামী, তাদের সামনে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে তাদের চিন্তাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।
- প্রাচীন নিউটন ইমরাউল কায়েস, যিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করতেন, আর আধুনিক যুগের ইমরাউল কায়েস (বিজ্ঞানী নিউটন), যিনি গাছ থেকে আপেল পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সন্ধান করেছিলেন—এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় হলো, তারা সৃষ্টির অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেছেন। তবে আশ্চর্য যে, তারা সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- একজন মানুষ একটি অদৃশ্য শক্তি (মাধ্যাকর্ষণ) একটি দৃশ্যমান জিনিসের (আপেল) মাধ্যমে গ্রহণ করে, তবে এতো বিশাল এক মহাবিশ্বকে আপেলের স্থানে রেখে চিন্তা করা উচিত যে, এখানে কি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না?
- এই সূরায় তাওহিদে রুবুবিয়ত-এর ভিত্তিতে তাওহিদে উলুহিয়ত প্রমাণিত হয়েছে।
- এ সূরায় যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে (বাশীর ও নাজীর) সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহকের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে।

---

[1] বিস্তারিত জানার জন্য, তাফসীর কুরতুবি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭৯ দেখুন।

[2] আরও জানার জন্য এই বইটি পড়া উচিত: " عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة" (লেখক: সাঈদ বিন আলী বিন ওহফ আল-কাহতানি)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা ইউসুফে ঐতিহাসিক যুক্তির মাধ্যমে হক প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের খণ্ডন করা হয়েছে, আর সূরা রা'দে প্রকৃতি ও যুক্তির আলোকে হক উদ্ভাসিত হয়েছে এবং বাতিলকে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- এই দুই সূরা এমন সময় নাজিল হয়েছিল যখন মক্কায় হক ও বাতিলের লড়াই তুঙ্গে (চূড়ান্ত পর্যায়ে) পৌঁছেছিল এবং নবুওয়াতের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ করা হচ্ছিল।

ইউনিট নম্বর ৫:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা আর-রা'দ (সূরা নম্বর ১৩), আয়াত ১ -২: এই অংশে মহাবিশ্বের উপরের জগতের সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের এই আয়াতগুলোতে সৃষ্টির অপরূপ শোভা ও দৃশ্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আর-রা'দের মূল বিষয়বস্তু এবং এই সূরার কেন্দ্রীয় বিষয় হলো সৃষ্টির সৌন্দর্যের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর একত্ববাদ ও উপাসনার আহ্বান, এবং শিরকের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু :

- কুরআনের সত্যতা এবং আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তার বিবরণ। (১-৪)

ইউনিট নম্বর ৬ :

ত্রয়োদশ পারা, সূরা আর-রা'দ (সূরা নম্বর ১৩), আয়াত ৩-৪: এই অংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে প্রশস্ত ও সমতল করেছেন এবং তাকে সুসজ্জিত করেছেন। তিনি পাহাড়কে ভূমির খুঁটির মতো স্থাপন করেছেন, যা পৃথিবীকে আরও মজবুত করেছে। এরপর তিনি এতে নদী, শহর, ও জলাশয় প্রবাহিত করেছেন, যেন এটি নানান রঙের হয়ে আরও কার্যকর ও সুন্দর হয়ে ওঠে। এছাড়া তিনি এটিকে সবুজ বাগান, খেত, আর সুগন্ধি ফুল দিয়ে সজ্জিত করেছেন।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু :

- কুরআনের সত্যতা এবং আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তার বিবরণ। (১-৪)

ইউনিট নম্বর ৭:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা আর-রা'দ (সূরা নম্বর ১৩), আয়াত ৫-১১: এই অংশে বলা হয়েছে, মানুষকে মহাবিশ্বের সৃষ্টির ওপর গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং সেইসঙ্গে পরকাল ও

পুনরুত্থানের বিষয়েও ভাবতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান রাখেন এবং তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকানো নেই। তিনি সকল মানুষ, প্রাণী এবং তাদের গর্ভে থাকা ভ্রূণের সম্পর্কে জানেন। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু :

- মুশরিকদের পুনরুত্থান অস্বীকার এবং আল্লাহর নিদর্শন চাওয়া। (৫-৭)
- আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর ক্ষমতার বিবরণ। (৮-১১)

ইউনিট নং ৮:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা আর-রাদ (সূরা নং ১৩) এর আয়াত ১২ থেকে আয়াত ১৩ পর্যন্ত বিদ্যুতের চমক এবং এর গর্জনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ একদিকে ভীতির সঞ্চার করে এবং অন্যদিকে আশার সঞ্চার করে। ফেরেশতারাও এই বিদ্যুৎ থেকে ভীত হন। বিদ্যুতের গর্জন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করে। আর সেখান থেকেই মেঘমালা সৃষ্টি হয়, যা থেকে বৃষ্টি ঝরে।

ইউনিট নং ৮-এর বিষয়বস্তু :

- মুশরিকদের পুনরুত্থান অস্বীকার এবং নিদর্শন দাবি। (৫-৭)
- আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর অসীম ক্ষমতার বর্ণনা। (৮-১৬)

ইউনিট নং ৯:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা আর-রাদ (সূরা নং ১৩) এর আয়াত ১৪ থেকে আয়াত ২৯ পর্যন্ত তাওহিদের দাওয়াত, আল্লাহর মহত্ত্ব এবং তাঁর বিশাল রাজত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্বে বলা হয়েছে যে, পাপাচারীরা তাদের অপকর্মের অন্ধকারে ডুবে থাকে, আর সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, সত্য টিকে থাকে, আর মিথ্যা অতি দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী। এরপর মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ও মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি আকাশমণ্ডলীর বিবরণ এবং এই ঘোষণাও রয়েছে যে, আল্লাহই জীবিকা প্রদানকারী এবং তাঁর হাতেই হেদায়েত ও রিজিকের ব্যবস্থাপনা।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু :

- সত্য ও সত্যপন্থী এবং মিথ্যা ও মিথ্যাপন্থীর উদাহরণ। (১৭)
- মুমিন ও কাফিরদের অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা। (১৮)
- মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের পুরস্কারের বর্ণনা। (১৯-২৪)

- কাফিরদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের শাস্তির বর্ণনা। (২৫)
- কাফিরদের অবাধ্যতা ও আল্লাহর নিদর্শন চাওয়ার বিষয় এবং রিজিক ও হেদায়েতের সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে থাকার ব্যাখ্যা। (২৬-২৮)
- মুমিনদের চূড়ান্ত গন্তব্যের বর্ণনা। (২৯)

ইউনিট নং ১০:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা আর-রাদ (সূরা নং ১৩)-এর আয়াত ৩০ থেকে আয়াত ৪৩ পর্যন্ত আল্লাহর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের প্রশংসা এবং এর গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। এরপর বলা হয়েছে, প্রতিটি সৎকর্মশীল ব্যক্তির সৎকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবে জানেন এবং প্রতিটি বদকারের মন্দ কাজও আল্লাহর অগোচরে নয়। পরকালে বদকারদের জন্য ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া প্রতিটি কাজের জন্য নির্ধারিত একটি সময় রয়েছে। এরপর কাফিরদের লজ্জাজনক আচরণ এবং যারা নবুওয়াতের প্রতি অস্বীকৃতি জানায়, তাদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১০-এর বিষয়বস্তু :

- রসুলের দায়িত্ব এবং কুরআন মাজিদের গুরুত্বের বিবরণ। (৩০)
- সেই কাফিরদের উল্লেখ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে। (৩১-৩৪)
- জান্নাতের বৈশিষ্ট্য, মুত্তাকিদের পরিণাম এবং কাফিরদের শাস্তির বিবরণ। এছাড়াও নবীকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তিনি তাদের কথা না মানেন। (৩৫-৩৭)
- রসুলদের প্রকৃতি এবং আল্লাহর আয়াতের অটল সত্যতার আলোচনা। (৩৮-৩৯)
- নবীকে সান্ত্বনা প্রদান এবং মুশরিকদের কর্মকাণ্ড থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ। (৪০-৪৩)

سورة إبراهيم

সূরা ইব্রাহিম

নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম	The Prophet Abraham
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	
এই সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈমান আল্লাহর মহান নিয়ামত এবং কুফর অভিশপ্ত একটি পথ।
- কিছু লোক মনে করে দুনিয়ার বিলাস-বৈভবই সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। অথচ ঈমানই সবচেয়ে বড়ো নিয়ামত, যা এই সূরায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে (আয়াত ২৪)।[1]
- এখানে ইব্রাহিম (আ.)-এর ত্যাগের উল্লেখ রয়েছে। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য "ওয়াদিয়ে গায়রে জি জারা" (শুষ্ক মরুভূমি) এলাকায় তার পরিবারকে রেখে যান।
- সূরার প্রধান বিষয়বস্তু: তাওহিদ (একত্ববাদ), রিসালাত (নবুওয়াত), পুনর্জীবন, কিয়ামত, জান্নাতের নিয়ামত এবং উত্তম বিতর্কের শিক্ষা।
- কুরাইশের কাফিরদের আহ্বান করা হয়েছে যেন তারা ইব্রাহিম (আ.)-এর মতো খাঁটি তাওহিদের পথ গ্রহণ করে।[2]
- কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার তুলনা এবং এর পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। ইবলিস অকৃতজ্ঞতার উদাহরণ, আর নবীগণ কৃতজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

ইউনিট নং ১১:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইব্রাহিম (সূরা নং ১৪) এর আয়াত ১ থেকে আয়াত ৪ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা কুরআনের প্রশংসা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এখানে বলা হয়েছে, কুরআন মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতের দিকে এবং অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসে। এরপর বলা

[1] এই বিষয়ে আরও জানতে পড়ুন: "আত-তাযকিরু বিনি'মাতিল ইসলাম" - শায়খ সালেহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "কাশফুশ শুবুহাত ফিত তাওহিদ" - শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব।

হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজ ভাষায় নবী পাঠিয়েছেন, যাতে তারা হিদায়াতকে সহজে বুঝতে পারে।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু :

- কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও কাফিরদের জন্য চ্যালেঞ্জ। (১-৩)
- নবীদের ভাষা এবং তাদের দায়িত্বের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। (৪)

ইউনিট নং ১২:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইব্রাহিম (সূরা নং ১৪)-এর আয়াত ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল নবী কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের কাজ করে গেছেন। তারা মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াতের দিকে নিয়ে আসতেন। এখানে বিশেষ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.)-কে নিদর্শনসমূহ ও আশ্চর্য মুজিজা দান করেছিলেন। এই নিদর্শনগুলো মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক ও কল্যাণময় ছিল।

ইউনিট নং ১২-এর বিষয়বস্তু :

- মুসা (আ.) এবং তার জাতির বিবরণ। (৫-৮)

ইউনিট নং ১৩:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইব্রাহিম (সূরা নং ১৪)-এর আয়াত ৯ থেকে ১৭ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, নবীগণ কীভাবে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন লাভের জন্য প্রার্থনা করতেন। এরপর মুসা (আ.), নূহ (আ.), আদ জাতি, এবং সামূদ জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে, কীভাবে নবীগণ এবং তাদের জাতির মধ্যে সংগ্রাম চলত।

ইউনিট নং ১৩-এর বিষয়বস্তু :

- অতীতের নবীগণ ও তাদের উম্মতদের আলোচনা। (৯-১৭)

ইউনিট নং ১৪:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইব্রাহিম (সূরা নং ১৪) এর আয়াত ১৮ থেকে ৩১ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাহান্নামবাসীদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ভোগ করানো হবে এবং ঈমানদারদের পুরস্কার ও উপহার প্রদান করা হবে। এরপর শয়তানের সেই বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা সে জাহান্নামবাসীদের উদ্দেশ্যে করবে। সে বলবে, "আমি তো শুধু তোমাদের পাপের প্রতি প্ররোচিত করেছি, কিন্তু তোমরা নিজেরাই সেই কাজ করেছ। এখন তার পরিণাম ভোগ

করো।" এরপর পবিত্র বৃক্ষের (শাজারা তইয়্যিবা) একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যার শিকড় অত্যন্ত মজবুত এবং শাখা-প্রশাখা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর জাহান্নামের আলোচনা করা হয়েছে এবং কবরের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের এই শিরকের কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে। শেষ অংশে উপকার ও সদ্ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং এই গুণাবলীর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৪-এর বিষয়বস্তু:

- কাফিরদের কাজের দৃষ্টান্ত এবং এর ফলাফল। (১৮)
- সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ। (১৯-২০)
- জাহান্নামে দুর্বলদের ও অহংকারীদের মধ্যে কথোপকথন। (২১)
- শয়তানের তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা। (২২)
- মুমিনদের সফলতার বর্ণনা। (২৩)
- কলেমা তাইয়েবা এবং কলেমা খাবিসা-এর উদাহরণ। (২৪-২৭)
- আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিণতি। (২৮-৩০)
- মুমিনদের জন্য কিছু নির্দেশনা এবং কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার সতর্কবার্তা। (৩১)

ইউনিট নং ১৫:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইব্রাহিম (সূরা নং ১৪)-এর আয়াত ৩২ থেকে ৩৪ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত এবং বিশাল কুদরতের কথা আলোচিত হয়েছে। তাওহিদে রুবুবিয়াত, তাওহিদে উলুহিয়াত এবং আল্লাহর পরিচয় এখানে বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর মতো কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট নং ১৫-এর বিষয়বস্তু:

- আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এবং তার বান্দাদের প্রতি নেয়ামতের বর্ণনা। (৩২-৩৪)

ইউনিট নং ১৬:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইব্রাহিম (সূরা নং ১৪) এর আয়াত ৩৫ থেকে ৪১ পর্যন্ত ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রার্থনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি দুআ করেছেন, "হে আমার রব, মক্কাকে একটি নিরাপদ নগরীতে পরিণত করো এবং আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা ও শিরক থেকে দূরে রাখো। যারা তোমার অবাধ্য হবে, তাদের তুমি ক্ষমা করো। তুমি তো দয়াময় ও ক্ষমাশীল।"

ইউনিট নং ১৬-এর বিষয়বস্তু:

- ইব্রাহিম (আ.)-এর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা। (৩৫-৪১)

ইউনিট নং ১৭:

ত্রয়োদশ পারা, সূরা ইব্রাহিম (সূরা নং ১৪)-এর আয়াত ৪২ থেকে ৫২ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত। পাশাপাশি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সৃষ্টির সব কিছুই আল্লাহর আনুগত্যে বাধ্য।

ইউনিট নং ১৭-এর বিষয়বস্তু:

- জালিমদের জন্য হুঁশিয়ারি এবং কিয়ামতের ভয়াবহতার বিবরণ। (৪২-৫২)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

ربما

১৪

চতুর্দশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক
শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ
শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

চতুর্দশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চতুর্দশ পারা: রুবামা / ربما

জ্ঞানীগণ চতুর্দশ পারা "রুব্বামা"কে ১৬টি ইউনিটে ভাগ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ১৪তম "রুব্বামা" পারার আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আল-হিজর		
১	১-১৫	প্রত্যেক যুগে আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন ও হাদিস সংরক্ষিত থাকবে। এজন্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আর কোনো নবী বা রসূল আসবেন না এবং তার প্রয়োজনও নেই। কাফেররা আক্ষেপ বলবে, "আমরা যদি মুসলমান হতাম!" তাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যদি আকাশের সব দরজা তাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়, তবুও তারা ঈমান আনবে না। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কাফেরদের বিরোধিতা তাদের স্বভাবজাত এবং তাদের হিদায়াতের ভাগ্য নেই।
২	১৬-২৫	আকাশের তারা, মহাবিশ্বের ভাণ্ডার এবং সেগুলোর একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলা, একথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। জীবন ও মৃত্যুর মালিক তিনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্র করার কথা বর্ণিত হয়েছে।
৩	২৬-৪৮	মানবজাতিকে খনখনানো মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম ও ইবলিসের ঘটনা, জাহান্নাম ও তার দরজাগুলোর বিবরণ, আর জান্নাত এবং জান্নাতবাসীদের কথাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।
৪	৪৯-৮৪	অবাধ্য জাতিগুলোর ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে।
৫	৮৫-৯৯	কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা বারবার পুনরুক্ত হয়। সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ। সামুদ জাতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, নবীগণকে অস্বীকারকারীদের শাস্তিমূলক পরিণতি এবং দৃঢ় বিশ্বাসের গুরুত্বও

		এখানে স্থান পেয়েছে।
সূরা আন-নাহল		
৬	১-২	যারা কিয়ামতকে প্রত্যাশা করে, তাদের সেই প্রত্যাশা দ্রুতই পূর্ণ হবে। ওহির কথা।
৭	৩-১৬	অগণিত নিয়ামতের বিশদ বর্ণনা।
৮	১৭-২১	সমস্ত নিয়ামতের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা।
৯	২২-৩৫	পরহেজগারির প্রশংসা এবং অহংকারের নিন্দা।
১০	৩৬-৫০	প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রসূল প্রেরণের উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠার বিবরণ। রসূলদের অস্বীকারকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা। হিজরতের গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।
১১	৫১-৬৫	ইবরাহিম (আ.)-এর কাহিনী, লূত (আ.) এবং তাঁর জাতির উল্লেখ, এবং তাদের ওপর নেমে আসা শাস্তির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।
১২	৬৬-৮৯	আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। প্রত্যেককে তার আমলের জন্য হিসাব দিতে হবে।
১৩	৯০-৯৭	উন্নত চরিত্রের আদর্শ আলোচনা, শপথ ও অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ। আল্লাহ যাকে চান, হিদায়াত দেন এবং যাকে চান, গোমরাহ করেন। পুরুষ হোক বা নারী, যারা সৎকর্ম করে, তাদের উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।
১৪	৯৮-১১১	কুরআন তিলাওয়াতের আগে تعوذ (আউজুবিল্লাহ) পাঠ করার বিবরণ, আরবি ভাষার মাহাত্ম্য, এবং যারা কুরআনে ঈমান আনে না, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে। মুরতাদদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য শাস্তির কথা জানানো হয়েছে। যারা হিজরত করে, ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা।
১৫	১১২-১১৯	যারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাদের আল্লাহ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করান।
১৬	১২০-১২৮	ইহুদিদের জন্য শনিবারের বিশেষ দিনের বিধান এবং তার পেছনের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষকে

		দ্বীনের পথে আহ্বান করার নির্দেশ এবং কিসাস (বদলা নেওয়ার বিধান) বর্ণিত হয়েছে।

سورة الحجر সূরা আল-হিজ্‌র	
পাথুরে এলাকা	The Rocky Tract
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	
এই সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর দ্বীনের রক্ষক। সুতরাং শত্রুকে ভয় না করে দাওয়াহ ও তাবলীগের কাজে মনোনিবেশ করতে হবে।[1]
- যখন মক্কায় সত্য ও মিথ্যার সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল, সেই কঠিন সময়ে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল।
- যখন ইবলিস ঘোষণা করেছিল যে, সে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, তখন আল্লাহ বলেন, "আমার নেক বান্দাদের তুমি কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" অর্থাৎ, ইসলাম, কুরআন এবং মুসলমানদের রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

  اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

  “নিশ্চয়ই আমি এই স্মারক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষণকারী।” (সূরা আল-হিজর: ৯)
- হিজর মদিনা মুনাওয়ারা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এক উপত্যকার নাম। এই স্থানেই বাস করত বিখ্যাত জাতি সামুদ।

- [1] এই বিষয়ে আরও জানতে পড়ুন: الدعوة إلى الله و أخلاق الدعاة লেখক: আবদুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ

- "হিজর" শব্দটি এসেছে "হাজারা" থেকে, কারণ এই জাতি পাথর কেটে প্রাসাদ নির্মাণে বিশেষ দক্ষ ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

  وَ كَانُوۡا یَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا اٰمِنِیۡنَ

  "তারা পাহাড় খোদাই করে নিরাপদ ঘর নির্মাণ করত।" (সূরা আল-হিজর: ৮২)
- কাবার নিকটবর্তী হওয়ায় একটি দিক থেকেও হিজরের পরিচিতি রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।
- "আল-হিজর" বলতে সেই অঞ্চল বোঝানো হয়েছে যেখানে সামুদ জাতি বসবাস করত। তারা পাহাড় খোদাই করে ঘর তৈরি করত, যেন কোনো ঝড়, বজ্রপাত বা ভূমিকম্প তাদের ক্ষতি করতে না পারে। (আরও বিস্তারিত জানতে তাফসির তাবারী, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ১২৬ দেখুন।)

প্রাসাঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

সূরা ইউনুস থেকে সূরা ইবরাহিম পর্যন্ত যে সব সূরার নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলো নবীদের নামের উপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে, সূরা হিজর থেকে সূরা কাহফ পর্যন্ত সূরাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন জাতির নাম অনুযায়ী। এখানে কখনো আহ্বানকারীর দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে, আবার কখনো আহ্বান গ্রহণকারীর দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১

১৪তম পারা, সূরা আল-হিজর (সূরা নম্বর ১৫), আয়াত ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা নবীদের প্রেরণের বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এটি আল্লাহর একটি চিরন্তন পদ্ধতি। তিনি কুরআন মাজিদকে কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত রেখেছেন এবং সহীহ হাদিসকেও সংরক্ষিত রেখেছেন, যেন মানুষের জন্য চিরকাল পথনির্দেশ নিশ্চিত থাকে। তবে যারা কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তারা কিয়ামতের দিন আফসোস করে বলবে, "হায়, যদি আমরা মুসলমান হতাম!" কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফেরেরই এই আকাঙ্ক্ষা থাকবে। এরপর কাফেরদের ঔদ্ধত্য, অহংকার এবং একগুঁয়েমির বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহর নবী (সা.) এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ ওহিকে উপহাস করত। এমনকি তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করত। এসব অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যদি তাদের জন্য আকাশের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং তারা সেখানে উঠে যায়, তবুও তারা ঈমান আনবে না।"

ইউনিট নম্বর ১-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন সম্পর্কে মুশরিকদের অবস্থান এবং তাদের উদ্ধত আচরণের বিবরণ। (১-৮)

- কুরআনের রক্ষক হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা। (৯)
- পূর্ববর্তী জাতিগুলোর নবীদের অস্বীকারের ঘটনা। (১০-১৫)

ইউনিট নম্বর ২

১৪তম পারা, সূরা আল-হিজর (সূরা নম্বর ১৫), আয়াত ১৬ থেকে ২৫ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে যে, আকাশের সমস্ত নক্ষত্র অত্যন্ত সুন্দর এবং সেগুলো আল্লাহর নিদর্শন। যারা এ নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে, তারা অবশ্যই শিক্ষালাভ করবে। এছাড়া জানানো হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতে আল্লাহর অসংখ্য ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে, আর এই ভাণ্ডারগুলোর একমাত্র মালিক আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জীবনের শুরু ও সমাপ্তি একমাত্র তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিয়ামতের দিনে তিনি সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তিনি মহাশক্তিশালী।

ইউনিট নম্বর ২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় এবং অসীম নিয়ামতের বর্ণনা। (১৬-২৫)

ইউনিট নম্বর ৩

১৪তম পারা, সূরা আল-হিজর (সূরা নম্বর ১৫), আয়াত ২৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে যে, মানুষকে শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর ফেরেশতাদের এবং জিনদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল আদম (আ.)-কে সিজদা করতে। সবাই সিজদা করলেও ইবলিস অমান্য করে। এরপর ইবলিসকে অভিশপ্ত করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার ওপর অভিশাপ অব্যাহত থাকবে। তারপর ইবলিসের অবাধ্যতার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে সে প্রতিজ্ঞা করে যে, আদম (আ.)-এর বংশধরদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরপর জাহান্নাম ও তার দরজার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ইবলিসের অনুসারীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে প্রবেশ করানো হবে। পরে জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, জান্নাতবাসীদের অন্তর থেকে সমস্ত হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

ইউনিট নম্বর ৩-এর বিষয়বস্তু

- মানুষের ও জিনদের সৃষ্টির বিবরণ এবং ফেরেশতাদের আদম (আ.)-কে সিজদা করার আলোচনা। (২৬-৩০)
- ইবলিসের অস্বীকৃতি ও তার অনুসারীদের পরিণতি। (৩১-৪৪)
- মুত্তাকিদের পুরস্কার ও তাদের পরিণতির বর্ণনা। (৪৫-৫০)

ইউনিট নম্বর ৪

১৪তম পারা, সূরা আল-হিজর (সূরা নম্বর ১৫), আয়াত ৪৯ থেকে ৮৪ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহর অবাধ্য জাতিগুলোর কথা। এই জাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে সামুদ জাতি, লুত (আ.)-এর জাতি, আদ জাতি এবং "আসহাবে আইকা"। "আসহাবে আইকা" বলতে সেই লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা বৃক্ষের নিচে বসে ষড়যন্ত্র করত এবং শুয়াইব (আ.)-এর জাতির লোকেরা ছিল নাফারমান।

ইউনিট নম্বর ৪-এর বিষয়বস্তু

- ইবরাহিম (আ.)-এর অতিথিদের ঘটনা এবং লুত (আ.)-এর জাতির নীচু প্রকৃতির লোকদের পরিণতি। (৫১-৭৭)
- আসহাবে আইকা এবং আসহাবে হিজর সম্পর্কে বর্ণনা। (৭৮-৮৬)

ইউনিট নম্বর ৫

১৪তম পারা, সূরা আল-হিজর (সূরা নম্বর ১৫), আয়াত ৮৫ থেকে ৯৯ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহাকে "সাবয়ে মাসানী" বলা হয়েছে, অর্থাৎ এটি এমন একটি সূরা, যা বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রকৃত স্রষ্টা এবং তিনি সুবিচারকারী। আর একটি নির্ধারিত দিনে কিয়ামত অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর সলেহ (আ.)-এর জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ছিল একটা অবাধ্য জাতি। তারা তাদের নবীকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রগামী ছিল। এছাড়া এমন লোকদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যারা আল্লাহর রসূল (সা.)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল আর এই জন্য তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ানক। অস্বীকারকারী লোকগুলো ছিল কুরাইশ কাফের, মুশরিক এবং তাদের পাশাপাশি। আর সূরার শেষাংশে "ইয়াকীন" বা দৃঢ় বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৫-এর বিষয়বস্তু

- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাঁর জন্য সুসংবাদ। (৮৭-৯৯)

سورة النحل

সূরা আল-নাহ্‌ল

মধুমক্ষিকা	The Bee
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	
এই সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরার মূল বিষয়বস্তু: তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ), পুনরুত্থান (মৃত্যুর পর জীবন), ওহি (আল্লাহর বার্তা), প্রমাণ প্রতিষ্ঠা, বৈষয়িক যুক্তি, নেয়ামতের আধিক্য, আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহর পরীক্ষার সংমিশ্রন।
- এই সূরার লক্ষ্য হলো আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।[1]
- এতে আল্লাহর অসীম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

  وَ اِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَۃَ اللّٰہِ لَا تُحۡصُوۡہَا ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

  “যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গুনতে চাও, তবে তা গণনা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।” (সূরা আন-নাহল: ১৮)
- এই সূরার নামকরণ: এটি "আন-নাহল" নামে পরিচিত, কারণ এতে মধুমক্ষিকার উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। (আয়াত ৬৮, ৬৯)
- এই সূরায় দাওয়াত ও বিতর্কের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দাওয়াতের কাজ হিকমত, সুন্দর উপদেশ এবং শ্রেষ্ঠ যুক্তি দ্বারা করা উচিত। শাইখ ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন: মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা:

১. হিকমত দ্বারা বুঝতে পারে,

২. সুন্দর উপদেশ দ্বারা বুঝতে পারে,

৩. যুক্তি বা চূড়ান্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝতে পারে।

- ইসলাম কখনো ইতিবাচক উন্নয়নের বিরোধিতা করে না, তবে তা যেন ইসলামের নীতিমালার বিরোধী না হয়।

[1] প্রণিধান করুন: شكر النعمة حقيقته وعلاماته লেখক: শাইখ আবদুল আজিজ বিন বাজ (রহিমাহুল্লাহ)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূরায় সতর্কতা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৬

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নম্বর ১৬), আয়াত ১-২ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে যে, যারা কিয়ামতের জন্য তাড়াহুড়া করছে, হে মোহাম্মদ, তুমি তাদের বলে দাও, কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী। এরপর বলা হয়েছে, যারা কেয়ামতের দিনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেওয়া হবে। এরপর ওহি (আল্লাহর বার্তা) সম্পর্কে পরিচয় করানো হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৬-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শনসমূহ, তাঁর শক্তি ও নিয়ামতের বিবরণ। (১-২৩)।

ইউনিট নম্বর ৭

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নম্বর ১৬), আয়াত ৩ থেকে ১৬ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমগ্র জগতের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ। মানুষকে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পানির বিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সে অহংকারী ও তর্কপ্রবণ হয়ে পড়েছে। এই সূরা আল্লাহর নিয়ামতগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এতে গৃহপালিত পশু ও দুগ্ধদানকারী প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এগুলো থেকে মানুষ উপকৃত হয়। এছাড়া ঘোড়া ও খচ্চরের সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা মানুষ তাদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করে।এখানে মানুষের জন্য সঠিক পথের অনুসরণ এবং তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যা মানুষের উপকারে আসে। দিন-রাতের আবর্তন, সূর্য, চাঁদ ও তারার আলোক ও উষ্ণতার মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে। এই সবই নির্ধারিত কক্ষপথে স্থিরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, সাগরের ঢেউ, নৌকা এবং সাগরের জীবজন্তু মানুষের সেবায় নিয়োজিত বলে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পাহাড়গুলোকে ভূমির ভারসাম্য রক্ষার জন্য স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী টলমল না করে।

ইউনিট নম্বর ৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন এবং তাঁর শক্তি ও অনুগ্রহের আলোচনা। (১-২৩)

ইউনিট নম্বর ৮

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নম্বর ১৬), আয়াত ১৭ থেকে ২১ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে যে, সমস্ত কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। এর ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়েছে, কেন মানুষ এই সত্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আল্লাহর নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহগুলো গণনা করতে চায়, তবুও তা সম্পূর্ণরূপে গণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত।

ইউনিট নম্বর ৮-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন এবং তাঁর শক্তি ও অনুগ্রহের আলোচনা। (১-২৩)

ইউনিট নম্বর ৯

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নম্বর ১৬), আয়াত ২২ থেকে ৩৫ পর্যন্ত অহংকারের নিন্দা ও তাকওয়ার প্রশংসা করা হয়েছে। অহংকারী ব্যক্তিদের জন্য দুঃখদায়ক শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে, আর মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য শান্তিময় জীবন ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৯-এর বিষয়বস্তু

- অহংকারীদের পার্থিব ও পরকালীন পরিণতি। (২৪-২৯)
- কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদের পুরস্কার। (৩০-৩২)
- পুনরুত্থান সম্পর্কে মুশরিকদের কিছু বিভ্রান্ত ধারণা। (৩৩-৪০)

ইউনিট নম্বর ১০

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নম্বর ১৬), আয়াত ৩৬ থেকে ৫০ পর্যন্ত বলা হয়েছে, প্রতিটি জাতি নিকট আল্লাহ তাআলা রসুল পাঠিয়েছেন এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যারা রসুলদের অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হিজরতের গুরুত্ব ও ফজিলতও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১০-এর বিষয়বস্তু

- পুনরুত্থান সম্পর্কে মুশরিকদের কিছু বিভ্রান্ত ধারণা। (৩৩-৪০)
- হিজরতকারীদের প্রতিদান। (৪১-৪২)
- রসুলদের অবস্থান ও গুরুত্ব। (৪৩-৪৪)
- কাফিরদের জন্য শাস্তির সতর্কবার্তা। (৪৫-৪৮)
- প্রতিটি সৃষ্টির আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ। (৪৯-৫০)

ইউনিট নম্বর ১১

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নম্বর ১৬), আয়াত ৫১ থেকে ৬৫ পর্যন্ত আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই, এবং তিনি সমগ্র জগতের প্রভু। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হিসাব হবে আর সবাইকে তাদের আমলের জন্য পুরস্কৃত বা শাস্তি দেওয়া হবে। পাশাপাশি আল্লাহর দয়া ও সময় দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। যদি তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্তি দিতেন, তাহলে পৃথিবীতে একজন মানুষও বেঁচে থাকত না। তাছাড়া প্রত্যেক যুগে রসুল পাঠানো হয়েছে, তবে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজের পথে নিয়ে গেছে।

ইউনিট নম্বর ১১-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন এবং তাদের পরিণতি। (৫১-৬৪)

ইউনিট নম্বর ১২

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নং ১৬), আয়াত ৬৬ থেকে ৮৯ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আরও অনেক নিদর্শন এবং অসীম নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত, যা তাঁর কুদরতের প্রমাণ আর মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতা। (৬৫-৭৩)
- তাওহিদে উবুদিয়াত (উপাসনার একত্ববাদ)-এর উদাহরণসমূহ। (৭৪-৭৬)
- আল্লাহর নেয়ামতের বিবরণ, যা তাঁর অখণ্ড জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতার ইঙ্গিত বহন করে এবং মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতার আলোচনা। (৭৭-৮৩)
- কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার বিবরণ। (৮৪-৮৯)

ইউনিট নম্বর ১৩

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নং ১৬), আয়াত ৯০ থেকে ৯৭ পর্যন্ত, উত্তম চরিত্রের গুণাবলি (মাকারিমুল আখলাক) বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়স্বজনের সাথে ন্যায় ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ যাকে চান, পথ দেখান এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। পুরুষ বা নারী, যে-ই সৎকর্ম করবে, তাকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় উপদেশ। (৯০-৯৬)

- সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি। (৯৭)

ইউনিট নম্বর ১৪

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নং ১৬), আয়াত ৯৮ থেকে ১১১ পর্যন্ত। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যখনই কুরআন পাঠ শুরু করবে, তখন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাইবে (আউজুবিল্লাহ পড়বে)। এতে আরবি ভাষার গুরুত্বের উল্লেখ আছে। যারা কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। যারা ধর্ম ত্যাগ করবে, তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হিজরতকারী, ধৈর্যশীল ও আল্লাহর পথে সংগ্রামীদের প্রশংসা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন পাঠের নির্দেশ এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আলোচনা (৯৮-১০০)
- নাসখ বা মানসুখ করার হিকমত বা প্রজ্ঞা । (১০১) কুরআনের গুরুত্ব এবং মিথ্যাচারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ। (১০২-১০৫)
- ধর্মত্যাগীদের পরিণাম ও তাদের গুণাবলীর বিবরণ। (১০৬-১১০)
- মুহাজিরদের পুরস্কার। (১১১)

ইউনিট নম্বর ১৫

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নং ১৬), আয়াত ১১২ থেকে ১১৯ পর্যন্ত। এখানে হালাল ও হারামের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতাকারীদের উদাহরণ। (১১২-১১৩)
- হালাল ও হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে, এর প্রমাণ। (১১৪-১১৯)

ইউনিট নম্বর ১৬

১৪তম পারা, সূরা আন-নাহল (সূরা নং ১৬), আয়াত ১২০ থেকে ১২৮ পর্যন্ত। এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহিম (আঃ) ছিলেন একটি আদর্শ জাতির মতো; তিনি কখনোই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ একজন বান্দা। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে, ইহুদিদের জন্য শনিবারকে বিশেষ দিনেরূপে নির্ধারণের কারণ, উত্তম চরিত্র, প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত,

এবং উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্কের নির্দেশ। এ অংশে কিসাস (বদলা) এবং সংশ্লিষ্ট বিধানও আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর গুণাবলী এবং নবী করিম (সাঃ)-কে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ। (১২০-১২৪)
- ইহুদি এবং 'আসহাবে সাবত' (শনিবার মান্যকারীদের) জন্য সতর্কবার্তা। (১২৪)
- নবী করিম (সাঃ) এবং দায়ীদের জন্য কিছু উপদেশ। (১২৫-১২৮)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

১৫

পঞ্চদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক
শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ
শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

পঞ্চদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পঞ্চদশ পারা: সুবহানাল্লাযী / سبحان الذي

১৫তম পারাকে বিদগ্ধ আলেমগণ ৩১টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন।

ইউনিট অনুযায়ী ১৫তম পারা "সুবহানাল্লাযী" বিষয়বস্তু ও আয়াতসমূহের বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা ইসরা/ বানি ইসরাইল		
১	১	ইসরা ও মিরাজের ঘটনার বর্ণনা
২	২-৩	মূসা আলাইহিস সালাম ও বানি ইসরাইলের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর নূহ আলাইহিস সালামের আলোচনা।
৩	৪-৫	বনী ইসরাইলের অবাধ্যতা ও তাদের বিদ্রোহী স্বভাবের বিবরণ এবং প্রথমবার সাংঘাতিক যোদ্ধা বাখ্‌ত নাসর দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা।
৪	৬-৮	অন্য এক শক্তির দ্বারা দ্বিতীয়বার বানি ইসরাইলকে প্রভাবিত করার ঘটনা।
৫	৯-১১	কুরআনকে হিদায়াতের উৎস হিসেবে বর্ণনা।
৬	১২-১৭	আল্লাহর নেয়ামত ও তাঁর রুবুবিয়াতের আলোচনা।
৭	১৮-২২	তাওহিদের মহত্ত্বের বিবরণ।
৮	২৩-২৫	আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনার নিষেধাজ্ঞা এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশনা।
৯	২৬-৩০	আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদাচার, মুসাফির, দরিদ্র ও অসহায়দের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অপচয় ও কৃপণতা থেকে বিরত থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ।

১০	৩১-৩৪	আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যার বিবরণ, ব্যভিচারের নিকটবর্তী না হওয়া নির্দেশ, অন্যায় হত্যাকাণ্ড এড়ানো ও কিসাস বা বদলার আলোচনা এবং এতিমদের সঠিক অধিকার নিশ্চিত করার নির্দেশনা।
১১	৩৫-৩৯	প্রাসঙ্গিক আরও উপদেশসমূহ।
১২	৪০-৪৪	শিরকের বিভিন্ন ধরন এবং সৃষ্টিজগতের আল্লাহর মহিমা বর্ণনা।
১৩	৪৫=৪৮	কাফিররা হিদায়াতের কথা শোনা থেকে বঞ্চিত ছিল।
১৪	৪৯-৫৫	মিরাজের ঘটনা নিয়ে কাফিরদের সংশয় ও সন্দেহ।
১৫	৫৬-৬০	ইবলিসের অহংকার ও অবাধ্যতার বিবরণ।
১৬	৬১-৬৫	আল্লাহর নেয়ামত ও শাস্তির আলোচনা।
১৭	৬৬-৭০	প্রত্যেক উম্মতকে তাদের নবীর নামে আহ্বান করা হবে।
১৮	৭১-৭২	রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কাফিরদের একাধিকবার হত্যাচেষ্টার উল্লেখ।
১৯	৭৩-৭৭	নামাজের সময়সূচি ও কুরআনকে হিদায়াত এবং আরোগ্যের উৎস বলা হয়েছে। মানুষের স্বভাবচরিত্র, সত্য ও মিথ্যার প্রসঙ্গ এবং রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় যে, এটা আল্লাহর আদেশ।
২০	৭৮-৮৫	কুরআনের অলৌকিকত্বের বর্ণনা।
২১	৮৬-৮৯	কাফিরদের অলৌকিক প্রমাণের দাবি।
২২	৯০-৯৩	একাংশ কাফিরের সন্দেহ দূর করার উপায়।
২৩	৯৪-১০৯	আল্লাহকে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত নামগুলো অনুযায়ী ডাকার নির্দেশনা।
সূরা কাহফ		
২৪	১-৮	আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা, মহিমা ও মহানতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং

		কুরআন মজিদের নাজিল হওয়ার কারণ আলোচনা করা হয়েছে।
২৫	৯-৩১	আসহাবে কাহফের (গুহাবাসী) যুবকদের কাহিনী।
২৬	৩২-৪৪	ধন-সম্পদের ফিতনা ও বাগানের মালিকদের কাহিনী।
২৭	৪৫-৪৯	বাগানের মালিকদের পরিণতি এবং যারা সম্পদের মোহে পড়ে আল্লাহর বিধান অমান্য করে, তাদের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে।
২৮	৫০-৫৩	ইবলিসের ফিতনা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইবলিস জিনদের অন্তর্ভুক্ত।
২৯	৫৪-৫৮	কুরআনে প্রতিটি বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা কুফর ও অবাধ্যতার পথ অনুসরণ করে, তাদের জন্য শাস্তির হুঁশিয়ারি এবং দুর্ভাগা ও পাপীদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।
৩০	৫৯-৭৩	মূসা (আ.) ও খিজার (আ.) এর কাহিনী।

سورة الإسراء সূরা ইসরা / বানি ইসরাইল	
বানি ইসরাইল	Sons of Iseal
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	
এই সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে	

কয়েকটি লক্ষ্য

❖ এই সূরার লক্ষ্য কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা।[1]

➢ এই সূরায় কুরআনের গুরুত্ব ১১ বার বর্ণনা করা হয়েছে, যা অন্য কোনো সূরায় এভাবে উল্লেখিত হয়নি।[1] যেমন:

---

[1] আরও জানতে পড়া যেতে পারে: "كتاب الله عز و جل و مكانته العظيمة", লেখক: আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল শায়খ।

- কুরআনের মাধুর্য: আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮২
- কুরআনের মহত্ত্ব: আয়াত ৮৮, ৮৯
- কুরআনের ভূমিকা: আয়াত ১০৫, ১০৬
- কুরআনপ্রেমী ব্যক্তিবর্গ: আয়াত ১০৭-১০৯
- এই সূরায় ইসরা ও মিরাজের বিস্ময়কর ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।
- সূরা বানি ইসরাইলে তাওরাতের ১৫টি শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা আয়াত ২৩ থেকে ৩৯ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। (ইবনে আব্বাস রা.)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- যে সতর্কবার্তা এবং আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে সাবধানবাণী সূরা নাহলে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে, তা সূরা বানি ইসরাইলে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বিশেষ করে ইহুদী ও বানি ইসরাইলের ইতিহাসকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে বিষয়বস্তুর সংক্ষেপ ও বিশদ বিবরণের পার্থক্য সুস্পষ্ট।
- এই সূরাটি কুরআনের গুরুত্ব এবং মর্যাদা বর্ণনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, এর পরবর্তী সূরা (সূরা কাহাফ) একইভাবে শুরু হয়েছে:

"الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب"

অর্থাৎ, "সব প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন।"

- সূরা নাহলে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের বাহ্যিক নেয়ামতগুলো। অন্যদিকে, সূরা বানি ইসরাইলে এমন নেয়ামতগুলোর কথা বলা হয়েছে, যা কোনো বিশেষ জাতি বা ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা বা বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ১-এ ইসরা (রাতের ভ্রমণ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। "পবিত্র মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাতেই মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারপাশে আমি বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে আমাদের কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ

[1] আরও জানতে পড়া যেতে পারে: "عظمة القرآن الكريم و تعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة", লেখক: সাঈদ বিন আলি বিন ওহাফ আল-কাহতানি।

সব শোনেন এবং সব দেখেন।" মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত এই ভ্রমণকে ইসরা বলা হয়।

ইউনিট নম্বর ১-এর বিষয়বস্তু

- ইসরা ও মিরাজের ঘটনা। (১)

ইউনিট নম্বর ২

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা বা বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ২-এ মূসা (আ.) এবং বানি ইসরাইলের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, আয়াত ৩-এ নূহ (আ.)-এর কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২-এর বিষয়বস্তু

- বানি ইসরাইলের ইতিহাস। (২-৮)

ইউনিট নম্বর ৩

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা বা বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৪-এ বানি ইসরাইল সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তোমরা পৃথিবীতে আবার ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং চরম ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করবে।" তারা তা-ই করেছিল। এরপর আল্লাহ তাদের ওপর খুব কঠোর যোদ্ধাদের (মুফাসসিরদের মতে বাখতে নাসারের সৈন্যদল) পরাক্রমশালী করে দেন।

ইউনিট নম্বর ৩-এর বিষয়বস্তু

- বানি ইসরাইলের ইতিহাস। (২-৮)

ইউনিট নম্বর ৪

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৬-এ বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমরা যেমন কর্ম করবে, তারই প্রতিদান পাবে। যারা সৎকর্ম করবে, তাদের উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। যারা অসৎকর্ম করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।" বানি ইসরাইলকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা দ্বিতীয়বার একইভাবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো এবং চরম অহংকার প্রদর্শন করো, তবে তোমাদের ওপর আগের চেয়েও কঠিন এবং শক্তিশালী যোদ্ধাদের পাঠানো হবে। এই দুনিয়াই তোমাদের জন্য কারাগারে পরিণত হবে।"

ইউনিট নম্বর ৪-এর বিষয়বস্তু

- বানি ইসরাইলের ইতিহাস। (২-৮)

ইউনিট নম্বর ৫

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা (বা বানি ইসরাইল), সূরা নম্বর ১৭, আয়াত ৯-১১: এখানে বলা হয়েছে যে, কুরআন সর্বোত্তম হিদায়াত ও পথপ্রদর্শক গ্রন্থ, যা মুমিনদের জন্য সুসংবাদ বহন করে এবং কাফের ও মুশরিকদের জন্য শাস্তির সতর্কবার্তা দেয়। এরপর বলা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবতই অস্থির প্রকৃতির। ধৈর্য ধরার পরিবর্তে, সে নিজের জন্য, নিজের সন্তান বা সম্পদের জন্য দুঃসংবাদ কামনা করে এবং নিজের ওপর অভিশাপও ডেকে আনে।

ইউনিট নম্বর ৫-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের মাধ্যমে সঠিক পথে আনার প্রচেষ্টা। (৯-১০)
- মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। (১১)

ইউনিট নম্বর ৬

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা, (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ১২-১৭: এখানে আল্লাহর নেয়ামত এবং তাঁর প্রভুত্বের নিদর্শনসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৬-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর বিধান আর পূর্ববর্তী জাতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ। (১২-১৭)

ইউনিট নম্বর ৭

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা (বা বানি ইসরাইল), সূরা নম্বর ১৭, আয়াত ১৮-২২: এখানে তাওহিদের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার জীবন কামনা করে, তাকে দুনিয়ার সামান্য কিছুদিন উপহার দেওয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রত্যাশা করে, তাকে ঈমান এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয়।

ইউনিট নম্বর ৭-এর বিষয়বস্তু

- যারা দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী জিনিস চায়, তাদের প্রতিদান। (১৮)
- যারা আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য আমল করে, তাদের প্রতিদান। (১৯)
- আল্লাহর বান্দাদের জন্য তাঁর নীতি। (২০-২২)

ইউনিট নম্বর ৮

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা (বা বানি ইসরাইল), সূরা নম্বর ১৭, আয়াত ২৩-২৫: এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত যেন না করা হয়। এরপর মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৮-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর তাওহীদ। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। সন্তানদের অন্যায়ভাবে হত্যা এবং ব্যভিচার নিষেধাজ্ঞা। অবৈধভাবে সম্পদ আহরণ এবং অহংকার ও শিরকের নিন্দা। (২৩-৪১)

ইউনিট নম্বর ৯

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা, (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ২৬-৩০: এখানে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার, আর ভ্রমণকারী এবং গরিবদের অধিকার পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার, অপচয় থেকে দূরে থাকার এবং কৃপণতাকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে খরচ করার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৯-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর তাওহীদ। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। সন্তানদের অন্যায়ভাবে হত্যা এবং ব্যভিচার নিষেধাজ্ঞা। অবৈধভাবে সম্পদ আহরণ এবং অহংকার ও শিরকের নিন্দা। (২৩-৪১)

ইউনিট নম্বর ১০

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা, (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৩১-৩৪: এখানে একটি শক্তিশালী, টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর সমাজ প্রতিষ্ঠার নীতিমালা ও নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদের হত্যা না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি একটি গুরুতর পাপ। ব্যভিচারের নিকটবর্তী না যাওয়ার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি একটি লজ্জাজনক কাজ। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করার জন্য কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কিসাসের (প্রতিশোধের) বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর এতিমদের বিভিন্ন বিধান ও বিষয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১০-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর তাওহীদ। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। সন্তানদের অন্যায়ভাবে হত্যা এবং ব্যভিচার নিষেধাজ্ঞা। অবৈধভাবে সম্পদ আহরণ এবং অহংকার ও শিরকের নিন্দা। (২৩-৪১)

ইউনিট নম্বর ১১

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা, (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৩৫-৩৯: এখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, অজানা বিষয়ে অনুসন্ধান বা তা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রশ্ন করা হবে। এরপর অহংকারের সঙ্গে চলার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এরপর আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নাযিলকৃত ওহির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সবকিছুই ওহির মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১১-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর তাওহীদ। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। সন্তানদের অন্যায়ভাবে হত্যা এবং ব্যভিচার নিষেধাজ্ঞা। অবৈধভাবে সম্পদ আহরণ এবং অহংকার ও শিরকের নিন্দা। (২৩-৪১)

ইউনিট নম্বর ১২

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা, (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৪০-৪৪: এখানে বলা হয়েছে, মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা হিসেবে উল্লেখ করত। অথচ তারা নিজেদের জন্য পুত্রসন্তান প্রত্যাশা করত। তারপর আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনে সবকিছু সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে আর সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে। মুশরিকরা যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করত, তারা তাদের আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বলে মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। শেষে বলা হয়েছে, সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

ইউনিট নম্বর ১২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর তাওহীদ। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। সন্তানদের অন্যায়ভাবে হত্যা এবং ব্যভিচার নিষেধাজ্ঞা। অবৈধভাবে সম্পদ আহরণ এবং অহংকার ও শিরকের নিন্দা। (২৩-৪১)
- আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুশরিকদের ত্রুটিপূর্ণ ধারণার নিন্দা। (৪৪-৪২)

ইউনিট নম্বর ১৩

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা, (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৪৫-৪৮: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফির ও মুশরিকদের কুফর করার একটি কারণ হলো, তারা আল্লাহর নির্দেশ শুনতে অস্বীকার করত। এমনকি যখন তারা শোনার সুযোগ পেত, তখন তারা তা উপেক্ষা করত এবং কোনো গুরুত্ব দিত না।

ইউনিট নম্বর ১৩-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের কুরআনের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব এবং তাদের হিদায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা। (৪৫-৪৮)

ইউনিট নম্বর ১৪

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৪৯-৫৫: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, মুশরিকরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করত। তাদের এই অস্বীকৃতির প্রধান কারণ ছিল তারা সত্যকে শুনতে এবং উপলব্ধি করতেই চাইতো না।

ইউনিট নম্বর ১৪-এর বিষয়বস্তু

- পুনরুত্থানের প্রতি মুশরিকদের অবিশ্বাস এবং তাদের ভুল ধারণার প্রতি আলোকপাত। (৫২-৪৯)
- শয়তানকে শত্রু হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ এবং আল্লাহর সঠিক জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। নবীদের মর্যাদা এবং তাদের উচ্চ অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা। (৫৫-৫৩)

ইউনিট নম্বর ১৫

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৫৬-৬০: এখানে বলা হয়েছে, যে জিনদেরকে মুশরিকরা উপাসনা করত, তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দেয় এবং কেবল আল্লাহর ইবাদত করে। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিরাজের রাতে যে দৃশ্যগুলো দেখানো হয়েছিল, তা লোকদের জন্য একটি পরীক্ষাস্বরূপ। শাজারা ম্যালউ'না (অভিশপ্ত গাছ, যেমন যাক্কুম গাছ) সম্পর্কেও একটি পরীক্ষাস্বরূপ। তারা স্পষ্ট সংশয়ে লিপ্ত।

ইউনিট নম্বর ১৫-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন। (৬০-৫৬)

ইউনিট নম্বর ১৬

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা (সূরা নম্বর ১৭), আয়াত ৬১-৬৫: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, শয়তানের পথ হচ্ছে হিংসা, অহংকার ও দম্ভের পথ।এই অহংকার ও দম্ভের কারণেই ইবলিস আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল।

ইউনিট নম্বর ১৬-এর বিষয়বস্তু

- ফেরেশতাদের আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদা করার এবং ইবলিসের তা অস্বীকার করার কাহিনী। (৬৫-৬১)

ইউনিট নম্বর ১৭

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা (সূরা নম্বর ১৭)-এর আয়াত ৬৬ থেকে ৭০-এ আল্লাহ্ তাআলার অসীম নিয়ামতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিস্তির (জাহাজের) বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ যখন জাহাজে আরোহন করে, তখন তারা আল্লাহ্ তাআলাকে ডাকে। কিন্তু যখন তারা জমিনে পৌঁছয়, তখন তারা আল্লাহ্কে ভুলে অন্যদের ডাকে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের জমিনে ধসিয়ে দিতে পারেন, পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন অথবা প্রবল ঝড়-তুফানের মাধ্যমে ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু তারপরও তারা কেন উপদেশ গ্রহণ করে না?

"ইউনিট নম্বর ১৭ এর কিছু বিষয়বস্তু"

- আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ এবং মুশরিকদের বিমুখতার বর্ণনা। (৬৬-৭০)

ইউনিট নম্বর ১৮

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা / বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭)-এর আয়াত ৭১ থেকে ৭২-এ কিয়ামতের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রতিটি উম্মতকে তাদের ইমাম তথা নবীর সঙ্গে আহ্বান করা হবে। যারা সৎকাজ করবে, তাদের নেয়ামত প্রদান করা হবে। আর যারা কুফরি করবে, তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

"ইউনিট নম্বর ১৮ এর বিষয়বস্তু"

- কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা। (৭১-৭২)

ইউনিট নম্বর ১৯

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা / বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭)-এর আয়াত ৭৩ থেকে ৭৭-এ বর্ণিত হয়েছে, মুশরিক ও কাফেররা বহুবার নবী করিম (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করেছে এবং তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। উলামায়ে কিরাম বলেন, ১৬ বার তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে।

"ইউনিট নম্বর ১৯ এর বিষয়বস্তু"

- মুশরিকদের বিমুখতা এবং নবীজির পরীক্ষা ও কষ্টের বর্ণনা। (৭৩-৭৭)

ইউনিট নম্বর ২০

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা / বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭)-এর আয়াত ৭৮ থেকে ৮৫-এ নামাজের সময় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, কুরআন মুমিনদের জন্য শিফা (আরোগ্য) এবং হিদায়াত। এরপর মানুষের প্রকৃতি এবং সত্য-মিথ্যার আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামত হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন। আর রুহ (আত্মা) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বলা হয়েছে, রুহ হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ।

"ইউনিট নম্বর ২০ এর কিছু বিষয়বস্তু"

- নবীজিকে কয়েকটি উপদেশ। (৭৮-৮৫)

ইউনিট নম্বর ২১

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা / বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭)-এর আয়াত ৮৬ থেকে ৮৯-এ কুরআনের অলৌকিকত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সমস্ত জিন এবং মানবজাতি একত্র হলেও কুরআনের অনুরূপ কিছু তৈরি করতে পারবে না।

ইউনিট নম্বর ২১ এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের প্রতি কুরআনের চ্যালেঞ্জ যে তারা এর অনুরূপ কিছু তৈরি করতে পারবে না। (৮৬-৮৯)

ইউনিট নম্বর ২২

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা / বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭)-এর আয়াত ৯০ থেকে ৯৩-এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুশরিক ও কাফেররা নবীজিকে বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবি করেছিল। তাদের এই অহংকারমূলক আচরণের জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২২ এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের অহংকার এবং তাদের অযৌক্তিক দাবির বর্ণনা। (৯০-৯৩)

ইউনিট নম্বর ২৩

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা / বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭)-এর আয়াত ৯৪ থেকে ১০৯-এ মুশরিকদের কিছু সন্দেহ ও প্রশ্নের বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৩ এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের সন্দেহ ও তাদের জবাব। (৯৪-১০০)
- মুসা (আ.) এবং ফেরাউনের মধ্যকার আলোচনা। (১০১-১০৪)
- কুরআন ধীরে ধীরে নাজিল হওয়া এবং জ্ঞানীদের দ্বারা কুরআনের সত্যতা স্বীকার করা। (১০৫-১০৯)

ইউনিট নম্বর ২৪

১৫তম পারা, সূরা আল-ইসরা / বানি ইসরাইল (সূরা নম্বর ১৭)-এর আয়াত ১১০ থেকে ১১১-এ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সেই নামগুলোর মাধ্যমেই তাঁকে ডাকা উচিত, যেগুলো কুরআন এবং হাদিসে উল্লেখিত। নিজস্ব বা মনগড়া নামে আল্লাহ্‌কে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৪ এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহ্‌র আসমায়ে হুসনা (সুন্দর নাম)-এর মাধ্যমে তাঁকে ডাকা বনে তাঁর একত্ববাদ ও মহিমা বর্ণনা করার নির্দেশ। (১১০-১১১)

سورة الكهف সূরা কাহ্‌ফ	
গুহা	The Cave
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মক্কা	
এই সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে	

কিছু লক্ষ্য

- ফিতনা থেকে সুরক্ষা: এই সূরার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ফিতনা থেকে সুরক্ষা।[1]
- এই সূরায় চারটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে: আসহাবে কাহাফ (গুহাবাসী), দুই উদ্যানের মালিক, মূসা ও খিজার (عليهما السلام), এবং জুলকারনাইন। এই চারটি কাহিনীর মধ্যে যে বিষয়টি সাধারণ, তা হলো জীবনের ফিতনা। যথা: দ্বীন ও ঈমানের ফিতনা (আসহাবে কাহাফ), সম্পদের ফিতনা (উদ্যানের মালিকদের কাহিনী), জ্ঞানের ফিতনা (মূসা আলাইহিস সালাম ও খিজিরের ঘটনা), এবং ক্ষমতার ফিতনা (জুলকারনাইন)।
- ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়: এই সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, ফিতনা থেকে উত্তরণের উপায় কী।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমাকে ওহি করা হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে, তার উচিত সৎকর্ম করা এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরিক না করা।” (সূরা আল-কাহফ: ১১০) অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, কুরআন ও হাদিসই ফিতনা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

- এই সূরায় গায়েব (অদৃশ্য বিষয়াবলী) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আসহাবে কাহাফ, জুলকারনাইন, উদ্যানের মালিক, মূসা ও খিজিরের কাহিনী ইত্যাদি। এটি আমাদের স্বীকার করা করতে হবে যে, অনেক বিষয় আছে যা আমরা দেখতে বা

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: সিমাতুল মু'মিনীন ফিল ফিতান ওয়া তাক্বাল্লুবিল আহওয়াল- স্বালিহ ইবনে আব্দুল আযিয আল- আশ্‌শায়খ।

বুঝতে পারি না, কিন্তু তবুও আমাদের সেগুলোর প্রতি ঈমান রাখতে হবে এবং এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ পরম প্রজ্ঞাময়।

- এই সূরার শুরুতে এর অবতরণের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

1. কাফের ও মুশরিকদের জন্য সতর্কবার্তা।
2. মুমিনদের জন্য সুসংবাদ ও সান্ত্বনা।
3. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের জন্য সান্ত্বনা।

- সূরা কাহাফ মক্কার অবশিষ্ট ক্ষুদ্র মুমিনদের দলকে সান্ত্বনা দিয়েছে এবং কাফের কুরাইশদের জন্য সতর্কবার্তা প্রদান করেছে।
- ইহুদিরা এই ধারণা করত যে, তারা অতীত নবীদের সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে। সূরা ইউসুফ, সূরা বানি ইসরাইল এবং সূরা কাহাফের মাধ্যমে তাদের এই ধারণার মোক্ষম জবাব দেওয়া হয়েছে। অন্য কথায়, ঐতিহাসিক প্রমাণের (historical evidence) মাধ্যমে নবুওয়তের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- কুরাইশরা কুরআনকে মুছে ফেলার জন্য বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করছিল, তখন উভয় সূরা (বানি ইসরাইল এবং কাহাফ) কুরআনের মহিমাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে এবং এটি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করেছে।
- সূরা বানি ইসরাইলে ইহুদিদের আসল চরিত্র উন্মোচন করা হয়েছে, আর সূরা কাহাফ এবং এর পরের সূরা মারিয়ামে খ্রিস্টানদের আসল চেহারা প্রকাশ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৫

১৫তম পারা, সূরা আল-কাহফ (সূরা নম্বর ১৮)-এর আয়াত ১ থেকে ৮-এ আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে এবং কুরআন মাজিদের নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মুমিনদের জন্য সুসংবাদ এবং কাফের ও মুনাফিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, যারা ধারণা করে যে, আল্লাহর সন্তান আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, যারা ঈমান আনেনি, তাদের জন্য তিনি যেন বেশি দুঃখিত না হন। এই সূরার বিশেষ ফজিলত: এর প্রথম দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়।

ইউনিট নম্বর ২৫-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের গুরুত্বের বিবরণ। (১-৫)

- রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুশরিকদের ঈমান আনার জন্য আগ্রহ এবং দুনিয়া পরীক্ষার স্থান হওয়ার বিবরণ। (৬-৮)

ইউনিট নম্বর ২৬

১৫তম পারা, সূরা আল-কাহফ (সূরা নম্বর ১৮)-এর আয়াত ৯ থেকে ৩১-এ আসহাবে কাহাফ বা গুহাবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারা কারা ছিলেন, কত দিন ঘুমিয়েছিলেন—এ সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

ইউনিট নম্বর ২৬ এর বিষয়বস্তু

- আসহাবে কাহফের ঘটনা। (৯-২৭)
- সৎ মানুষের সাথে থাকার নির্দেশ এবং উদাসীন ও গাফিল মানুষদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ। (২৮)

ইউনিট নম্বর ২৭

১৫তম পারা, সূরা আল-কাহফ (সূরা নম্বর ১৮)-এর আয়াত ৩২ থেকে ৪৪-এ সম্পদের ফিতনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে বাগানের মালিকদের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৭-এর বিষয়বস্তু

- জালিমদের শেষ পরিণতির বিবরণ। (৩৯-৩১)
- দুনিয়ার মায়ায় প্রতারিত ব্যক্তির উদাহরণ এবং এক সাধকের (জাহিদ) জীবনের বাস্তবতা। (৩২-৪৪)

ইউনিট নম্বর ২৮

১৫তম পারা, সূরা আল-কাহফ (সূরা নম্বর ১৮)-এর আয়াত ৪৫ থেকে ৪৯-এ বাগানের মালিকদের ঘটনার পর তাদের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, যারা সম্পদের ফিতনায় পতিত হয়, তাদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৮-এর বিষয়বস্তু

- দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা এবং সৎকর্মের গুরুত্ব। (৪৫-৪৬)
- কিয়ামতের দিনের কিছু ভয়াবহ দৃশ্য। (৪৭-৪৯)

ইউনিট নম্বর ২৯

১৫তম পারা, সূরা আল-কাহফ (সূরা নম্বর ১৮)-এর আয়াত ৫০ থেকে ৫৩-এ ইবলিসের ফিতনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইবলিস কীভাবে মানুষকে পরীক্ষা এবং বিপদে ফেলে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবলিস ছিল জিনদের মধ্য থেকে।

ইউনিট নম্বর ২৯-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর ফেরেশতাদের আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশ এবং ইবলিসের অস্বীকৃতি ও শত্রুতার বর্ণনা। (৫০)
- মুশরিকদের মিথ্যা দাবির প্রত্যাখ্যান এবং তাদের পরিণতির বিবরণ। (৫১-৫৩)

ইউনিট নম্বর ৩০

১৫তম পারা, সূরা আল-কাহফ (সূরা নম্বর ১৮)-এর আয়াত ৫৪ থেকে ৫৮-এ বলা হয়েছে, কুরআনে সব বিষয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কাফের ও অবাধ্য ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর শাস্তি অপেক্ষা করছে এবং এটি নিশ্চিতভাবেই ঘটবে। এরপর পাপী ও গুনাহগারদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ফিতনা থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ।

ইউনিট নম্বর ৩০-এর বিষয়বস্তু

- রসূল এবং কুরআনের গুরুত্ব, মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অবকাশের বিবরণ। (৫৪-৫৯)

ইউনিট নম্বর ৩১

১৫তম পারা, সূরা আল-কাহফ (সূরা নম্বর ১৮)-এর আয়াত ৫৯ থেকে ৭৩-এ মুসা (আ.) এবং খিজার (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৩১-এর বিষয়বস্তু

- মুসা (আ.) এবং খিজার (আ.)-এর ঘটনা। (৫৯-৭৩)